www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201905
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

# আলিপুর বার্তা

জগদ্ধাত্রী

ছয়ের পাতায়

কলকাতা ঃ ৫২ বর্ষ, ২ সংখ্যা, ১০ কার্তিক – ১৬ কার্তিক, ১৪২৪ ঃ ২৮ অক্টোবর – ৩ নভেম্বর, ২০১৭

Kolkata : 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 2, 28 October - 3 November, 2017 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

## দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

**শনিবার :** এত প্রচার, এত প্রকল্পের পরেও বিশ্বসেরা

কন্যাশ্রীকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বাল্য ও নাবালিকা বিবাহে প্রথম স্থান অধিকার করল রাজ্য। ২০১৫–১৬ সালের জাতীয় পরিবার ও স্বাস্থ্য সমীক্ষায় বলা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে নাবালিকা বিয়ের সংখ্যা সব চেয়ে বেশি, ৪০.৭ শতাংশ।

**রবিবার :** মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় এসে প্রথমেই উদ্যোগী

হয়েছিলেন রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার হাল ফেরাতে। বাইরের চাকচিক্য ছাড়া আসলে তা যে এক শতাংশও বদলায় নি তা দেখিয়ে দিল ডেঙ্গু। প্রতিরোধ তো দূরে থাক, ক্রমে মহামারীর আকার ধারণ করছে ডেঙ্গু।

**সোমবার :** ডোকলামে সুবিধা করতে না পেরে এবার ব্রহ্মপুত্র ও

শতদ্রুর জল প্রবাহ তথ্য ভারতকে না দিয়ে নতুন জট বাঁধাতে চাইছে চিন। এর ফলে ফের ভারত–চিন সম্পর্কে অবনতি হতে পারে বলে আশঙ্কা।

**মঙ্গলবার :** দার্জিলিং সদর থানার এসআই অমিতাভ মালিকের

মৃত্যু তোলপাড় তুলেছে রাজ্যে। সরকার অভিযোগের আঙুল তুলেছে বিমল গুরুং–এর দিকে। কিন্তু প্রকৃত কারণ জানতে সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দিল রাজ্য প্রশাসন।

**বুধবার :** কবিগুরু রবি ঠাকুরের নোবেল পদক চুরির কিনারা করতে

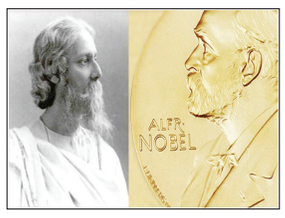


না পারায় আদালতে অপদস্থ হল সিবিআই। বিচারপতি ধমক দিয়ে বলেন, নিজেরা যখন পারছেন না অন্যকে তদন্ত করতে দিন। উল্লেখ্য রাজ্য সিআইডি তদন্ত করাতে চায় নোবেল উদ্ধারে।

**বৃহস্পতিবার :** হোর্ডিং–এর দৌরাত্ম্যে জেরবার হয়ে শেষ

পর্যন্ত তামিলনাড়ুতে ব্যানার বা হোর্ডিং–এ কোনও জীবিত ব্যক্তির ছবি না লাগাতে নির্দেশ দিল মাদ্রাজ হাইকোর্ট। সাবধান পশ্চিমবঙ্গ!

**শুক্রবার :** ডেঙ্গু নিয়ে ক্রমাগত সরকারি চাপে জেরবার ডাক্তাররা

এবার ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদে যেতে চলেছে। দাবি সরকারি জেদের ফলে ব্যহত হচ্ছে সুচিকিৎসা।

সবজান্তা খবরওয়ালা

# ডেঙ্গুর মৃত্যু মিছিলে ম্লান দীপাবলী

**কল্যাণ রায়চৌধুরী**

গত বছর থেকেই উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলায় ডেঙ্গুর বাড়–বাড়ন্ত শুরু হয়। সেসময় সংশ্লিষ্ট প্রশাসন এবং স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে দায়সারা গোছের কিছু সচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি সহ কিছু ব্লিচিং ছড়ানো ও কয়েকবার মশা মারার কামান দাগা ছাড়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোনও কার্যকর পদক্ষেপ করেনি। ইতিমধ্যে শীতকাল পড়ে যাওয়ায় ডেঙ্গুর উপদ্রব স্তিমিত হয়। কিন্তু পরিস্থিতি ডেঙ্গুমুক্ত হয় না। এটা বোঝা গেল চলতি বছরে গরম পড়তে এবং বর্ষা হওয়ার পর। গত শীতে থিতিয়ে থাকা সংকট পুনর্জীবিত হয়ে ও অধিকগুণ শক্তি বৃদ্ধি আরও ভয়ঙ্কর আগ্রাসী হয়ে ওঠে। সমগ্র উত্তর চব্বিশ পরগনার সবকটি মহকুমা সহ দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, কলকাতা, হাওড়া অতিক্রম করে রাজ্যের অন্যান্য জেলাতেও আগ্রাসনের থাবা বসানো শুরু করে। এবছর শারদোৎসবের অনেক আগে থেকেই উত্তর চব্বিশ পরগণা জুড়ে ডেঙ্গু কার্যত মহামারীর আকার ধারণ করতে থাকে। বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন হন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর নির্দেশেই জেলা হাসপাতালগুলির খোল–নলচে বদলে উন্নত করার চেষ্টা চালাচ্ছে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর। এদিকে কিছুদিন আগে মুখ্যমন্ত্রীই এক সাংবাদিক বৈঠকে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বেসরকারি ল্যাব ডেঙ্গু নিয়ে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে বলে মন্তব্য ও অভিযোগের পর দেখা গিয়েছে, ডেঙ্গুতে মৃত্যু হলেও হাসপাতালগুলি মৃত্যুর শংসাপত্রে ডেঙ্গু লিখতে অস্বীকার করছে। এর পরিবর্তে তারা অজানা জ্বর বলে একটি হাস্যকর ও বিভ্রান্তিকর তথ্যের উল্লেখ করছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের প্রশ্ন রক্তপরীক্ষায় যেখানে 'প্লেট লেট' নেমে যাচ্ছে, সেখানে হাসপাতালগুলির অজানা জ্বর–এর উল্লেখ রীতিমতো হাস্যকর ও বিভ্রান্তিকর।

উত্তর চব্বিশ পরগনার বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলায় অজানা জ্বর ও ডেঙ্গু মিলিয়ে সরকারি হিসেবে ২৫–৩০ জনের মৃত্যুর কথা স্বীকার করা হলেও বেসরকারি মতে মৃতের সংখ্যা প্রায় দেড় শতাধিক। উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা সদর বারাসত স্টেট জেনারেল হাসপাতালে এ ধরনের মৃত্যুর কোনও খবর নেই বলে জানালেন, হাসপাতালের সুপার ডা. সুব্রত মণ্ডল।

**জয় মা ডেঙ্গুশ্বরী**

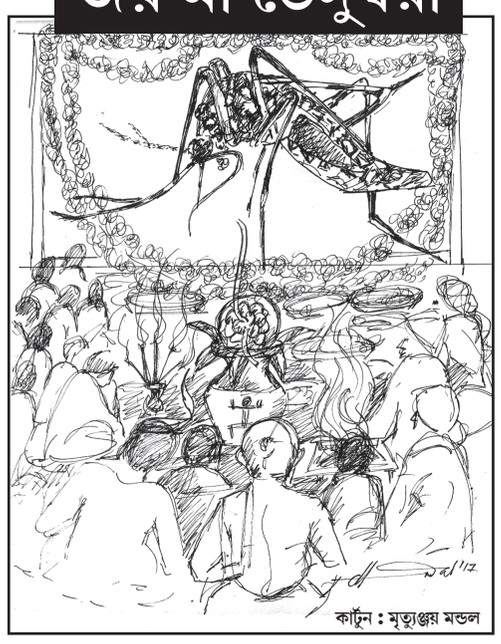

কার্টুন : মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

তিনি বলেন, 'এখানে ডেঙ্গুতে মৃত্যুর কোনও খবর নেই। আমরা তেমন বুঝলে আরজি কর বা এনআরএস–এ রেফার করে দিই। সেখানে কোনও রোগীর মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। সেটা আমার জানা নেই।'

হাবড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে সরকারি হিসেবে ৬ জনের মৃত্যুর খবর জানানো হলেও এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত বেসরকারি হিসেবে মৃত্যু হয়েছে প্রায় ৩০ জনের। স্থানীয় মানুষের বক্তব্য, হাবড়া হাসপাতালের বাইরে ফুলের বাগান, সুলভ শৌচালয়, আলো ইত্যাদির মোড়কে সৌন্দর্যায়নের যতটা ঘনঘটা, হাসপাতালের ভিতরের অবস্থা ততটাই খারাপ— এ যেন 'বাইরে চিকন–চাকন, ভিতরে খড়ের গাদন' এ মন্তব্য জনৈক বাসিন্দার। বাসিন্দাদের অভিযোগ, কমবেশি ১৩০টি শয্যা। রোগী প্রায় চার–পাঁচশো। পরিষেবা নেই বললে চলে। কারণ একটা বেডে কমপক্ষে তিনজন রোগী। এছাড়া মেঝেতেও রোগী রাখা হয়েছে। হাবড়া হাসপাতালের সুপার ডা. শংকর প্রসাদ ঘোষ বলেন, 'রোগীর অনুপাতে ডাক্তার, নার্স এবং গ্রুপ–ডি কর্মীর সংখ্যা কম।'

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে স্থানীয় বিধায়ক তথা খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক অতি সম্প্রতি মাত্র কয়েকটি বেড বাড়িয়েছেন। এলাকাবাসীর প্রশ্ন, যেখানে স্থানীয় বিধায়ক রাজ্যের একজন দক্ষ মন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কও ভাল, সেখানে বিগত ৭ বছরে তিনি এই হাসপাতালে কেন আরও শয্যা বাড়াতে পারেন নি? দ্বিতলও চালু করেননি? তাদের অভিযোগ, এখানে জায়গা আছে কিন্তু শয্যা নেই। আরও কর্মী নিয়োগ দরকার, তাও হয়নি। এমনকি হাসপাতালের নিজস্ব বিভিন্ন প্যাথলজিক্যাল ল্যাবগুলি অকেজো হয়ে আছে, স্থানীয় পারীক্ষা কেন্দ্রগুলিকে সুযোগ করে দেওয়ার কারণে।

এরপর পাঁচের পাতায়

# জ্বরে পুড়ছে গ্রাম পথঘাটও সুনসান

**পার্থ ঘোষ, বারাসত :** দুর্গাপুজোর আগে থেকেই অজানা জ্বরে আক্রান্ত ছিল হাবড়া, দেগঙ্গা, বেঁড়াচাপা, অশোকনগরের বেশ কিছু অঞ্চল। ডেঙ্গুতে বেশ কয়েকজন মানুষের মৃত্যু হলেও প্রশাসনিক বাধ্যবাধকতায় মৃত্যুপঞ্জীতে ডেঙ্গুর উল্লেখ করার নিষেধ ছিল। কিন্তু প্রতিদিন যেভাবে আক্রান্তের

সংখ্যা বাড়ছে ও মৃত্যুর খবর পাওয়া যাচ্ছে তাতে দিকবিদিক শূন্য দেখাচ্ছে সাধারণ মানুষকে। অথচ প্রশাসন ডেঙ্গু মানতে চাইছে না। বসিরহাটে বুধবার মোস্তাফা গাজি নামে পাঁচ বছরের শিশু ডেঙ্গুতে মারা গিয়েছে। দেগঙ্গার শ্যামলী কাহার ও দুপুরে কাকলী রায় নামে এক গৃহবধূ অশোকনগরে ডেঙ্গুতে মারা গিয়েছেন। শুধু তাই নয় বারাসত ব্লক ১ এর বাসিন্দা সমরেশ ঘোষ নামে এক স্কুল শিক্ষক বৃহস্পতিবার মারা গিয়েছেন বারাসতের এক নার্সিংহোমে। বারাসত শহর লাগোয়া ময়না, ইছাপুর, নীলগঞ্জ, খিলকাপুর প্রভৃতি গ্রামগুলিতে জ্বরের প্রকোপ এখনও চলছে মারাত্মকভাবে। জেলায় বেসরকারিভাবে আক্রান্তের সংখ্যা কয়েক হাজার। তাই সে কারণেই বিভিন্ন গ্রামগুলিতে চাষাবাসের কাজে বিঘ্ন ঘটছে। গ্রামের পর গ্রাম নিস্তব্ধতায় ঘেরা। কেউ ঘর থেকে বেরতে চাইছেন না। কর্মব্যস্ত পাড়া, মহল্লা রয়েছে সুনসান। প্রত্যেকেই প্রায় মশারির আচ্ছাদনে যেতে চাইছেন। জ্বর হলেই আতঙ্ক ডেঙ্গু নয় তো! ধীরে ধীরে জ্বরের প্রকোপ বারাসত শহরে ঢুকতে শুরু করেছে। তবু প্রশাসনের হেলদোল নেই। বারাসত পুরসভার পুরপ্রধান সুনীল মুখোপাধ্যায় বলেন ''আমরা বহু আগে থেকেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও সচেতনতার উপর দৃষ্টি দিয়েছি।'' তবু এলাকাবাসীর আশঙ্কা কাটছে না কিছুতেই।

# পিসিভি ও এমসিভি পরীক্ষা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের আওতায় পড়ে না : অতীন

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** রাজ্যে ডেঙ্গু আক্রমণের আবহে কলকাতা পুরসভার ভূমিকা নিয়ে সম্প্রতি হৈ–চৈ শুরু হয়েছে। ডেঙ্গু পরীক্ষার পরিকাঠামো না থাকার অভিযোগে কাঠগড়ায় উঠেছে শতাব্দী প্রাচীন পুরসভার ভূমিকা। পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগের আধিকারিক থেকে কর্মীরা নিজেরাই স্বীকার করে নিয়েছেন পুরসভার ডেঙ্গু নির্ণয় কেন্দ্রে ও ল্যাবরেটরিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পিসিভি ও এমসিভি পরীক্ষার যন্ত্রপাতি নেই। এমনকি এই সব যন্ত্র কেনার টেন্ডার পদ্ধতি বহুদিন ধরে আটকে আছে বলে অভিযোগ উঠেছে। অন্যদিকে ৫ কোটি টাকা দিয়ে ১৫টি ডেঙ্গু নির্ণায়ক যন্ত্র বসানো হয়েছে ১৫টি বোরোতে। তা সত্ত্বেও কেন পুরসভা কাঠগড়ায় উঠছে তা নিয়ে পুরসভার অন্দরে ক্ষোভ দানা বাঁধছে।

অথচ পুরসভার বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছেন পুর স্বাস্থ্য দফতরের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ। অতীন বাবু বলেন, পুরসভার পরীক্ষা কেন্দ্রগুলির আওতায় পিসিভি (প্যাকড মেল ভলিউম) এবং এমসিভি (মিন করপাসল ভ্যালু) টেস্ট পড়ে না। এই টেস্ট দুটি ডেঙ্গু জটিল আকার ধারণ করলে ও রোগী হাসপাতালে ভর্তি থাকলে তবেই করার প্রয়োজন পড়ে। শহরের বড়ো বড়ো সরকারি হাসপাতালেই এই পরীক্ষা হয়। সেজন্য বহু অর্থ ব্যয় করে এই টেস্ট দুটির প্রয়োজন মেশিন কেনা 'প্রাইমারি ডেঙ্গু নির্ণয় কেন্দ্রে'র পর্যায়ে পড়ে না। আর এই টেস্ট দু'টি করতে খরচ খুবই কম। ২০ টাকা ও ২০ টাকা মোট ৪০ টাকায় পিসিভি ও এমসিভি টেস্ট দু'টি হয়ে যায়। তিনি বলেন, কলকাতার ১৫টি ডেঙ্গু নির্ণয় কেন্দ্রের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ২০১১তে পাঁচটি এবং ২০১৬তে আরও ১০টি যন্ত্র প্রায় পাঁচ কোটি টাকা ব্যয় করে কেনা হয়েছে। ভারত সরকারের 'ন্যাশনাল ভেক্টর বোর্ন ডিজিস কন্ট্রোল প্রোগ্রাম' (এনভিবিডিসিপি) অনুমোদিত এলাইজা পদ্ধতিতে রক্ত পরীক্ষা পুরসংস্থার প্রতিটি ডেঙ্গু নির্ণয় কেন্দ্রে করা হয়। কলকাতাবাসীরা পুরসংস্থার যে ওয়ার্ডের বাসিন্দা সেই স্বাস্থ্যকেন্দ্র আসুন। ওয়ার্ড মেডিক্যাল অফিসাররা আপনার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবেন, প্রয়োজনে আপনার দেহ থেকে নমুনা সংগ্রহের ব্যবস্থা করবেন এবং পুরসংস্থার 'ডেঙ্গু নির্ণয় কেন্দ্রে' সেই রক্তের নমুনা দ্রুত পরীক্ষার ব্যবস্থা করবেন। এই যন্ত্রে 'এলাইজা রিডার' ও এলাইজা ওয়াশারে'র মাধ্যমে রক্ত পরীক্ষা মহানগরবাসীর প্রয়োজনে বিনামূল্যে করা হচ্ছে। সেখানে চলতি বছরে জানুয়ারি থেকে ২০ অক্টোবর সময়কালে সর্বমোট ১২ হাজার জনের রক্ত পরীক্ষা করে ৬৫০ জনের ডেঙ্গু রোগ ধরা পড়েছে।

অতীনবাবু জানান, এই মহানগরবাসীর সকলের 'প্রাথমিক জনস্বাস্থ্য পরিষেবা' দেওয়া পুরস্বাস্থ্য দফতরের মূল কাজ। তিন থেকে পাঁচ শতাংশ জটিল ডেঙ্গু রোগীর পরীক্ষানিরীক্ষা জন্য শহরের বড়ো বড়ো হাসপাতালগুলি রয়েছে। পুর স্বাস্থ্য দফতর কেবল প্রাথমিক রোগ নির্ণয়ের ব্যবস্থা করে থাকে এবং পতঙ্গবাহী রোগকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণে আনা যায় সে প্রচেষ্টা করে থাকে। এদিকে ধর্মতলাস্থিত কেন্দ্রীয় পুর ভবনের নির্দেশ শহরতলির বরো অফিসগুলির মাধ্যমে সরকার ও বিরোধী পক্ষের পুর প্রতিনিধিদের দ্বারা কলকাতা মহানগরীর সীমান্তবর্তী ওয়ার্ডগুলিতে কতটা মেনে চলা হচ্ছে, তা নিয়ে নানা প্রশ্নচিহ্ন রয়েই গিয়েছে। এদিকে কেন্দ্রীয় পুর প্রশাসনের অন্দরে বহু প্রশ্নচিহ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। এরপর পাঁচের পাতায়

**কলকাতা পুরসংস্থার নিজস্ব ডেঙ্গু নির্ণয় কেন্দ্রের ঠিকানা**

| বরো | ওয়ার্ড | ঠিকানা | ল্যান্ড মার্ক |
|---|---|---|---|
| ১ | ৬ | ৩, গোপাল মুখার্জি রোড, কল –৭৮ | পাইকপাড়া বাসস্টপ, |
| ২ | ১১ | হাতিবাগান ডিসপেনসারি, কল–৬ | কর্পোরেশন গ্যারেজের পাশে |
| ৩ | ৩১ | পি–১৯, সিআইটি রোড, কল–৫৪ | ফুলবাগান মোড়ের কাছে |
| ৪ | ২৫ | ৯–এ, বারানসী ঘোষ লেন কল–৬ | সিমলা ব্যায়াম সমিতির কাছে |
| ৫ | ৩৬ | ১০, হাসি স্ট্রিট, কলকাতা–৯ | চামড়াপট্টি |
| ৬ | ৬২ | হাজি ডিসপেনসারি, ২১, হাজি মহম্মদ মহসিন স্কোয়ার, কলকাতা–১৬ | হাজি মহম্মদ মহসিন স্কোয়ারের ভেতরে |
| ৭ | ৫৭ | ৪৮–কে, দেবেন্দ্র চন্দ্র দে, রোড, কল–১৫ | ধাপা মসজিদের কাছে |
| ৮ | ৬৯ | ৩৬, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কল–১৯ | বালিগঞ্জ ফাঁড়ি |
| ৯ | ৮২ | চেতলা ডিসপেনসারি, ২৯/৫, চেতলা সেন্ট্রাল রোড, কলকাতা–২৭ | কালীঘাট ব্রিজ থেকে নেমে দেশের খাবার মিষ্টির দোকানের বিপরীতে |
| ১০ | ৯৬ | লায়েলকা চেস্ট ক্লিনিক, লায়েলকা রোড, কল–৯২ | বিজয়শ্রী মন্দিরের বিপরীতে (যুব সংঘ ক্লাবের কাছে) |
| ১১ | ১১০ | বৃজি রোড, গড়িয়া, কলকাতা–৭৬ | গাজীপুকুর ওয়াটার ট্যাঙ্কের কাছে |
| ১২ | ১০৭ | ১০, পি, মজুমদার রোড, কল–৯ | কায়স্থ পাড়া মোড়ের কাছে |
| ১৪ | ১৩২ | কলকাতা পুরসংস্থার ডিসপেনসারি, কলকাতা–৬০, পর্ণশ্রী পল্লি | উপেন ব্যানার্জি রোড, নববাণী সংঘ পার্কের পাশে |
| ১৫ | ১৩৪ | ৬১, আলগরা মজদুর লেন, কল–২৪ | পেট্রোল পাম্পের পাশে |
| ১৬ | ১২৩ | ২, রাজা রামমোহন রোড, কল–৮ | বেহালা চৌরাস্তা বাজারের কাছে |

# ঠাঁই নেই বারুইপুরেও

**অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার :** রাজ্যের ডেঙ্গু পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে বারুইপুর মহকুমা ও সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালেও এখন তিল ধারণের জায়গা নেই। বারুইপুর এলাকা তো আছেই এর সঙ্গে সীতাকুন্ড, চম্পাহাটি, চরণ, রামনগর, সূর্যপুর, শঙ্করপুর, কল্যাণপুর, বেগমপুর এমনকি হোটোর, ধামুয়া, কুলতলি থেকে শয়ে শয়ে জ্বরে আক্রান্ত রোগী ছুটে আসছেন বারুইপুরে। দুই হাসপাতালে বেডের সংখ্যা ৩৬৮ হলেও রোগীর সংখ্যা ৬৫০ ছাড়িয়ে গিয়েছে। জ্বরে আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়েছে দেড়শো।

মহকুমা হাসপাতালের সুপার জয়া বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বাস্থ্য আধিকারিক মৃদুল ঘোষ সর্বদা নজরদারির কথা জানালেও রোগীদের অভিজ্ঞতা করুণ। সূর্যপুরের বাসিন্দা করিম মোল্লা জানালেন ৬ দিন ধরে ভর্তি থাকলেও প্লেটলেট ক্রমশ কমছে। কমছে বাঁচার আশা। তাঁর তীর চিকিৎসার অপ্রতুলতার দিকে। চম্পাহাটির কানাই নস্কর জানালেন এত কম চিকিৎসক যে একবারের বেশি ওয়ার্ডে আসতে পারছেন না। এক একটি বেডে দু জনের বেশি রোগী। বারান্দায় শোয়ানো হচ্ছে। মশারি নেই, নেই নামও। অবস্থা ক্রমশ ঘোরালো হয়ে উঠছে। মৃদুল বাবু এলাকায় মেডিক্যাল ক্যাম্প করার কথা জানালেও কিন্তু তাতে আতঙ্ক মোটেই কমছে না। রোগীর আত্মীয়রা এখন সবাই ভগবানের হাতে ছেড়ে দিয়ে সান্ত্বনা খোঁজার চেষ্টা করছেন।

# ভাঙনের মুখে বকখালি, আতঙ্কিত সব মহল

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** পশ্চিমবঙ্গের আপামর বাঙালিকে কালী পুজোর আনন্দ থেকে বঞ্চিত করা খলনায়ক নিম্নচাপ গত রবিবার দুপুরের পর থেকে স্বস্তি দিয়েছে বকখালি, ফ্রেজারগঞ্জ এর হোটেলে মালিকদের। কারণ, এদিন দুপুরের পর থেকে অমাবস্যার কোটালের জলোচ্ছ্বাস কমতে শুরু করেছে। আকাশও রোদ ঝলমলে। আপাতত আর নতুন করে ভাঙনের কোনও আশঙ্কা নেই বকখালি, ফ্রেজারগঞ্জের। শীতের মরশুম পড়তে শুরু করে দিয়েছে। পর্যটকের আনাগোনা হচ্ছে সমুদ্র সৈকতে। কিন্তু এরই মাঝে সমুদ্র সৈকতে ধ্বংসের কঙ্কাল দেখা যাচ্ছে।

বকখালি বা লাগোয়া ফ্রেজারগঞ্জের ভাঙন নতুন কিছু নয়। কয়েক বছর ধরে ফ্রেজারগঞ্জের বাঁধ বরাবর দাস কর্নার ও হাতি কর্নারের ভাঙন চলছিল। কিন্তু বৃহস্পতিবার সন্ধের পর থেকে নিম্নচাপ ও কোটালের জোড়া ফলায় হাজার মিটারের বেশি সমুদ্র বাঁধ সম্পূর্ণ ধুয়েমুছে সাফ হয়ে গিয়েছে। ইটের ব্লক পিচিং, শালের পাইলিং পুরোপুরি ধুয়ে গিয়ে জল ঢুকেছে বাঁধ লাগোয়া কয়েক'শো বাড়িতে। কয়েকটি বাড়িও জলের তোড়ে ভেঙে পড়েছে। বাঁধের ওপর শিকড়সুদ্ধ উপড়ে পড়েছে প্রচুর গাছ। কয়েকশো মিটার খাড়াই হয়ে ধস নেমে গিয়েছে। সব মিলিয়ে বাঁধ বরাবর ধ্বংসের চিহ্ন স্পষ্ট। কয়েকশো মানুষকে এখনও স্থানীয় একটি লজে শিবির করে রাখা হয়েছে।

ফ্রেজারগঞ্জ থানার পাশ বরাবর এসে গিয়েছিল জোয়ারের জল। বিশ্ব উষ্ণায়নের জেরে প্রতিবছর সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেক্ষেত্রে আগামী দিনে বকখালি ও ফ্রেজারগঞ্জের অস্তিত্ব নিয়ে বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন তুলে দিয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদ্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক তুহিন ঘোষ বলেন, বকখালি, ফ্রেজারগঞ্জ–এর ভাঙন কমানো খুব কঠিন কাজ। এর কারণ সমুদ্রতলের বিচিত্র পরিবর্তন ঘটছে দ্রুত। তবে ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য একটা ভাল গবেষণা জরুরি।' কাকদ্বীপ ডিভিশনের সেচ দপ্তরের মুখ্য বাস্তুকার নমিত সরকার বলেন, পুরো ক্ষয়ক্ষতির হিসেব আসেনি। সেচ দপ্তর বকখালির জন্য কংক্রিটের বাঁধ নির্মাণ করবে।'

ফ্রেজারগঞ্জ পঞ্চায়েতের প্রধান শ্যামলী দাস বলেন, আগে অল্পস্বল্প ভাঙন চলছিল। সেই ছবি আমরা তুলে সেচ দপ্তরের কাছে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু এবারের জলোচ্ছ্বাসের জেরে যে ভাঙন হয়েছে, তার ফলে বকখালি, ফ্রেজারগঞ্জের অস্তিত্ব আগামী দিনে বিপদের মুখে।' আতঙ্কিত বকখালি লজ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সুভাষ মাঝি বলেন, এমনি সরাসরি সড়কপথে আসা যায় না বলে পর্যটকদের অনীহা আছে। তার ওপর ভাঙন আমাদের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। পাশের গ্রামে জল ঢুকেছে। বিপদ দোরগোড়ায়।' ফ্রেজারগঞ্জ পঞ্চায়েতের মধ্যে পড়ে এই যমজ পর্যটন–কেন্দ্র। বঙ্গোপসাগরের বিশাল সমুদ্রতট ও ঝাউবন ঘিরে গড়ে উঠেছে সুন্দরবনের এই পর্যটন–কেন্দ্র। এই পর্যটন–কেন্দ্রের লাগোয়া গ্রামগুলোতে গরিব মৎস্যজীবীদের বাস। গড়ে উঠেছে শুঁটকি মাছের খটি। কয়েক হাজার মানুষ এই খটি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। আগের তুলনায় পর্যটন–কেন্দ্রে হোটেল ও লজের সংখ্যাও বেড়েছে। নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর সাগর–বকখালি উন্নয়ন পর্ষদ গড়ে পর্যটকদের সুবিধের জন্য নানান পরিকাঠামো উন্নয়নও হচ্ছে। বকখালি সমুদ্র–বাঁধের অনেকটা কংক্রিট দিয়ে বাঁধানো। এবারের জলোচ্ছ্বাসের জেরে সেই কংক্রিটেও ফাটল দেখা দিয়েছে। সেই ফাটল দিয়ে হু হু করে নোনা জল ঢুকেছে গ্রামগুলোতে। পর্ষদের পর্যটকদের জন্য তৈরি বসার সিটগুলোও ভাঙনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। এখন আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে সব মহল। গ্রাসের মুখে কি চলে যাবে এই পর্যটন কেন্দ্র। সম্প্রতি অবশ্য অনেকটাই ভিড় দেখা মিলছে বকখালিতে। তার কারন একটাই দার্জিলিঙে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে তার অভাব পূরণ করছে এই সমুদ্র সৈকত বকখালি।

Alipur Barta: 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 2, 28 October - 3 November, 2017

## দীপাবলীর আগেই নয়া উচ্চতায় শেয়ার বাজার

# বুলদের তুর্কীনাচনে কোণঠাসা বেয়াররা

**পার্থসারথি গুহ**

গত সপ্তাহেই বলা হয়েছিল কিভাবে কারেকশনকে তুড়ি মেরে বুল-রা তাঁদের তুর্কীনাচন দেখিয়েছেন। আর সেই নাচের তাণ্ডব এতটাই ছিল যে বেয়াররা আপাতত সংশোধনীর চিন্তা ভুলে গিয়ে চোখে সর্ষেফুল দেখছেন। এমতাবস্থায় যথারীতি বুলরা তাঁদের সর্বশক্তি দিয়ে বেয়ারদের টুঁটি চেপে ধরেছেন। চালু সপ্তাহটি তো আবার রেকর্ডিং মেকিং উইক–এ পরিণত হয়েছে। শুধু তাই নয়, এখানেই থেমে নেই বুলদের নটরাজ নৃত্য। তাঁরা কেনার তোড়ে দীপাবলীর ঠিক প্রাক মুহূর্তে ভারতীয় শেয়ার বাজারকে নিয়ে গিয়েছেন এক নয়া উচ্চতায়। যার দাপটে নিফটি এই দৌড়ে পেরিয়ে গিয়েছে ১০,২০০–লকগেট। একে চ্যালেঞ্জ করে ৯২৫০–ও ছুঁয়ে এসেছে নিফটি মহারাজ। সেনসেক্সের ব্যাটের উঠেছে রানের বন্যা। সবমিলিয়ে ভারতের অর্থবাজার একেবারে সবদিক থেকেই স্বর্ণযুগের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। যেভাবে কোনও বাধা ছাড়াই এগোচ্ছে ভারতের দুই ডাকসাইটে সূচক তাতে আরও কত নতুন রেকর্ড হবে তার ইয়ত্তা নেই। এমনিতে দুনিয়াখ্যাত আর্থিকবাজার সংস্থা মর্গ্যান স্ট্যানলি ভবিষ্যতবাণী করেছে ভারতের বাজার যে ভাবে এগোচ্ছে তাতে সেদিন বেশি দেরি নেই যেদিন নিফটি ৩০–৩২ হাজার আর সেনসেক্স একলাখি হয়ে উঠবে।

এমনিতে বেখাপ্পা মুডের জন্য শেয়ার বাজার বিশেষ পরিচিত। এখানে আগাম আলটপকা মন্তব্য করতে গিয়ে অনেক তাবড় তাবড় পণ্ডিতের মুখ কালো হয়ে গিয়েছে। এই বাজারের ইতিহাসই সে ছবি তুলে ধরে। এই বাজারে আগামীতে কী হবে তার বিচার বোধহয় স্বয়ং ঈশ্বরও করেন না। এই ধরুন আপনার বা ধরুন ভারতের সার্বিক পরিস্থিতি খুব ভালো, তার মানে এখানকার সূচকের বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা এমনটাই ভাববেন আপনি। কার্যক্ষেত্রে গিয়ে দেখা যাবে সারা বিশ্ব বাজার থেকে আসা খারাপ সংবাদ একে নিচের দিকে টেনে নামাচ্ছে। আবার যখন বিদেশের অবস্থা খুব চমৎকার তখন গিয়ে দেখা গেল দেশ থেকে

**অর্থনীতি**

আসা খারাপ খবরের জেরে ভারতের বাজার একেবারে চিৎপটাং হয়ে গেল। সুতরাং আবহাওয়ার মতো যদি আপনি ভাবেন শেয়ার বাজার সম্পর্কে আগাম আভাস দেওয়া যায় তা হলে আপনি বা আপনারা খুব ভুল করছেন। এখানে খানিকটা ভাগ্যের ভূমিকাও রয়েছে। ওই ব্যাপারটা হল লাগলে তুক আর না লাগলে তাক। এর ওপর ভর করে হয়তো কেউ কেউ মুরুব্বিয়ানা মেরে থাকেন শেয়ার বাজারে।

তবে অর্থবাজারে সবকিছু আন্দাজে বলে দেওয়া সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন নির্দিষ্ট কোম্পানি এবং তার বাজার সম্পর্কে পড়াশুনা। এই ব্যাপারটা নখর্দপণে থাকলে কিছুটা তো এগনো যায়ই। তাই বলে একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মেলানো না হোক একটা সম্ভাবনার ছবির রূপদান করা যায়। এর বলে বলীয়ান হয়ে তাই বিশেষজ্ঞরা শেয়ারের ওপর তাদের মতামত দিয়ে থাকেন যাকে ধরা হয় এক্সপার্ট ভিউ হিসাবে। আগেই বলেছি এই বাজারের ধার এতটাই অদ্ভুত যে এখানে অনেকসময় বিশেষজ্ঞরাও হোঁচট খেয়ে পড়েন।

তখন ফিসফাস শোনা যায় বাজারের অন্দরে যে ওই বিশেষজ্ঞরা কোনও কোম্পানি বা প্রভাবশালীর হয়ে তাদের মত তুলে ধরেছেন। ঘুরিয়ে এভাবে তাদের সমালোচনা করা হয়। ঝড়ে বক মরার মতো মাঝে মধ্যে এক আধটা লেগে গেলে তাদের আর দেখে কে। এর মধ্যে অনেক শেয়ার বাগ্মী রয়েছেন যারা ঠুনকো খবর দেন না। তাদের কথার মধ্যে পরিপূর্ণ যুক্তি থাকে। ফলে এদের খবর সঠিক ফান্ডামেন্টাল ভিত্তিতে হয়ে থাকে। এদের কথার গ্রাহ্য করা যায়। তবে সবজান্তা মার্কা যে সব বিশেষজ্ঞ বাজার এবং শেয়ার নিয়ে আগড়ুম বাগড়ুম বকেন তাদের কথায় গুরুত্ব দিয়ে সময়ে নষ্ট না করাই ভালো। শেয়ার বাড়া কমা বা বাজারের উত্থান পতনের ব্যাপারে দুধরনের মতামত বাজারে প্রচলিত। এক হল ফান্ডামেন্টাল বা কোম্পানির গুণগত মান, তার রেজাল্ট ইত্যাদি নিয়ে সংগৃহিত খবর।

আর দ্বিতীয়টি হল টেকনিক্যালস, অর্থাৎ নির্দিষ্ট শেয়ার কেন বাড়ছে, কবে কত দামে শীর্ষে আরোহন করেছিল, কত নিচে এসেছিল এইসব ট্র্যাক রেকর্ড দেখে যে হিসাব করা হয়ে থাকে সাধারণভাবে তাকে শেয়ার টেকনিক্যালস বলা হয়ে থাকে। এমনিতে দেখা যায় শেয়ার বাজারে যুযুধান দুই শিবিরে বিভক্ত থাকেন এই ফান্ডামেন্টাল আর টেকনিক্যালসের কারিগররা। যেন প্রবল দুই প্রতিপক্ষ। অনেকটা গড়ের মাঠের দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের মতো বুল–বেয়ারদের তু–তু–মে–মে হয়ে থাকে এখানে।

## সাপ্তাহিক রাশিফল

### নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

**২৮ অক্টোবর – ৩ নভেম্বর, ২০১৭**

**মেষ :** নতুন বন্ধু লাভ, গৃহে শুভানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। লেখাপড়ায় মনেরমত ফল পাবেন না। সপ্তাহের শেষের দিক থেকে মানসিক শান্তি বৃদ্ধি পাবে। ব্যবসায় খুব বেশি লাভবান হতে পারবেন না। কর্মে সুনাম বৃদ্ধি পাবে।

**বৃষ :** বিবিধ সমস্যা এলেও নিজেকে সামলিয়ে নিতে পারবেন। যে কোন দায়িত্বমূলক কাজে আপনি সফলতা পাবেন। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। মাতার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন।

**মিথুন :** শারীরিক দিক থেকে সুস্থ থাকবেন না। পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক দিক থেকে সাবধান থাকবেন। ক্ষতির সম্ভবনা রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। অর্শ, আমাশয়ে কষ্ট পাবেন ।কর্মস্থলে সতর্ক থাকতে হবে। পড়াশুনায় মান বসতে চাইবে না। সাবধানে চলবেন।

**কর্কট :** শিক্ষায় শুভফল পাবেন। মনের জোরে এগিয়ে চলুন, কর্মস্থলে সুনাম, যশ বৃদ্ধি পাবে। আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার উন্নতি হবে। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে খুব বুঝে হাত দেবেন। বিবাহযোগ্য যোগ্যাদের বিবাহের যোগ রয়েছে।

**সিংহ :** আপনার চিন্তাধারা সুদূর প্রসারী, কিন্তু খনও অনেক বাধা অতিক্রম করে তবে উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারবেন। আর্থিক বিষয়ে কিছু না কিছু সমস্যা থাকবে। পিতার স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় মনের মত মন পাওয়া যাবে না। কর্মে শুভযোগ।

**কন্যা :** আপনাকে ঝড়ের সম্মুখীন হতে হবে। অতএব অতি সতর্কে অগ্রসর হবেন। আর্থিক উন্নতির যোগ রয়েছে। শত্রুতা করার চেষ্টা করলেও কেউ আপনার ক্ষতি করতে পারবে না। সঞ্চয়ে বাধা, লেখাপড়ায় সাফল্যের যোগ রয়েছে। ব্যয়াধিক্য।

**তুলা :** অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। মনের কথা কাউকে জানাবেন না। লেখাপড়ায় ফল ভাল পাবেন। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে অর্থ লাভের যোগ রয়েছে।

**বৃশ্চিক :** সময়টি এখন কিছুটা ভাল যাবে। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে সফলতা পাবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে উন্নতির যোগ রয়েছে। অন্যের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করবে যাবেন না। শিক্ষায় বাধার মধ্যেও সাফল্য পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভযোগ রয়েছে।

**ধনু :** অন্যের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করতে যাবেন না। ক্ষতি হতে পারে। বহু কাঠ–খড় পুড়িয়ে তবে অর্থ রোজগার করতে হবে। শত্রুরা প্রবল ক্ষতি করার চেষ্টা করবে সতর্ক থাকবেন। ব্যয় বৃদ্ধির যোগ রয়েছে। বেকারত্বের অবসান হবে। ব্যবসায় লাভ যোগ দেখা যাচ্ছে না।

**মকর :** শত বাধা এলেও আপনি উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারবেন। আয় উন্নতির যোগ রয়েছে। শিক্ষায় সাফল্য পাবেন। নূতন বন্ধু লাভ ও গৃহভূমি সম্পর্কে শুভ ফল পাবেন। সন্তান বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে।

**কুম্ভ :** অর্থনৈতিক বিষয়ে বিবিধ সমস্যা আসবে। শত্রুরা ক্ষতি করার চেষ্টা করবে। লেখাপড়ায় সাফল্যের যোগ বিদ্যমান। আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে মতবিরোধ ঘটতে পারে। সতর্কে না চললে শারীরিক ক্ষতি হতে পারে। ব্যবসায় ক্ষতির যোগ।

**মীন :** ব্যবসা–বাণিজ্যে বাধা আসবে আর্থিক বিষয়ে তেমনি শুভ ফল পাবেন না। সুনাম ও ক্ষতির যোগ রয়েছে। শারীরিক বিষয়ে ভাল ফল পাওয়া যাবে না। লেখাপড়ায় বাধার মাধ্যমে অগ্রসর হতে হবে। বুদ্ধির ভুলে ক্ষতির যোগ রয়েছে।

# কেন্দ্রীয় সরকারে কয়েকশো ইঞ্জিনিয়ার

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** কয়েকশো জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ করা হবে ভারত সরকারের সেন্ট্রাল পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট, ভারতীয় ডাকবিভাগ, মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস, সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশন, ফরাক্কা ব্যারেজ প্রোজেক্ট, সেন্ট্রাল ওয়াটার পাওয়ার রিসার্চ স্টেশন, ডিরেক্টর জেনারেল বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন, ডিরেক্টোরেট অব কোয়ালিটি অ্যাশুওরেন্স (ন্যাভাল) এবং ন্যাশনাল টেকনিক্যাল রিসার্চ অর্গানাইজেশনে। নিয়োগ হবে সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল এবং কোয়ান্টিটি সার্ভেয়িং অ্যান্ড কনট্র্যাক্ট শাখায়। তফসিলি, ওবিসি, দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য নিয়মানুসারে শূন্যপদ সংরক্ষিত হবে। সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং শাখার ডিপ্লোমা ও ডিগ্রিধারীরা আবেদনের যোগ্য। একটি সর্বভারতীয় পরীক্ষা ‘জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার্স এক্সামিনেশন, ২০১৭’র মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করবে স্টাফ সিলেকশন কমিশন। কম্পিউটারভিত্তিক পেপার ওয়ান–এর অনলাইন পরীক্ষা হবে ৫ থেকে ৮ জানুয়ারি। কলকাতায় পরীক্ষাকেন্দ্র (সেন্টার কোড ৪৪১০) আছে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : সেন্ট্রাল পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়র (সিভিল ও ইলেক্ট্রিক্যাল) পদের ক্ষেত্রে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায় ডিপ্লোমা। ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমাও গ্রাহ্য হবে।

ভারতীয় ডাকবিভাগের জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল) পদের ক্ষেত্রে ভারত সরকার বা কোনও রাজ্য সরকার স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৩ বছরের ডিপ্লোমা বা সমতুল।

মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল) পদের ক্ষেত্রে স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি। অথবা স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় বা বোড থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৩ বছরের ডিপ্লোমা এবং সঙ্গে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং সংক্রান্ত প্ল্যানিং, এক্সিকিউশন ও মেন্টেন্যান্সের কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা।

মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (কোয়ান্টিটি সার্ভেয়িং অ্যান্ড কন্ট্র্যাক্ট) পদের ক্ষেত্রে কোনও স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ড থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৩ বছরের ডিপ্লোমা বা সমতুল। অথবা ইনস্টিটিউট অব সার্ভেয়র্স (ইন্ডিয়া) থেকে বিল্ডিং অ্যান্ড কোয়ান্টিটি সার্ভেয়িং সাব ডিভিশনাল টু–এর ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা পাশ।

সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশনে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল ও মেকানিক্যাল) পদের ক্ষেত্রে স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান থেকে সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায় ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা।

ফরাক্কা ব্যারেজ প্রেজেক্টে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল, মেকানিক্যাল ও ইলেক্ট্রিক্যাল) পদের ক্ষেত্রে স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান থেকে সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায় ডিপ্লোমা।

সেন্ট্রাল ওয়াটার পাওয়ার রিসার্চে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল ও ইলেক্ট্রিক্যাল) পদের ক্ষেত্রে স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান থেকে সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায় ডিপ্লোমা।

বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশনে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল, ইলেক্ট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল) পদের ক্ষেত্রে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায় ডিপ্লোমা। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ২ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার। ডিরেক্টর জেনারেল বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশনে শুধুমাত্র ছেলেরাই আবেদন করবেন।

ডিরেক্টোরেট অব কোয়ালিটি অ্যাশুওরেন্স (ন্যাভাল)–এ জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (মেকানিক্যাল ও ইলেক্ট্রিক্যাল) পদের ক্ষেত্রে স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান থেকে সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায় ডিপ্লোমা। সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ২ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

ন্যাশনাল টেকনিক্যাল রিসার্চ অর্গানাইজেশনে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল, ইলেক্ট্রিক্যাল এবং মেকানিক্যাল) পদের ক্ষেত্রে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে সংশ্লিটে ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায় ডিপ্লোমা।

বয়স : সেন্ট্রাল পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল ও ইলেক্ট্রিক্যাল) ও সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশনে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল ও মেকানিক্যাল) পদের ক্ষেত্রে ৩২ বছরের কম। ভারতীয় ডাকবিভাগে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল) এবং মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (কোয়ান্টিটি সার্ভেয়িং অ্যান্ড কন্ট্র্যাক্ট) পদের ক্ষেত্রে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। বাকি সব কটি পদের ক্ষেত্রে ৩০ বছরের মধ্যে।

সব ক্ষেত্রেই বয়স হিসেব করবেন ১–১–২০১৮ তারিখে। বয়সসীমায় তফসিলিরা ৫, ও বি সিরা ৩ ও দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ (তফসিলি হলে ১৫, ওবিসি হলে ১৩) বছরের ছাড় পাবেন। প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : সবক্ষেত্রেই ৩৫,৪০০–১,১২,৪০০ টাকা। নিয়োগ হবে গ্রুপ বি নন গেজেটেড পদে।

প্রার্থী বাছাই হবে মোট ৫০০ নম্বরের অনলাইন (পেপার ওয়ান) ও লিখিত পরীক্ষার (পেপার টু) মাধ্যমে। পশ্চিমবঙ্গে লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র কলকাতা (কোড নম্বর ৪৪১০)।

পেপার ওয়ানে থাকবে ৫০ নম্বরের জেনারেল ইন্টেলিজেন্স ও রিজনিং, ৫০ নম্বরের জেনারেল অ্যাওয়ারনেস এবং ১০০ নম্বরের ইঞ্জিনিয়ারিং সংক্রান্ত বিষয়ের তিনটি পার্টের প্রশ্ন। প্রথম পার্টে থাকবে জেনারেল ইঞ্জিনিয়ারিং (সিভিল অ্যান্ড স্ট্রাকচারাল) বিষয়ে প্রশ্ন। দ্বিতীয় পার্টে জেনারেল ইঞ্জিনিয়ারিং (ইলেক্ট্রিক্যাল) এবং তৃতীয় পার্টে জেনারেল ইঞ্জিনিয়ারিং (মেকানিক্যাল) বিষয়ে প্রশ্ন থাকবে। ইঞ্জিনিয়ারিং সংক্রান্ত বিষয়ের তিনটি পার্টের মধ্যে যে কোনও একটি পার্টের উত্তর দিতে হবে। এই পেপারের সম প্রশ্নই হবে অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েস ধরনের। সময় ২ ঘন্টা। পেপার টুয়ে সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ৩০০ নম্বরের কনভেনশনাল টাইপ প্রশ্ন হবে। সময় ২ ঘন্টা। এই পরীক্ষার তারিখ এখনও কমিশনের তরফে জানানো হয়নি। পেপার ওয়ান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরাই পেপার টু–এর পরীক্ষায় বসার জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন।

**কাজের খবর**

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : http://ssconline.nic.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আই ডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ নভেম্বর। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্ত করার সময় (পার্ট–টু রেজিস্ট্রেশন) প্রার্থীর স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের ফটো (জে পি জি ফর্ম্যাটে ৪–১২ কেবি সাইজের মধ্যে ও সই (জে পি জি ফর্ম্যাটে ১–১২ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে।

দরখাস্ত সাবমিট করার পরে রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাওয়া যাবে। এটি টুকে রাখবেন বা রেজিস্ট্রেশন নম্বরের প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। ফি বাবদ ১০০ টাকা এস বি আই চালানের মাধ্যমে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার যে কোনও শাখায় ফি জমা দিতে হবে। চালানের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২০ নভেম্বর। সে ক্ষেত্রে ১৭ নভেম্বর বিকেল ৫টার মধ্যে চালান ডাউনলোড করে নিতে হবে। এছাড়াও এস বি আই নেট ব্যাঙ্কিং বা ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে অনলাইন ফি জমা দেওয়া যাবে। ফি জমা দেওয়ার পর ট্রানজ্যাকশন আই ডি পাওয়া যাবে। মহিলা, তফসিলি, দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তর সমরকর্মীদের ফি লাগবে না।

অনলাইনে দরখাস্ত যথাযথভাবে সাবমিটের পর পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রেখে দেবেন। পরে কাজ লাগবে।

অনলাইন দরখাস্ত পূরণের সময় এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন কোড, সাবজেক্ট কোড এবং ক্যাটেগরি কোড দরকার হবে। বিভিন্ন খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন স্টাফ সিলেকশন কমিশনের এই ওয়েবসাইট : http://ssc.nic.in

## আরবিআই–এ ৬২৩ অ্যাসিস্ট্যান্ট

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ৬২৩ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট নেবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া। নিয়োগ হবে দেশের বিভিন্ন শহরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অফিসগুলিতে। যে শহরের শূন্যপদে দরখাস্ত করবেন, প্রার্থীকে সেখানকার স্থানীয় ভাষা জানতে হবে। তাই এখানে কলকাতা ও হিন্দিভাষী শহরগুলির জন্য নির্দিষ্ট ১৫৪টি শূন্যপদের কথা বিস্তারিত ভাবে জানানো হল। কলকাতা সহ ১০টি পরীক্ষাকেন্দ্র আছে পশ্চিমবঙ্গে।

শূন্যপদের বিবরণ : কলকাতা : ২৩টি (সাধারণ ১২, তফসিলি জাতি ৯, ওবিসি ২)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী এবং দৈহিক প্রতিবন্ধী–প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। কানপুর ও লখনউ : ৪৪টি (সাধারণ ২২, তফসিলি জাতি ৯, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ১২)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী, ২টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রাক্তন সমরকর্মী এবং ৪টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মী এবং ৪টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। ভোপাল : ২৫টি (সাধারণ ১২, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১২)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী, ১টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রাক্তন সমরকর্মী এবং ৩টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। নয়াদিল্লি : ৪৭টি (সাধারণ ২৪, তফসিলি জাতি ৯ ও ও বি সি ১৪)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ শ্রবণ সংক্রান্ত এবং অস্থি সংক্রান্ত দৈহিক প্রতিবন্ধী, ২টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রাক্তন সমরকর্মী এবং ৫টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। পাটনা : ১৫টি (সাধারণ ৭, তফসিলি জাতি ৭, তফসিলি উপজাতি ১)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী, ১টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রাক্তন সমরকর্মী এবং ২টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর (তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে পাশ নম্বর)–সহ যে কোনও শাখায় স্নাতক। সঙ্গে কম্পিউটারে ওয়ার্ড প্রসেসিংয়ের জ্ঞান থাকতে হবে।

বয়স : ১–১০–২০১৭ তারিখে ২০ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে হতে হবে। অর্থাৎ, জন্মতারিখ হতে হবে ২–১০–১৯৮৯ থেকে ১–১০–১৯৯৭–এর মধ্য। তফসিলিরা ৫, ও বি সিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন। বিধবা, ডিভোর্সি এবং আইনত বিবাহ বিচ্ছিন্ন মহিলারা ফের বিবাহ না করে থাকলে ১০ বছরের ছাড় পাবেন। এছাড়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ায় কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীরা সর্বাধিক ৩ বছরের বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : ১৩,১৫০–৩৪,৯৯০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ–সুবিধা।

প্রার্থী বাছাই হবে দু’পর্যায়ের অনলাইন পরীক্ষা এবং ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিশিয়েন্সি টেস্টের মাধ্যমে। পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষাকেন্দ্রগুলি হল কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, কল্যাণী, শিলিগুড়ি, দুর্গাপুর, বহরমপুর, বর্ধমান এবং আসানসোল। অনলাইন প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হবে ২৭ এবং ২৮ নভেম্বর। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় (১০০ নম্বর) অবজেক্টিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে ইংরেজি (৩০ নম্বর), নিউমেরিক্যাল এবিলিটি (৩৫ নম্বর) এবং রিজনিং এবিলিটি (৩৫ নম্বর) বিষয়ে। সময়সীমা ১ ঘন্টা। নেগেটিভ মার্কিং আছে। অনলাইন মেন পরীক্ষা ২০ ডিসেম্বর। মেন পরীক্ষায় (২০০ নম্বর) অবজেক্টিভ ধরনের প্রশ্ন হবে রিজনিং (৪০ নম্বর), ইংরেজি (৪০ নম্বর), নিউমেরিক্যাল এবিলিটি (৪০ নম্বর), জেনারেল অ্যাওয়ারনেস (৪০ নম্বর) এবং কম্পিউটার নলেজ (৪০ নম্বর) বিষয়ে। সময়সীমা ২ ঘন্টা ১৫ মিনিট।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.rbi.org.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আই ডি থাকতে হবে। অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ১০ নভেম্বর। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্ত পুরণের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফটো (জেপেগ ফর্ম্যাটে ২০০×২৩০ পিক্সল ডাইমেনশনে ২০ থেকে ৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) এবং কালো কালির বলপেনে করা সই (জেপিজি ফর্ম্যাটে ১৪০×৬০ পিক্সেল ডাইমেনশনে ১০ থেকে ২০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে। ফটোর ব্যাকগ্রাউন্ড সাদা বা হালকা রঙের হতে হবে।

ফি বাবদ দিতে হবে ৪৫০ টাকা (তফসিলি, দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ক্ষেতের ৫০ টাকা)। ব্যাঙ্ক চার্জ অতিরিক্ত। অনলাইনে ডেবিট কার্ড (রুপে, ভিসা, মাস্টার কার্ড, মায়েস্ত্রো), ক্রেডিট কার্ড, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং, আই এম পি এস (ইমিডিয়েট পেমেন্ট সার্ভিস), ক্যাশ কার্ড বা মোবাইল ওয়ালেটের মাধ্যমে ফি জমা দিতে হবে। ফি জমা দেওয়ার পর প্রাপ্ত ই–রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন। পরে কাজে লাগবে।

অনলাইন দরখাস্ত অথবা অ্যাডমিশন লেটার সংক্রান্ত কোনল অসুবিধায় পড়লে ক্লিক করুন এই লিঙ্কে : http://cgrs.ibps.in খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন এই ওয়েবসাইট : www.rbi.org.in

### শব্দবার্তা ৫১



শুভজ্যোতি রায়

**পাশাপাশি**

১। প্রধানত ঘরের চাল ছাওয়ার কাজে ব্যবহৃত তাল বা নারকেল জাতীয় গাছের পাতা ৩। ‘তোমার — গন্ধ অন্ধবায়ু বহে চারি ভিতে’ ৫। সন্ধ্যাবেলায় তুলসীমঞ্চে বা গৃহে জ্বালানো বাতি ৬। নির্বাক, শব্দহীন ৮। হাতে হাতে প্রদেয় ১০। ক্ষতহীন শরীর ১২। খানা বা ডোবা ১৩। পতঞ্জলি মুনির দর্শন।

**উপর–নীচ**

১। দুধের ভাঁড় বা হাঁড়ি ২। ঘোর অন্ধকারময় ৩। মৃত্যুর উদ্দেশ্যে যাত্রা ৪। রাক্ষস ৭। ভাগ্যের আনুকূল্য ৯। দাঁতের যন্ত্রণা বা বেদনা ১০ অসমের রাজনৈতিক দল তবে সংক্ষেপে ১১। নদীতে হঠাৎ যে বান আসে।

**সমাধান : শব্দবার্তা ৫০**

**পাশাপাশি :** ১। বিরোধাভাস ৩। ধেনু ৫। তরাইন ৮। নীরাজনা ১১। সখা ১২। কলাবিভাগ।

**উপর–নীচ :** ১। বিন্ধ্যবাসিনী ২। সওগাত ৩। ধেইধেই ৪। বিরাজ ৬। রাহিত্য ৭। নক্ষত্রবেগ ৯। রাস্তা দেখ। ১০। নালায়েক।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন
এই নম্বরে ৮৯৮১৬৫৭৭৪৩

**কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা**

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – শঙ্কর ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড়** – কল্যাণ রায় ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক** – বাপ্পাদার স্টল ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস, নরেন চক্রবর্তী ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–সজল মন্ডল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত রেলস্টেশন**–কৃষ্ণ কুন্ডু, শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেশন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **কল্যাণী**–গোরা ঘোষ ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/শম্ভুদা ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল, নিরঞ্জন ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–মর্নিং নিউজ বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**– খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম পাল ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন ● **ব্যাঙ্কশাল কোর্ট**– রাজনারায়ণ সিং ● **ডালহৌসি এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক** – রমেশ গুপ্তা ● **বর্ধমান** – দীনেশ জৈন ● **শিয়ালদহ** – নন্দগোপাল দাস

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

## মাতলা ব্রিজে গর্ত আতঙ্ক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং:** দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবন সংযোগকারীর অন্যতম সড়ক পথ ক্যানিং এর মাতলা সেতু। সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ ৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে সেতুটি নির্মাণ করে। ২০১১ সালে ৮ জানুয়ারি বামফ্রন্টের শেষ জমানার মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সুন্দরবনের বৃহ মাতলা সেতুর উদ্বোধন করেন। ক্যানিং হয়ে সুন্দরবন যাওয়ার অন্যতম সড়ক

যোগাযোগ মাতলা সেতুর মেল বন্ধন। উল্লেখ্য এই মাতলা সেতু দিয়ে দৈনিক হাজার হাজার ছোট বড় যানবাহন চলাচল করে। মাতলা সেতুর বেশ কয়েক জায়গায় বিশাল বিশাল গর্ত হওয়ায় আতঙ্কিত সাধারণ মানুষজন থেকে গাড়ির চালকরা। ভারী যানবাহন চলাচলের সময় ব্রিজে ঝাঁকুনি হয় বলে পথচলিত মানুষজন সহ চালকদের অভিযোগ। তাদের আরো অভিযোগ যে কোনও মুহূর্তে ঘটতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা। অথচ প্রশাসনের কোন হেলদোল নেই। গাড়ি চালক মোশারফ হোসেন,ইয়াসিন মালিক,সনৎ সরদার'রা জানান আমরা তো গাড়ি চালাই ।এটাই আমাদের পেশা। সেই দিক থেকে আমাদের যা অভিজ্ঞতা তাতে করে মাতলা ব্রিজে যে ভাবে বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে প্রশাসন অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে যে কোন মুহূর্তে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। এবিষয়ে গোসাবার বিধায়ক জয়ন্ত নস্কর বলেন যে, সময়ে ব্রিজটি তৈরি হয় সে সময় সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন না করে নিম্নমানের ইমারতী দ্রব্য ব্যবহার করার জন্যই মাতলা ব্রিজের এমন দশা । বছর কয়েক আগে মাতলা ব্রিজে গর্ত হওয়ায় সারাই করা হয়েছিল। এবার ও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফের সারাই করা হবে।

## পুলিশের জালে ভুয়ো চিকিৎসক

**অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার:** রাজ্যে যখন ভুরি ভুরি ভুয়ো চিকিৎসক ধরা পড়ছে ঠিক এই সময় বারুইপুরে ধরা পড়ল এক ভুয়ো চিকিৎসক। বারুইপুরে অন্য চিকিৎসকের রেজিস্ট্রেশন নাম্বার দিয়ে মল্লিকপুরের কাজী পাড়ায় এএস সালাম নামে এক ভুয়ো সিকিৎসক এর পরিচয় দিয়ে কারবার খুলে বসেছিলো। নিজেকে মেডিসিন ও সার্জারি বিশেষজ্ঞ পরিচয় দিয়ে নিজের প্যাডে পরিচয় দিত। ইতিমধ্যে বেসরকারী তদন্তকারি সংস্থার পদাধিকারী রাজু ঘোষ জানতে পেরে সোমবার সন্ধ্যাতে বারুইপুর সীতাকুন্ডুর চেম্বারে রোগী সেজে গিয়ে চিকিৎসকের কারসাজি শেষ হয়ে যাবার পর সন্দেহ হয়। রাজুবাবুর অভিযোগ মেডিক্যাল কাউন্সিলে এই চিকিৎসকের কোনও রেজিস্ট্রেশন নেই। বর্ধমান–এর কাটোয়ার এক চিকিৎসকের রেজিস্ট্রেশন ব্যাবহার করে দিব্যি ডাক্তারি করে চলেছেন। এরপর রাজু বাবু বারুইপুর থানায় খবর দেন। পুলিশ চেম্বারে এসে ভুয়ো চিকিৎসকে আটক করে। বারুইপুর থানায় চিকিৎসকের নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। জেনারেল ফিজিশিয়ান হয়ে রোগী দেখতেন বারুইপুর ও সীতাকুন্ডু ছাড়াও মল্লিকপুর, আটঘড়া, এবং গনিমাতে চেম্বার খুলে বসেছিলেন। চিকিৎসক নিজের প্যাডে এমবিবিএস ছাপিয়ে ব্যাবহার করতেন। শুধু তাই নয় নিজেকে বারুইপুরে প্রাক্তন পঞ্চায়েত সমিতির জনস্বাস্থ্য পরিবেশ কর্মাধ্যক্ষ বলে পরিচয় দিতেন। হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল থেকে রেজিস্ট্রেশন নিয়েছেন বলে দাবিও করেন। বারুইপুর থানা এই ভুয়ো চিকিৎসককে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে।

## ঘুঁটিয়ারি শরিফে অস্বাভাবিক মৃত্যু

**নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং ঃ**–দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ঘুঁটিয়ারি শরিফের শক্তি পল্লিতে এক যুবকের অস্বাভাবিক ভাবে মৃত্যু হল। মৃতের নাম অসিত কয়াল(৩৪)। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। রবিবার স্থানীয় একটি খাল থেকে উদ্ধার হয় ওই যুবকের দেহ। গত শনিবার কালীপূজার চাঁদা নিয়ে অসিত কয়ালের সাথে গণ্ডগোল হয় স্থানীয় একটি পরিবারের। মৃতের পরিবারের অভিযোগ অসিতকে খুন করে খালে ফেলে দেওয়া হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে জীবনতলা থানার ঘুঁটিয়ারি শরিফের ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছেন।

## বাসন্তীতে নিঁখোজ কিশোরী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং :** গত কালীপুজার দিন সকালে মামার বাড়ি যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে রওনা দেয়। তারপর আর খোঁজ মেলেনি বছর ১২র কিশোরীর। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী ব্লকের রানীগড় গ্রামের বাসিন্দা পেশায় রাজমিস্ত্রী আমিরুল মোল্লার মেয়ে সামিনুর মোল্লা বাসন্তীর লেবুখালিতে মামার বাড়ি যাবে বলে নিখোঁজ হয়ে যায়। মামার বাড়িতে না পেয়ে সামিনুর মোল্ল্যার পরিবার ২১ অক্টোবর বাসন্তী থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। তবে পুলিশের প্রাথমিক ধারণা মেয়েটি হয়তো নারী পাচারকারীদের খপ্পরে পড়তে পারে।

## জীবনতলায় ভিলেজ পুলিশের মৃত্যু

**নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং :** থানা থেকে ডিউটি করে বাড়ি ফেরার পথে মারা গেলেন এক ভিলেজ পুলিশ কর্মী। মৃত পুলিশ কর্মীর নাম শোয়েব পিয়াদা (৩৫)। তার বাড়ি জীবনতলা থানার হাওড়ামারী গ্রামে। সোমবার বিকালে ডিউটি সেরে বাইকে করে বাড়ি ফিরছিলেন শোয়েব। তার মৃগী রোগ ছিল বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। আচমকা বাইক থেকে পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

## সুন্দরবনে নিখোঁজ ২ মৎস্যজীবী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং :** দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবনের নদী খাঁড়িতে মাছ ধরতে গিয়ে আর বাড়ি ফেরেন নি ২ মৎস্যজীবী। নিখোঁজ দুই মৎস্যজীবী হলেন নারায়ণ মল্লিক (৫০), গৌর মিস্ত্রী (৪৯)। উল্লেখ্য সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের ঝড়খালি থেকে দুর্গাপুজোর বিজয়া দশমীর দিন মাছ ধরার জন্য সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে গিয়েছিলেন। কিন্তু প্রায় দিন পনের কেটে গেলেও তাঁরা বাড়ি না ফেরায় খোঁজ খবর শুরু করে পরিবারের লোকজনেরা। গত শনিবার একটা ডিঙি নৌকা নিয়ে নিখোঁজদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়। অবশেষে রবিবার সন্ধ্যায় খোঁজ মেলে গৌর ও নারায়ণ–এর ডিঙি নৌকা। নৌকার মধ্যে পচে দুর্গন্ধ বার হচ্ছে তাদের মাছ কাঁকড়া। সুন্দরবনের নবাঁকীর কাছে চড়ে খাল এলাকায় একটি গাছের গায়ে নৌকাটি বাঁধা অবস্থায় দেখতে পায়। তার আশেপাশে প্রচুর বাঘের পায়ের ছাপও মেলে। সুন্দরবন ঝড়খালি কোস্টাল থানার মণ্ডল ঘেরির ১ নম্বর লস্করপুর এর বাসিন্দা গৌর মিস্ত্রির সাথে আলাপ হয় উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাটের নারায়ণ মল্লিকের। গৌর মিস্ত্রী পেশায় মৎস্যজীবী। বেশ কিছুদিন ধরে গৌর মিস্ত্রী ও নারায়ণ মল্লিক জঙ্গলে মাছ কাঁকড়া ধরতে যান। কিন্তু দুজনেই কেউ আর ফেরেন নি। অবশেষে বনদফতরের অনুমতি নিয়ে গৌরবাবুর দুই ছেলে অচিন্ত্য ও রবিন আর বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে খোঁজ শুরু করে। নবাঁকীর চড়ে নৌকা পেলেও গৌর মিস্ত্রী ও নারায়ণ মল্লিকের কোনও খোঁজ মেলেনি। সম্ভবত তাঁরা দুজন বাঘের কবলে পড়ে প্রাণ হারিয়েছেন।

# বাঁধ ভেঙে জল ঢুকে প্লাবিত নামখানার ৩০০ পরিবার শিবিরে, ত্রাণ নিয়ে ক্ষোভ

**মেহেবুব গাজী ● কাকদ্বীপ**

দুর্যোগ যেন বাঙালির পিছু ছাড়ছে না। দুর্গা পূজা থেকে কালী পূজাতেও টানা তিনদিনের দুর্যোগে সুন্দরবনের কাকদ্বীপ মহকুমায়ে অন্তত ২৫ জায়গায়ে বাঁধ ভেঙেছে। নিম্নচাপ বাংলাদেশের দিকে চলে যাওয়ায় আকাশ পরিস্কার হতে শুরু করেছে। সোমবার থেকে রৌদ্র ঝলমলে আকাশ। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে যে গত শনিবার ভোরে থেকে কলকাতার গা ঘঁষে এগিয়ে যায় বাংলাদেশের দিকে পরে সেটি ঢাকার কাছে অবস্থান করে।

কিন্তু এই টানা দুর্যোগের জেরে সুন্দরবনের কাকদ্বীপ মহকুমার প্রচুর মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে। বেশ কিছু গবাদি পশু মারা যায়। নতুন চাষের সব্জি ক্ষতি হয়েছে। কাকদ্বীপের প্রায় ২৫টি পয়েন্টে ভাঙন দেখা দিয়েছে। ত্রাণ ও সেচ দপ্তরের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। বাঁধের পাশে থাকা প্রচুর বাড়িতে নোনা জল ঢুকেছে। কাঁচাবাড়ি ভেঙে পড়েছে। উপড়ে পড়েছে বড় বড় গাছ। প্লাবিত হয়েছে ধানের জমি, পুকুর। প্লাবনের জেরে কাকদ্বীপ মহকুমার নামখানা, সাগর, পাথরপ্রতিমা ব্লকের ৩০০টির বেশি পরিবারকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। স্থানীয় স্কুল, ফ্ল্যাড সেন্টার, লজে তোলা হয়েছে দুর্গত মানুষদের। দুর্গতদের শুকনো খাবার ও রান্না করা খাবার দেওয়া হচ্ছে। শুক্রবার রাতে প্রবল বেগে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যায় সুন্দরবন উপকূল দিয়ে। তবে সেই ঝড় পশ্চিমমুখো হওয়ায় জলোচ্ছ্বাস সেভাবে হয়নি বলে দাবি দুর্গতদের।

এবারের দুর্যোগে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নামখানা ব্লক। এই ব্লকের ফ্রেজারগঞ্জের দাস কর্নার ও হাতি কর্নারের অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয়। বকখালি পর্যটন কেন্দ্রের ঠিক পাশেই এই দু'টি গ্রাম। বঙ্গোপসাগরের মুখেই এই দু'টি গ্রামের বাঁধ প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। সমুদ্রের নোনাজল ঢুকেছে প্রচুর বাড়িতে, পুকুরে ও চাষের জমিতে। অনেককেই উচুঁ এলাকাতে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার রাত থেকে এখানে বাঁধ ভেঙে জল ঢুকতে শুরু করে।

শনিবার সকালেও জোয়ারের জল ঢুকেছে বাঁধের ভাঙা অংশ দিয়ে। শনিবার দুপুরে ফ্রেজারগঞ্জের দাস কর্নার ও হাতি কর্নারের ভাঙন কবলিত এলাকা পরিদর্শনে যান স্থানীয় বিধায়ক বঙ্কিম হাজরা, কাকদ্বীপের মহকুমা শাসক রাহুল নাথ, নামখানার বিডিও রাজীব আহমেদ–সহ সেচ দপ্তরের আধিকারিকরা। সেচ দপ্তর স্থানীয় মানুষদের নিয়ে আপৎকালীন বাঁধ মেরামতির কাজ শুরু করেছে। কিন্তু স্থায়ীকরণ না হওয়ায়ে মানুষের মনে এখন আতঙ্ক আছে। পাথরপ্রতিমা ব্লকের গোবর্ধনপুরে বাঁধ ভেঙেছে, এখানে বেশ কয়েকমাস আগে সেচ মন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় এলাকায়ে এসে বাঁধের অবস্থা ঘুরে দেখে যান। নামখানা ব্লকের মৌসুনির বাঘডাঙা, বালিয়াড়া, কুসুমডাঙাতেও বাঁধ মেরামতি না হওয়ায় নতুন করে সমুদ্র ও নদীর নোনা জল ঢুকেছে। হাতানিয়া–দোয়ানিয়া নদীর জল ঢুকেছে নারায়ণপুর পঞ্চায়েতের চতুর্থঘেরি এলাকায়। এখানে বাঁধ তৈরির জন্য জমি জটিলতায় পাকা বাঁধ নির্মাণ করা যায়নি বলে দাবি স্থানীয় পঞ্চায়েতের। এখানে স্থানীয় বাসিন্দারা রাত জেগে মাটির বস্তা ফেলে বাঁধ রক্ষা করেছেন। তবে বাঁধ বরাবর জলমগ্ন হয়েছে ৩০টি বাড়ি। এখানকার দুর্গত মানুষরা ত্রাণ পায়নি বলে অভিযোগ তুলেছেন। বাড়ি ডুবে যাওয়ায় অনেক বাড়িতে হাড়ি চড়েনি বলে দাবি দুর্গতদের। এছাড়া ব্লকের পাতিবুনিয়া–সহ অনেক পয়েন্টে বাঁধ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। কাকদ্বীপ ডিভিশনের সেচ দপ্তরের মুখ্য বাস্তুকার নমিতা সরকার বলেন, এখনও পর্যন্ত ২৫টি পয়েন্টে ভাঙন হয়েছে বলে রিপোর্ট হয়েছে। পুরো হিসেব আসতে কিছুটা সময় লাগবে। কিছু এলাকাতে কাজ চলছে। দুর্যোগ শেষে বেহাল বাঁধ মেরামতির কাজ শুরু হবে।' প্রাকৃতিক দুর্যোগে সুন্দরবনের মানুষের আতঙ্কে দিন কাটে।

# দলিত নেতার বাড়িতে দিলীপ ঘোষ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার:** দলীয় কর্মসূচিতে এসে ডেঙ্গুর প্রকোপ নিয়ে রাজ্য সরকারকে কেন্দ্রীয় সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। এদিন ডায়মন্ড হারবারের একটি বেসরকারি হোটেলে সাংবাদিক বৈঠক করে দিলীপবাবু বলেন, এ রাজ্যে ডেঙ্গু মহামারির আকার নিয়েছে। প্রয়োজনে রাজ্য সরকার অন্য রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে সাহায্য নিক। দিল্লি থেকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের আনা হোক। কিন্তু দুভার্গ্য আমাদের

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডেঙ্গুর প্রকৃত চিত্র চাপার জন্য অযথা রাজনীতি করছেন। চিকিৎসকদের হুমকি দিচ্ছেন। এখনই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নিলে আরো মানুষের মৃত্যু হবে।' এদিন সদ্য প্রাক্তন সাংসদ মুকুল রায়ের বিজেপিতে যোগদান প্রসঙ্গে দিলীপবাবু বলেন, মুকুলবাবু আমাকে ফোন করে বিজয়ার শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তবে উনি (মুকুল) এখনও দলে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে আমাকে কিছু জানান নি। তবে মুকুল এলে দলের লাভ বা ক্ষতি কিছুই হবে না। প্রত্যেকের একটা গুরুত্ব থাকে। তবে উনি (মুকুল) এলে বোঝা যাবে রাজ্য বিজেপির লাভ না ক্ষতি হয়েছে। তবে দিল্লি থেকে কোনও বার্তা এলে অবশ্যই আমরা তা মানতে বাধ্য।' মুকুলের বিরুদ্ধে সারদা, নারদা–অভিযোগ প্রসঙ্গে দিলীপবাবু বলেন, আমরা ক্লিনচিট দেওয়ার কেউ নয়। আদালত যে নির্দেশ দেবে তা আমরা মানতে বাধ্য।'

এদিন সকালে ডায়মন্ড হারবারের একটি হোটেলে ওঠেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা (পশ্চিম) জেলার বাছাই নেতা–কর্মীদের নিয়ে বৈঠকের জন্য। প্রথম দফায় বেলা ১টা পর্যন্ত বৈঠক করে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন রাজ্য সভাপতি। এদিন দুপুরে ডায়মন্ড হারবার পুরসভার ৬ নং ওয়ার্ডের রায়নগর দলুইপাড়ার বিজেপির দলিত নেতা গৌতম দলুইয়ের বাড়িতে দুপুরের খাওয়া সারেন। সপার্ষদ দিলীপ এদিন দলিত পরিবারে খান। ইটের দেওয়াল, টালির ছাউনি দেওয়া ছোট্ট বাড়িতে গৌতমের স্ত্রী রীণা দলুই দিলীপবাবুকে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে, প্রদীপ জ্বালিয়ে, উলুধ্বনি দিয়ে বরণ করে নেন। তারপর বারান্দায় পাতপেড়ে খাওয়ানোর আয়োজন করা হয় দিলীপবাবুদের। মাটির থালা, গ্লাসে খাবার পরিবেশন করেন গৌতমের স্ত্রী ও বোন। এদিনের মেনুতে ছিল মুগডাল, আলুভাজা, বেগুনপোস্ত, পটলভাজা, কাতলাকালিয়া, সর্ষেপার্শে, আমের চাটনি, পায়েস, দইমিষ্টি। দিলীপবাবু চেটেপুটে খান। এদিন বিকেলে ফের একপ্রস্থ বৈঠক সারেন দিলীপবাবু। গত সোমবার দুপুরে বৈঠক শেষ করে কলকাতা ফেরেন দিলীপবাবু।

## তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে উত্তপ্ত বাসন্তী

**নিজস্ব প্রতিনিধি,** ক্যানিং: আবার শিরোনামে বাসন্তী। তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলে তপ্ত হয়ে উঠলো বাসন্তী ব্লকের ঘেড়িয়া ও কলাহাজরারার সরদার পাড়া। ঘটনার সূত্রপাত যুব তৃণমূল কর্মীরা মূল তৃণমূলকে মারধর করাকে কেন্দ্র করে। এই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই আবার পালটা অভিযোগ ওঠে

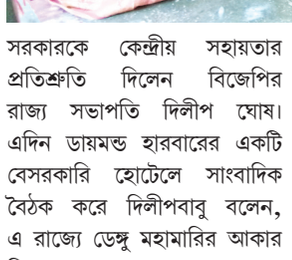

মূল তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার সকালে ঘেড়িয়া বাজারে বাজার করতে যান মূল তৃণমূল কর্মীর সমর্থক মতিবুল্লা সর্দার নামে এক ব্যক্তি।

তাঁর উপর যুবরা চড়াও হয়ে মারধর করে মাথা ফাটিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। সঙ্গীরা তাকে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করান। এরপরই কলা হাজরার সর্দার পাড়ায় যুব তৃণমূল কর্মীদের উপর চড়াও হয় তৃণমূলীরা।

এই ঘটনায় চারজন যুবকর্মী আহত হন। আহতদের মধ্যে দুজন মহিলা রয়েছেন। আহতরা সকলেই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তৃণমূলের উভয় গোষ্ঠী ঘটনার কথা অস্বীকার করেছে।

## দাদনপাত্রবাড়ের খটিগুলির হাজার হাজার মৎসজীবীর জীবন বিপন্ন

**পুলককুমার বড় পন্ডা, মন্দারমণি, পূর্ব মেদিনীপুর :** পূর্ব মেদিনীপুর জেলার রামনগর থানার মন্দারমণি এলাকায় প্রায় হাজার দশেক মানুষের বাস। যাঁরা মাছ ধরে, বিক্রি করে এবং এই সংক্রান্ত অন্যান্য কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। বর্তমানে কালী পুজোর সময় টানা কয়েকদিনের বর্ষণে তাঁদের জীবন জীবিকা বিপন্ন হয়েছে। বিপন্ন হয়েছে তাঁদের থাকার জায়গা 'খটি'। এই 'খটি'গুলো অস্থায়ীভাবে গড়ে তোলেন মৎস্যজীবীরা। সরেজমিন তদন্তে দেখা গিয়েছে, সমুদ্রের জল আটকানোর জন্য এইসব এলাকায় কোনও বাঁধ নেই, নেই কোনও বাদা বন। বাদা বন থাকলে সমুদ্রের জল আটকায় এবং ভূমিক্ষয় রোধ করা যায়। সেই কারণে মৎস্যজীবী আন্দোলনের নেতা প্রয়াত হরেকৃষ্ণ দেবনাথ বাদাবন লাগানো শুরু করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর সেই কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এদিকে সরকারও এ বিষয়ে কোনও নজর দেয়নি। এর ফল ভুগছেন স্থানীয় হাজার হাজার মানুষ।

আজ দাদনপাত্রবাড় (খড়পাই), চেমাশুলি ১, চেমাশুলি ২ এবং দক্ষিণ পুরুষোত্তমপুর (শৌলা ২) এলাকার হাজার হাজার মানুষ ভিটেবাড়ি ছাড়ার অবস্থায় আছেন। মৎস্যজীবীদের এই দুর্দিনে দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম কিংবা কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে নানা আবেদন জানানো হয়েছে। আবেদনে বলা হয়েছে, জরুরি ভিত্তিতে মাছ শুকানোর পালা, মৎস্যজীবীদের থাকার ঝুপড়ি, নৌকো সারিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা, বাদাবন তৈরির ব্যবস্থা প্রভৃতি করা হোক। ঝড়ে নৌকো, খটি ভেঙে তছনছ হয়েছে। কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবীর ইউনিয়নের সভাপতি তমালতরু দাস মহাপাত্র মৎস্য দফতর থেকে সংবেদনশীলভাবে যাতে মৎস্যজীবীদের কথা ভাবা হয় সে বিষয়ে আবেদন করেছেন। তিনি বলেছেন এই এলাকার অর্থনীতিতে এখানকার জেলেদের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। এদেরকে কোনওভাবেই অবহেলা করা যাবে না। ঝড়–দুর্গমের দিনগুলিতে তিনি নিজে মৎস্যজীবীদের সঙ্গে থেকেছেন। তিনি বলেছেন, মৎস্যজীবীদের জন্য আমাদের আরও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা করতে হবে। বহু মানুষ সমুদ্রতীরের এই গ্রামগুলোতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন, অথচ এখানে অনেক গ্রামের কোনও নক্সা নেই। অর্থাৎ সমুদ্র সরে যাওয়াতে এই গ্রামগুলি তৈরি হয়েছে। সরকারি দফতরে যে গ্রামের অস্তিত্ব নেই, সেখানে স্বাভাবিকভাবেই মানুষের বসবাসের কোনও পাট্টাও নেই।

এছাড়াও দক্ষিণ পুরুষোত্তমপুর গ্রামের মানুষের আরও অনেক অভিযোগ। এখানে জেলেদের একসঙ্গে বসে মিটিং করার জন্য কোনও কমিউনিটি হল নেই, কোনও মন্দির নেই। অথচ বিপদসঙ্কুল পেশার কারণে মৎস্যজীবীরা খুব ধর্মভীরু মানুষ। সমুদ্রে যাওয়ার সময় হিন্দু মুসলমান প্রত্যেকেই দেবতার পুজো করে যান। সেই দেবতার কোনও স্থায়ী আস্তানা না থাকার কারণে গ্রামাবাসীরা তাদের ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। আশা করা যায়, সরকার খুব দ্রুত মৎস্যজীবীদের সমস্যাগুলি সমাধানের ব্যবস্থা করবেন, নচেৎ হাজার হাজার মানুষের জীবন সঙ্কটে পড়বে।

## ক্যানিং এর কলঙ্ক পুরসভা–পঞ্চায়েত

**সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং ঃ**–একদা ব্রিটিশ আমলে পুরসভার কৌলিন্য পেয়েছিল ক্যানিং। পরাধীন ভারতবর্ষের তথা বিশ্বের বৃহত্তম ব–দ্বীপ সুন্দরবনের উন্নয়নকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল বন্দর। তৈরি হয় চালকল(রাইসমিল),নুনের গোলা। নানান কারণে ক্যানিং তার পুরসভার অস্তিত্ব হারায়। সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কাকদ্বীপের এক সভায় ঘোষণা করেছিলেন ক্যানিং পুরসভা হবে ফের। পুরাতন তকমা কে না ফিরে পেতে চায়! ফলে সেই আশায় বুক বেঁধেছেন ক্যানিংবাসী। কিন্তু প্রশাসনের কাছে ক্যানিং কে পুরসভা তৈরি করার কোনও খবরাখবর নেই। ফলে কিছুটা বিভ্রান্তির মধ্যে ক্যানিং বাসী। যদিও তাঁদের আশা ক্যানিং পুরসভা হলে এলাকার থমকে থাকা উন্নয়নের জোয়ার আসবে। কোন পরিপ্রেক্ষিতে ক্যানিং কে পুরসভার মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল ব্রিটিশ আমলে?একটু অতীত

ইতিহাসে চলে গেলেই বোঝা যাবে। ভৌগোলিক কারণে বিদ্যাধরী নদীর একটি শাখা বাঁক নিয়ে মিশেছিল আঠারোবাঁকি ও করাতী নদীতে। তিনটি নদীর সংযোগস্থলে সৃষ্টি হয়েছিল পর্বল একটি ঘূর্ণী। যা কিনা পরে মাতলা নদীর জন্ম দেয়। আর এই নদীর পাড়েই তৈরি হয় মাতলাগঞ্জ। বিভিন্ন সরকারি নথীতে যা মাতলা মৌজা নামে উল্লেখ করা হয়েছে। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে কলকাতা বন্দর নাব্যতা হারাতে শুরু করলে বিকল্প হিসাবে ব্রিটিশদের চোখে পড়ে মাতলা নদীর পাড় এলাকা। অতীতের তথ্য অনুযায়ী সে সময় মাতলা নদী এতই খরস্রোতা ছিল যে ভাটার সময় বড় বড় জাহাজ অনায়াসেই নোঙর করতে পারতো মাতলা নদীর পাড়ে লর্ড ডালহৌসির আমলে ক্যানিং এ বন্দর তৈরির কাজ শুরু হয়।

ডালহৌসির পরে গভর্নর হয়ে আসেন লর্ড ক্যানিং। তাঁর আমলে কলকাতার সাথে রেলপথের মাধ্যমে যুক্ত হয় মাতলা এলাকা। অন্যদিকে নদীপথে হলদিয়ার সাথে ও যোগাযোগের কাজ শুরু হয়। লর্ড ক্যানিং এর নাম সম্মাননে মাতলা গঞ্জ বা মাতলা মৌজার নাম করণ হয় ক্যানিং টাউন। ১৮৬২–৬৩ সালে সর্বপ্রথম ক্যানিং এ রেলপথ চালু হয়। প্রথম ধাপে রেল সংযোগ হয়েছিল সোনাপুর পর্যন্ত। পরবর্তী কালে চম্পাহাটি ,ঘুঁটিয়ারি শরিফ,ক্যানিং পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। ১৯৩২ সালের ২৯ ডিসেম্বর স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিলটনের আমন্ত্রণে বিশ্বকবি রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর গোসাবায় পল্লী উন্নয়ন দেখতে গিয়ে ছিলেন। রেল পথে ক্যানিং হয়েই গিয়েছিলেন। খাস মহলের অবস্থা এখন এমনই জরাজীর্ণ। সরকারী সুত্রে জানা গেছে দেশের অন্যতম প্রাচীন পৌর শহর তকমা পেয়েছিল ক্যানিং। ১৮৬২ সালে ক্যানিং কে পৌরসভা করে উন্নয়নের তোড়জোড় শুরু হয়। ১৮৬৬ সালে ক্যানিং এর মাতলা নদীতে ২৬ টি জাহাজ একসাথে ঢুকেছিল। তখন অবশ্য কোন ডক তৈরি হয়নি। ১৯৬৭–৬৮ সালে এক মারাত্মক ঘুর্ণিঝড়ে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল সুন্দরবনে। দাঁড়িয়ে থাকা জাহাজ গুলি ঠোকাঠুকি হয়ে ব্যপক ক্ষতি হয়। একটি জাহাজ ডুবেও যায়। অভিশপ্ত তকমা' লেগে যায় ক্যানিং বন্দরের গায়ে। এরপর একে একে জাহাজগুলো পাততাড়ি গোটাতে শুরু করে। ১৮৭২ সালে সর্বশেষ দুটি জাহাজ ক্যানিং ছেড়ে চলে যায়। তারপর থেকে আর কোনড়ো জাহাজ ক্যানিং এ আসেনি। বন্দর হিসাবে যবনিকাপাত হয় ক্যানিং এর। সেই সুত্রেই পুরসভার কাজ ও থমকে যায়। ১৯৯৬ সালে ক্যানিং ১ও২নং ব্লক,গোসাবা,বাসন্তী নিয়ে তৈরি হয় ক্যানিং মহকুমা। কিন্তু এখনও ক্যানিং পুরসভা হিসাবে আত্মপ্রকাশ না করায় এলাকার মানুষের ক্ষোভবিক্ষোভ প্রচুর। রাস্তাঘাট,পানীয় জল,নিকাশী ব্যবস্থা,বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যবস্থা সহ নানা অভিযোগ।

এছাড়াও ক্যানিং বাসষ্ট্যান্ড,ষ্টেশন সংলগ্ন এলাকার নিকাশি ব্যবস্থা দীর্ঘকাল যাবৎ বেহাল। ফলে সামান্য বৃষ্টিতেই জল জমে যায়। বিশিষ্ট সমাজসেবী ক্ষীতিশ চন্দ্র বিশাল,অনন্যা মুখোপাধ্যায়,শিক্ষক যাদব চন্দ্র বৈদ্যরা বলেন ব্রিটিশ আমলের পুরানো পুর শহর ক্যানিং, অথচ স্বাধীন দেশে এখনও পুরসভার স্বীকৃতি পেল না ক্যানিং। পুরসভা হলে এলাকার উন্নয়ন হতে পারতো। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্যানিং পুরসভা হবে বলে ঘোষণা করেছেন। ক্যানিং মহকুমা প্রসাশন সুত্রের খবর এ ব্যাপারে এখন ও কোন সরকারি সংকেত আসেনি। ক্যানি ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরেশ রাম দাস বলেন ক্যানিং পুরসভা হবে বলে তথ্য পরিসংখ্যান চাওয়া হয়েছিল ,আমরা যাবতীয় তথ্য জেলায় পাঠিয়ে দিয়েছি। কিন্তু এখনও কোন নির্দেশিকা পাওয়া যায়নি।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

**আলিপুর বার্তা**

কলকাতা : ৫২ বর্ষ, ২ সংখ্যা, ২৮ অক্টোবর – ৩ নভেম্বর , ২০১৭

# হালে পানি পাবে না কংগ্রেস ও রাহুল

গুজরাট ও হিমাচল প্রদেশের নির্বাচন নিয়ে হঠাৎ করে যেন তেড়েফুঁড়ে উঠতে দেখা যাচ্ছে রাহুল গান্ধির নেতৃত্বাধীন জাতীয় কংগ্রেসকে। রাহুল গান্ধির নেতৃত্বাধীন শব্দটা এই কারণেই ব্যবহার করা হচ্ছে কারণ কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি অসুস্থতার জন্য একেবারে বাণপ্রস্থে চলে গিয়েছেন। রাহুলের নামটা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হয়নি সভাপতি হিসেবে। কিন্তু দলের নেতৃত্ব মোটের ওপর এখন তিনিই সামলাচ্ছেন। যদিও এর আগে লোকসভা ভোট থেকে একাধিক নির্বাচনে রাহুলের অধিনায়কত্ব একরকম মাঠেই মারা গিয়েছে। এই বছরের গোড়ার দিকে উত্তর প্রদেশে নির্বাচনে কংগ্রেস–অখিলেশ জোট বিজেপির কাছে গো–হারান হারার পর সেই বৃত্তটা যেন সম্পূর্ণ হয়েছে। হারের ট্র্যাক রেকর্ড বজায় রেখে চলেছেন কংগ্রেস সহ–সভাপতি রাহুল। ভারতীয় রাজনীতির অন্দরমহলে 'পাপ্পু' নামে পরিচিত এই রাহুল আবার 'মরশুমি ফুল' কিংবা পরিযায়ী পাখির বদনামও কুড়োতে শুরু করেছেন। তাঁর রাজনীতি পার্ট টাইমের বা আংশিক সময়ের বলে বিরোধীদের অভিযোগ। মাঝেমধ্যেই তাঁর আমেরিকা বা ইংল্যান্ড–ইউরোপে ঘুরতে যাওয়া এই অভিযোগকে নিঃসন্দেহে অনেকটা হাওয়া দিয়েছে। তা এহেন রাহুল গান্ধির নেতৃত্বে কংগ্রেস ফের একটা নির্বাচনী বৈতরণীর সামনে। আর সেটা হল গুজরাট ও হিমাচলপ্রদেশের নির্বাচন। যার মধ্যে গুজরাটের ভোট নিয়ে শুধু এদেশ নয়, সারা বিশ্বের নজর রয়েছে। কারণ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে এর আগেও বহুবার তাঁকে লড়াই চালাতে দেখা গিয়েছে। যাতে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। সব জায়গাতেই মোদী তথা গেরুয়া বাহিনীর কাছে রাহুল ও তাঁর কংগ্রেসের অসহায় আত্মসমর্পণের দৃশ্য চোখে পড়েছে। গুজরাট থেকে এই চাকাটা ঘুরবে বলে হঠাৎ করেই রাহুল শিবির দাবি করা শুরু করেছে। কিন্তু তাতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার মতো কিছু আছে বলে আপাতত মনে হচ্ছে না। বরং টিম রাহুলের এই প্রচার অনেকটা টুইটার বা সোশ্যাল সাইটের ঢক্কানিনাদ বলেই মনে করা হচ্ছে। খাতায় কলমে যার অস্তিত্ব শূন্য বলেই মনে করা হচ্ছে। রাহুল গান্ধির যেটা সবথেকে বড় সমস্যা সেটা হল তাকে কাগুজে বাঘ ছাড়া বাড়তি কিছু মনেই হয় না। তাঁর পক্ষে বিজেপি বা এনডিএ শিবিরে বিশাল কিছু ধাক্কা দেওয়া সম্ভব সেটাও মনে হয় না। এমনিতে গুজরাট মোদী–অমিত শাহের নিজের রাজ্য। তারপর দীর্ঘ ২২ বছর ধরে এখানে পদ্মের শাসন চলছে। পশ্চিমবঙ্গে বামেদের শাসনের মতোই দীর্ঘায়িত হচ্ছে বিজেপি শাসন। সেটা আরও ৫ বছর যে বাড়তে চলেছে তার জানান দিতে শুরু করেছে বেশ কয়েকটি বৈদ্যুতিন মাধ্যমের প্রাক–নির্বাচনী সমীক্ষা। তাতে গুজরাটে ক্লিন সুইপ তো বটেই হিমাচলও কংগ্রেসের হাত থেকে কেড়ে নেওয়ার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। ফলে রাহুলের তরি যে এবারও ডুবতে চলেছে তা বোধহয় না বললেও চলে।

## অমৃত কথা

### কর্মযোগ

তবে তাহাই মানুষের শ্রেষ্ঠ উপকার। একমাত্র অধ্যাত্মজ্ঞানই আমাদের সমুদয় দুঃখ চিরকালের জন্য দূর করিতে পারে অন্যান্য জ্ঞান অতি অল্প সময়ের জন্য অভাব পূরণ করে মাত্র। কেবল আত্মবিষয়ক জ্ঞান দ্বারাই অভাব–বৃত্তি চিরতরে বিনষ্ট হইতে পারে, অতএব আধ্যাত্মিক সাহায্য করাই মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ সাহায্য করা। মানুষকে যিনি পরমার্থ জ্ঞান প্রদান করিতে পারেন, তিনিই মানুষের শ্রেষ্ঠ উপকারক। আমরা দেখিতেও পাই, মানুষের আধ্যাত্মিক অভাব পূরণ করিবার জন্য যাঁহারা সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহারাই সর্বাপেক্ষা শক্তিমান পুরুষ, কারণ আধ্যাত্মিকতাই আমাদের জীবনে সকল কর্ম প্রচেষ্টার প্রকৃত ভিত্তি। আধ্যাত্মিক দিক দিয়া যিনি সুস্থ ও সবল, ইচ্ছা করিলে তিনি অন্যান্য বিষয়েও দক্ষ হইতে পারেন। ভিতরে আধ্যাত্মিক শক্তি না জাগা পর্যন্ত মানুষের শারীরিক

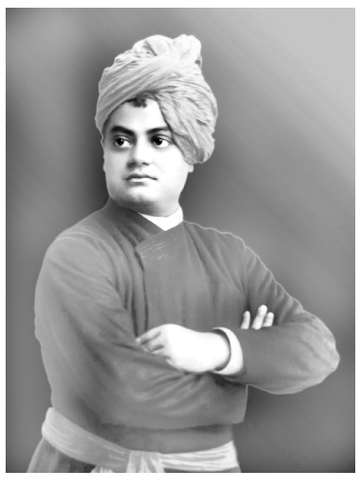

অভাবগুলিও ঠিক ঠিক পূর্ণ হয় না। আধ্যাত্মিক উপকারের পরই হইতেছে বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি বিষয়ে সাহায্য। অন্ন–বস্ত্রদান অপেক্ষা জ্ঞানদান উচ্চতর–প্রাণদান অপেক্ষাও উহা মহৎ কারণ জ্ঞানই মানুষের প্রকৃত জীবন। অজ্ঞান মৃত্যুতুল্য, জ্ঞানই জীবন। জীবন যদি অন্ধকারে কাটাইতে হয়–অজ্ঞান ও দুঃখের মধ্য দিয়া চলাই যদি জীবন হয়, তবে জীবনের কোন মূল্যই নাই। ইহার পর অবশ্য শারীরিক অভাব পূরণে সাহায্য করার স্থান।

অতএব অপরকে সাহায্য করার বিষয় বিচার করিবার সময় আমরা যেন এই ভ্রমে পতিত না হই যে, শারীরিক সাহায্যই একমাত্র সাহায্য। শারীরিক সাহায্যের স্থান শুধু সর্বশেষে নয়–সর্বনিম্নেও, কারণ ইহা স্থায়ী তৃপ্তি দিতে পারে না। ক্ষুধার্ত হইলে যে কষ্ট পাই, খাইলেই তাহা চলিয়া যায়, কিন্তু ক্ষুধা আবার ফিরিয়া আসে। দুঃখ তখনই নিবৃত্ত হইবে, যখন আমার সর্ববিধ অভাব দূর হইবে। তখন ক্ষুধা আমাকে কষ্ট দিতে পারিবে না।

## ফেসবুক বার্তা

ছটপুজো উপলক্ষ্যে গঙ্গার ঘাটে পুণ্যার্থীরা।

# নরনারীর সহমতের সহবাস ধর্ষণ হয় কোন যুক্তিতে...?

**নির্মল গোস্বামী**

পাঠকগণ যেন ভুলেও না ভাবেন যে আমি সিপিএমের বহিষ্কৃত এমপি ঋতব্রতের কৃতকর্মের সমর্থনে কলম ধরেছি। আসলে আমাদের যৌনাচার বা যৌনজীবন নিয়ে অনেক দিন ধরে অনেক প্রশ্ন মনে জমা হয়ে আছে। সেগুলো খোলাখুলি লিখতে পারিনি কারণ যৌনাচার নিয়ে আমরা প্রকাশ্যে আলোচনা এড়িয়ে চলতেই অভ্যস্ত। আমাদের যৌনজীবন নিয়ে কথা বললেই যেন তা অশ্লীল হয়ে যায় । তাই এতোদিন এইসব প্রশ্ন এড়িয়েই চলেছি। কিন্তু বালুরঘাটের মহিলাটি ঋতব্রতের নামে এফআইআর করল আর দিল্লি পুলিশ ঋতব্রতকে তলব করল, এই ঘটনায় কিছু প্রশ্ন অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে মনে হল। যা এড়িয়ে গেলে আমার পেশার সঙ্গে তঞ্চকতা করা হবে মনে হল তাই লিখছি। হয়তো আমার যুক্তির সঙ্গে অনেকেই সহমত হবেন না তাদের কাছে আগে ভাগে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

মহিলা টিভির পর্দায় অভিযোগ করছে যে ঋতব্রতর সঙ্গে ১৯ বার মিলিত হয়েছে, অথচ মামলা হচ্ছে ধর্ষণের। সাধারণ জ্ঞানে আমরা জানি যে মহিলার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে যৌনাচার করলে তাকে ধর্ষণ বলে। যে মেয়ে স্বেচ্ছায় দিল্লিতে ঋতব্রতর ফ্ল্যাটে আসত তার সঙ্গে মিলিত হত (ফ্ল্যাটের একটা চাবি মেয়েটির কাছে ছিল) সেখানে জোর জবরদস্তির তো কোনও অবকাশই নেই। যদি ধরেও নিই প্রথমবার ফাঁকা ফ্ল্যাটে একলা পেয়ে জোর করে ধর্ষণ করেছে, তাহলে প্রথম বারই মেয়েটি অভিযোগ জানাল না কেন? (আহত না করে অজ্ঞান না করে সুস্থ–সবল একজন মেয়েকে একজন পুরুষ ধর্ষণ করতে পারে না) ১৯ বার মিলনের পর আজ ধর্ষণের অভিযোগ কতটা যুক্তিযুক্ত? অভিযোগটা হল বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষণ। এখানে অভিযোগ দুটি এক হল প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ। আর দুই হল ধর্ষণ। প্রথমেই বলে দেওয়া যায় যে এটা ধর্ষণ নয়। উভয়ের সম্মতিতে শারীরিক মিলন সম্পন্ন হয়েছে। দুজন প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ নারীপুরুষ যদি যৌনমিলনে রত হয় তা কি আইনের চোখে অপরাধ? আইন কী বলে জানি না, তবে সাধারণ জ্ঞান বলে অপরাধ নয়। দেহজ ধর্ম পালন মাত্র। আর আইনের প্রাথমিক ভিত্তি হল সাধারণ জ্ঞান। তাই এইডস প্রতিরোধের যত বিজ্ঞাপন সরকারিভাবে প্রচার হয় তাতে বলা হয় তা সংরক্ষিত যৌনসংযোগ করবেন না। কোথাও বলা হয়নি যে বিবাহিত স্ত্রীছাড়া কারও সঙ্গে যৌন সম্পর্ক করবেন না। সেটা আইনত দন্ডনীয়। এবার আসি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের ব্যাপারে। লিখিত বা প্রমাণিত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে আইন তার বিচার করে ঠিকই। কিন্তু মৌখিক প্রতিশ্রুতির কোনও ভিত্তি নেই। বা বিচারযোগ্য বলে গণ্যও হয় না। তা যদি হত তাহলে রাজনৈতিক নেতাদের বিচারের কাঠগড়ায় তোলা উচিত। কারণ তারা যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট নেয় ঠিক তার বিপরীত কাজই করে। যেখানে আইন সিদ্ধ বিয়ে আকছার ভেঙে যাচ্ছে সেখানে বিয়ের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের বিচার কেমন করে হবে? লিভ টুগেদার আজ সমাজ সিদ্ধ ঘটনা। একসঙ্গে ছেলেমেয়েরা কয়েক বছর থাকছে যৌনজীবন যাপন করছে আবার প্রয়োজনে একে অপরকে ছেড়ে চলেও যাচ্ছে, এখানে কোনও কেসের ব্যাপার নেই। ধর্ষণ যদি হয়ে থাকে, মেয়েটার বয়ান অনুযায়ী তাহলে বিয়ে করলেও তা অপরাধ। কারণ স্বামী যদি স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে মিলিত হয় তাহলেও আইনের চোখে তা অপরাধ। সেক্ষেত্রে স্ত্রী ধর্ষণের মামলা করতে পারে।

তাহলে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে ঋতব্রত বিয়ে করলেই ১৯ বার ধর্ষণ বৈধ হয়ে যেত। তখন তা হল সম্মতির মধুর মিলন। অপরাধ কি বিনিময়ের মাধ্যমে গুণগত পরিবর্তন হতে পারে। কেউ যদি কাউকে খুন করল, পরে বলল এই খুন হওয়া ব্যক্তির সংসারের ভার সে নেবে তাহলে আইন কি সেই খুনের অপরাধকে ছাড় দেবে? এ কথা খুব সত্য যে আমাদের দেশে মহিলারা অত্যাচারিত। প্রতিদিন নারী নিগ্রহ যে হারে বাড়ছে তা সভ্য সমাজের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জাজনক ব্যাপার। তাই ধর্ষণের ব্যাপারে মেয়েদের স্বীকার উক্তিকেই কোর্ট প্রাধান্য দেয়। কিন্তু অনেকক্ষেত্রে ধর্ষণ আর সম্মতির পার্থক্যটা বিচার করে দেখা হয় না, বা সে সুযোগ সবসময় বিচারকরা পান না। আবার একথাও অস্বীকার

করা যায় না যে নারীদের ক্ষেত্রে যে পারিবারিক হিংসা মাত্রাতিরিক্তভাবে সংঘটিত হচ্ছে তার পিছনে ৮০ ভাগ ক্ষেত্রে থাকে নারীদের হাত। তবুও সমাজে নারী দুর্বল বলে গণ্য হয় এবং নারীঘটিত অপরাধের ক্ষেত্রে নারীর কথাকেই চরম সত্য বলে ধরে পুরুষের বিচার হয়।

কিন্তু যুগ দ্রুত পাল্টাচ্ছে। নারীপুরুষ সমানাধিকারের দাবিও স্বীকৃত। তাহলে নারী পুরুষের যৌনমিলনের ক্ষেত্রে আর একটু উদার মানসিকতার দাবি থাকে নাকি? আমাদের প্রচলিত ধারণা যে যৌনমিলনে যত সুখ পুরুষের–নারীর ক্ষেত্রে তা শুধুই যন্ত্রণার। এই ধারণা থেকেই তথাকথিত ধর্ষণ মামলায় নারীর পক্ষে পাল্লা ভারী থাকে। যত অপরাধ সব পুরুষের। এক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করতে চাই। শরীর ও মনের আবেদনে সাড়া দিয়ে নারী পুরুষের যৌনমিলনে কে বেশি ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করে? অনেকেরই এর উত্তর জানা নেই। ডাক্তারী শাস্ত্রেও বোধহয় এই সুখ–মাপার কোনও যন্ত্র নেই। তাহলে উপায়? উপায় একটা আছে, আমাদের পঞ্চম বেদ মহাভারত এই প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যায়নি। অনুশাসন পর্ব–শরবিদ্ধ ভীষ্মের কাছ থেকে যুধিষ্ঠির নানা বিষয়ে প্রশ্ন করছে–ভীষ্ম তার যথাযথ উত্তর দিচ্ছেন। একসময় যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করলেন পিতামহ নারীপুরুষের মিলনকালে কার সুখ বেশি হয়? চির কুমার ভীষ্ম বড় কঠিন প্রশ্নের মুখে পড়লেন। কিন্তু জ্ঞানবৃদ্ধ পিতামহ বললেন এ বিষয়ে এক পুরাতন ইতিহাস বলছি শোন। ভঙ্গাস্বন নামে এক প্রাচীন ধার্মিক রাজা পুত্র কামনায় অগ্নিতুষ্ট যজ্ঞ করে একশত পুত্র লাভ করে। অগ্নিতুষ্ট যজ্ঞে শুধু অগ্নিরই স্তুতি করা হয়। এই জন্য ইন্দ্রদেব রেগে গিয়ে রাজাকে বিপাকে ফেলার চেষ্টা করতে লাগলেন। একদিন রাজা মৃগয়ায় গেলে ইন্দ্র তাকে বিমোহিত করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শ্রান্ত পিপাসার্ত করে অবশেষে এক সরোবরের ধারে নিয়ে এলেন। রাজা তার অশ্বকে জল খাইয়ে নিজে অবগাহনের জন্য জলে ডুব দিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তিনি পুরুষ থেকে স্ত্রীতে রূপান্তরিত হলেন। রাজা অতিশয় লজ্জিত ও চিন্তাকুল হয়ে রাজপুরীতে ফিরে স্ত্রী পুত্রদের সব ঘটনা বললেন এবং পুত্রদের হাতে রাজ্যভার তুলে দিয়ে স্ত্রীরূপী রাজা বনে গমন করলেন। বনে তিনি এক তাপসকে বিবাহ করে আবার একশত পুত্রের জন্ম দিলেন। এই একশত পুত্রদের নিয়ে তিনি রাজ্যে ফিরে গিয়ে পুত্রদের ডেকে বললেন, তোমরা আমার পুরুষ অবস্থার সন্তান আর এরা আমার স্ত্রী অবস্থার সন্তান এরা তোমাদের ভাই। তাই মিলেমিশে রাজ্য ভোগ কর। তিনি আবার বনে চলে গেলেন। এদিকে ভঙ্গাস্বনের কথায় ছেলেরা মিলেমিশে সুখে রাজ্য ভোগ করতে লাগলেন। এই দেখে ইন্দ্রদেব ভাবলেন এতো দেখছি ভঙ্গাস্বনের ক্ষতির বদলে উপকারই করলাম। তিনি একদিন ব্রাহ্মণের বেশে ভঙ্গস্বনের পুত্রদের কাছে গিয়ে বলেন তোমরা তো দেখছি খুব বোকা। একই পিতার ঔরসজাত সন্তানদের মধ্যে মিল নেই। দেখ কশ্যপের পুত্র সুর আর অসুরদের মধ্যে চির বিবাদ। আর তোমরা হচ্ছো রাজা ভঙ্গাস্বনের ঔরসজাত সন্তান আর ওরা হচ্ছে ঋষির ঔরসজাত সন্তান ওরা কি করে তোমাদের ভাই হতে পারে? তোমাদের পৈতৃক রাজ্য ঋষিপুত্রদের ভোগ করতে দিচ্ছ কেন? ব্রাহ্মণের কথায় তারা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করে সকলেই মারা গেল। পুত্রদের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ভঙ্গাস্বন কাঁদতে লাগলেন। তখন ইন্দ্র তার কাছে এসে বললেন তুমি আমাকে আহ্বান না করে আমার অপ্রিয় অগ্নিতুষ্ঠ যজ্ঞ করেছিলে তাই আমিই তোমাকে নির্যাতন করেছি। রাজা তখন ইন্দ্রের পায়ে ধরে ক্ষমাভিক্ষা করলেন ইন্দ্র প্রসন্ন হয়ে বললেন আমি তুষ্ঠ হয়েছি বল তুমি কোন পুত্রদের পুনর্জীবন চাও তোমার ঔরসজাত না গর্ভজাত পুত্রদের? তাপসীবেশী ভগ্নাস্বন তখন বললেন আমার স্ত্রীত্ব লাভের পর যারা জন্মেছিল তাদের জীবিত করুন। ইন্দ্র বিস্মিত হয়ে বললেন এই পুত্ররা তো পুরুষ অবস্থার পুত্রদের থেকে অধিক প্রিয় হল কেন? ভগ্নাস্বন বললেন, দেবরাজ পুরুষদের থেকে স্ত্রীদের স্নেহ অধিক।

ইন্দ্র এই সত্যবাদিতায় খুশি হয়ে সকল পুত্রদেরই জীবিত করে দিলেন। ইন্দ্র এরপর ভগ্নাস্বনকে বললেন তুমি কি অবস্থায় থাকতে চাও পুরুষ না স্ত্রীরূপে।? ভগ্নাস্বন বললেন, দেবরাজ আমি স্ত্রীরূপেই থাকতে চাই। ইন্দ্র এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে রাজা বললেন আমি পুরুষরূপে একশত সন্তানের জনক আবার স্ত্রীরূপেও একশত সন্তানের জননী হয়েছি। সঙ্গমকালে স্ত্রীরই অধিক ইন্দ্রিয় সুখ হয়। তাই আমি স্ত্রীরূপে বেশি তুষ্ট। ইন্দ্র তাই হোক বলে অদৃশ্য হলেন।

মহাভারত মহাকাব্য আমাদের এই সত্যের সন্ধান দেয়। মহাকাব্যের যুগ থেকে কয়েক হাজার বছর পার করেও আমরা যৌনতার ছুঁচমার্গ থেকে বের হতে পারিনি। মৎস্যকন্যাকে দেখে পরাশরমুনির কাম জাগল, তিনি সরাসরি প্রস্তাব দিলেন এবং রমনীও রাজি হলেন। তারই ফলশ্রুতিতে আমরা ব্যাসদেবকে পাই– পাই মহাভারত কাব্যকে যা আজও জীবন ও জগৎকে পথ দেখায়। অথচ আজ যদি কোনও পুরুষ কোনও নারীকে ভালোলাগার দরুণ মিলনের প্রস্তাব দেয় সঙ্গে সঙ্গে তাকে কুপ্রস্তাব দিয়েছে বলে অপরাধী হিসাবে দেগে দেওয়া হয়। তার আবেদনে সাড়া নাও দিতে পারে তাইবলে অপরাধী বলে অভিহিত করা কতটা সমীচীন তা ভেবে দেখা প্রয়োজন।

নম্রতা দত্ত একজন শিক্ষিতা চাকুরীরতা আধুনিকা রমনী। দুজনে দেহসুখ ভোগ করল একজনকে দায়ভার নিতে হবে কেন? যদি কোনও রমনী শুধু দেহমিলন হয়েছে বলে বিবাহের দাবি করে অর্থাৎ সারাজীবনের ভরণপোষণ দাবি করে তাহলে যারা প্রতিরাতের মূল্যে দেহ বিক্রি করে তাদের সঙ্গে পার্থক্য রইল কোথায়। যে ভালোবাসা দেহমিলন অবধি পৌঁছায় সেই ভালোবাসাকে জোর করে ছাদনাতলায় নিয়ে যেতে হলে তা লজ্জাজনক নয় কি। সেখানে ভালোবাসা উধাও। শরৎ নায়িকা কমলের কথায় যেখানে মূলধন ডুবে গেল সেখানে সুদের কড়ির জন্য (খোরপোষ) মামলা শুধু নারীত্বে অপমান নয়–আরও বেশি কিছু।

ঋতব্রত অল্পবয়স্ক সুদর্শন সুবক্তা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। পার্টির বা পার্টির বাইরের অনেক মহিলারা তার প্রতি অনুরক্ত হতেই পারে। আবার ঋতব্রত ব্রহ্মচর্য্যব্রত গ্রহণ করেনি। সুতরাং মহিলারা সঙ্গসুখ ভোগ করতেই পারে, সেটা দোষের নয়, চরিত্রহানির নয়। আর রাজনৈতিক নেতাদের অন্দরমহলে এমন ঘটনা হামেশাই ঘটে থাকে। বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক থাকতেই পারে আবার কমিউনিস্টরা বিবাহকে নারীর বন্ধন বলেই মনে করেন। নারী স্বামীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি এই বোধ থেকে তারা মুক্ত হতে চায়, তাই যারা বামপন্থী মহিলা কর্মী, যারা কমিউনিস্ট আদর্শে বিশ্বাস করে তার দাসত্বের চিহ্ন স্বরূপ শাঁখা সিঁদুর পরে না। এই ধারণায় প্রভাবিত হয়ে অনেক রাজনৈতিক নেতাদের জীবনযাত্রা চলে। তার সব খবর বাইরে আসে না। মনে আছে মায়াবতী একবার জয়া জেটলির উদ্দেশ্য করে বলেছিল আমি কারও 'রাখেল' নই। জয়া জেটলি বিয়ে না করেও জর্জ ফার্নান্ডেজ এর সঙ্গে এক সঙ্গে থাকত।

শ্রদ্ধেয় প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়িকে একবার সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেছিল আপনি কি ব্রহ্মচারী? অটলজী উত্তর দিয়েছিল আমি ব্যাচেলার। এখনকার কালের কথা বাদ দিয়ে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে দিল্লির রাজনৈতিক নেতাদের ব্যক্তিজীবন জানতে আগ্রহী হলে নিমাই ভট্টাচার্যের 'পার্লামেন্ট স্ট্রিট' বইটি পড়তে হবে। সুতরাং ঋতব্রতর পচা শামুকে পা কেটেছে মাত্র। এর বেশি কিছু নয়। নারী পুরুষের যৌনাচার সম্বন্ধে সমাজ গোপনে যা বুকে ধারণ করে চলেছে তাকে বাইরে আনলে অনেক জটিলতা কমে। অনেক যৌন অপরাধও কম হবে।

সমাজকে সাহসী হতে হবে। আমাদের পূর্বজরা মন্দির গাত্রে যৌনাচারকে নান্দনিক উপাচারে পরিণত করেছিল একদিন। আমরা এখনও যৌনতা অশ্লীল এই বোধ থেকে মুক্ত হতে পারছিনা। উপরন্তু শুধুমাত্র পুরুষের ভোগ্য বস্তু হিসাবে দেখতে গিয়ে এক পক্ষকে পণ্য পরিগণিত করে যৌনতার মাধুর্য নষ্ট করেছি।

# আদর্শ স্টেশনব্যান্ডেল আজও অবহেলিত

**বিশেষ প্রতিবেদন:** হাওড়া বর্ধমান মেন লাইনে ব্যান্ডেল একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন। এই স্টেশন থেকে নিত্যযাত্রীরা হাওড়া, শিয়ালদহ, বর্ধমানের মধ্যে অবস্থিত স্টেশনগুলিতে যাতায়াত করে। বর্ধমান, হাওড়া, হুগলি, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ইত্যাদি জেলার বিভিন্ন স্থানে যাওয়ার জন্য লোকাল ট্রেন ধরতে অনেকে এই স্টেশনে আসে। ব্রিটিশ আমল থেকে ব্যান্ডেলের আশেপাশের অঞ্চলকে কেন্দ্র করে এক সময় বহু জুটমিল গড়ে উঠেছিল, সেইজন্য এখানকার রেল ব্যবস্থা বেশ প্রাচীন। অনেক হিন্দি ভাষাভাষী মানুষ জীবিকার প্রয়োজনে দীর্ঘদিন এখানে বসবাস করছে। বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষ্যে এই স্টেশন থেকে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ যেমন বিহার, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লির বিভিন্ন জায়গায় এদের দেশের বাড়িতে প্রতিনিয়ত যেতে হয়। নৈহাটী হয়ে শিয়ালদহ যাওয়ার জন্য সেই কবেকার ব্রিটিশের পাতা লাইন আজও তেমনভাবে সংস্কার হল না। আসলে এই স্টেশনটি সাধারণ মানুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হলেও রেলের ওপরতলার কাছে বরাবরের জন্য অবহেলিত। এই স্টেশন থেকে রেলের বাৎসরিক আয় প্রায় ৬০ কোটি টাকার ওপর যে কারণে এটি রেলের খাতায় 'এ' স্টেশন এবং বর্তমানে আদর্শ স্টেশন হিসাবে বিবেচিত। রেলের খাতায় আদর্শ স্টেশন হলে যে ধরণের সুবিধা থাকা উচিত তা কিন্তু এই স্টেশনে মোটেই দেখা যায়না। ঝাঁ চকচকে নতুন প্রতীক্ষালয়ে যাত্রীদের বসার কোন ব্যবস্থা নেই এবং অপেক্ষামান যাত্রীদের দাঁড়িয়ে অথবা স্টেশনচত্বরে চায়ের দোকানে বসে নির্দিষ্ট ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করে সময় কাটাতে হয়। ব্যান্ডেল স্টেশন কর্তৃপক্ষ এই নিয়ে বহুবার চিঠি দিলেও এখনো পর্যন্ত কোন সুরাহা হয়নি। কিছু কাজ শুরু হয়েছে যেমন চলমান সিঁড়ি বা প্রবীণ নাগরিকদের লিফটের সুবিধা কিন্তু কবে যে তা শেষ হবে বোঝা যাচ্ছেনা। যাত্রী পরিষেবার কাজ বেশ ঢিমেতালে চলছে। নানা ধরনের পদে কাজ করা এই স্টেশনে কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় ২৭২ জন। সেই দিক থেকে বিচার করলে এই স্টেশনটিকে রেল কর্তৃপক্ষের গুরুত্ব দেওয়া উচিত। স্টেশনচত্বরে সংস্কারের কাজে বিশেষ কোন গতি নেই। রেলের প্রশাসনিক নিয়ম অনুযায়ী ডিআরএম বা পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজারের বা রেলমন্ত্রালয়ের কর্তাব্যক্তিদের তরফে স্টেশনের বিভিন্ন সংস্কারের কাজে প্রতি বছর প্রয়োজনীয় অর্থমঞ্জুর করা হয় না। ব্যান্ডেল স্টেশন ম্যানেজারের বাঁধা ধরা কিছু কাজ ছাড়া বিশেষ কিছু করার ক্ষমতা নেই। ব্যান্ডেল–নৈহাটি লোকাল ট্রেনের সময়সারণী মান্ধাতার আমল থেকে একই আছে। একটা ট্রেন চলে গেলে আবার দীর্ঘ সময়ের অপেক্ষা। গন্তব্যস্থলে যাওয়ার জন্য দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষামান যাত্রীদের খিদে মেটানোর জন্য নানা খাবার সংগ্রহ করতে হয়। আর ব্যান্ডেলে কলা অপেক্ষাকৃত সস্তার ফল হওয়াতে যাত্রীরা তাই এই ফল প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করে। এতে স্টেশনচত্বর এবং রেল লাইনগুলি প্রায় নোংরা হয়ে থাকে। সাধারণভাবে এই রাজ্যে মানুষের মধ্যে স্টেশনচত্বর পরিষ্কার রাখার সচেতনার অভাব রয়েছে। ফলে ঝাড়ু পড়লেও স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম অঞ্চল ও রেল লাইনগুলি খুব অপরিষ্কার থাকে বিশেষ করে ব্যান্ডেল স্টেশনের ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্ম। এই স্টেশনে অনেকগুলি লাইন আছে, পারাপার করতে গিয়ে অনেকে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। রেলের নিয়মের নানা বেড়াজালে দুর্ঘটনার কবলে পড়া যাত্রীকে নিয়ে নিকটবর্তী হাসপাতালে পৌঁছতে দেরি হয়। একটু সময় মত নিয়ে যেতে পারলে দুর্ঘটনার কবলে পড়া মানুষদের প্রাণ রক্ষা করা সম্ভব হতে পারে। কিছুদিন আগেও অপেক্ষামান যাত্রীদের কাছে ট্রেনে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে আসার ঘোষণা অস্পষ্ট ভাবে শোনা যেত এবং যাত্রীরা কোন স্টেশনে ট্রেন আসবে বুঝতে পারত না এর ফলে

চোখের সামনে দিয়ে ট্রেন চলে যাওয়ার অভিজ্ঞতা অনেকের আছে। অবশ্য বর্তমান স্টেশন ম্যানেজার তুষার কান্তি হালদারের উদ্যোগে সে সমস্যা মিটেছে। এখন অবশ্য অপেক্ষামান যাত্রীদের ট্রেন আসার ঘোষণা শুনতে তেমন অসুবিধা হয়না। ব্যান্ডেল স্টেশনের নানা অসুবিধা নিয়ে কথা হচ্ছিল স্টেশনমাস্টার তুষারকান্তি হালদারের সঙ্গে যিনি ২৩.০৮.২০১০ সাল থেকে ব্যান্ডেল স্টেশনে কর্মরত। অত্যন্ত অমায়িক ও সজ্জন ব্যক্তি। কাজের নিষ্ঠার জন্য তার অধীনস্থ কর্মচারীরা যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে বিশেষ করে রাত্রে কর্মরত কর্মচারীদের সকালে তার কাছে অনেকের ব্যক্তিগত প্রয়োজন থাকতে পারে চিন্তা করে তিনি তার কাজের নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই অফিসে চলে আসেন। চাকরির মেয়াদ কয়েক মাস মাত্র আছে কিন্তু পরিশ্রমের আর কাজের উৎসাহে কোন ঘাটতি নেই। তার কাজের জন্য হাওড়ার জি এমঅফিস থেকে তিনবার এবং হাওড়া ডিভিশনাল ম্যানেজারের কাছ থেকে অসংখ্যবার সম্মান পদক পেয়েছেন। তিনি স্টেশনের উন্নতিপ্রকল্পে অনেক চেষ্টা করছেন কিন্তু তাঁর আর্থিক ক্ষমতা সীমিত থাকার কারণে স্টেশনের উন্নতিপ্রকল্পে বিশেষ কিছু হচ্ছে না। এই বিষয়ে রেলের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নজর দেওয়া প্রয়োজন। রেলের দীর্ঘদিনের চলে আসা নিয়মের পরিবর্তে নতুন করে চিন্তাভাবনা করার সময় এসেছে যাতে এই রাজ্যের নির্বাচিত আদর্শ স্টেশনগুলিকে প্রয়োজনীয় অর্থ মঞ্জুর করে যাত্রীদের যাতায়াতের স্বাচ্ছন্দ গড়ে তোলা যায়। এর সাথে কল্যাণী, নৈহাটি প্রভৃতির স্টেশনের অসমাপ্ত ওভারব্রিজের সংস্কারের কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করা দরকার। আসলে কোন স্টেশনের কাজ হচ্ছে দেখালেই হবে না মানুষের মনে বিশ্বাসযোগ্যাতা আনার জন্য তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের রেল দপ্তরের সীমিত কিছু রাজ্যের স্বার্থের কথা ভেবে বুলেট ট্রেনের জন্য লক্ষ কোটি টাকা খরচ করার চিন্তা ভাবনা না করে রেলের লাইনের রক্ষানাবেক্ষণ এবং রাজ্যের নির্বাচিত আদর্শ স্টেশনগুলির পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ মঞ্জুর করে যাত্রীদের যাতায়াতের স্বাচ্ছন্দ গড়ে তোলা দরকার।

# বীরভূম

## পেটের রোগে মৃত ২

**অভীক মিত্র :** বীরভূম জেলায় পেটের রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেল দুজন। ৮ অক্টোবর রাজনগর ব্লকের রাওতাড়া গ্রামে পায়খানা ও বমির উপসর্গ নিয়ে ১৫ জন সিউড়ি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ৯ অক্টোবর সিউড়ি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় আরতি মন্ডল। ১১ অক্টোবর গ্রামে যান ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক। চাকরি করতে এসে জয়পুরে জলবাহিত রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেল সুরেন রায় (৪৫) নামে এক ইআরএফ জওয়ান। বাড়ি মিরিকে। মুরারই থানার নন্দীগ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পেটের রোগে আক্রান্ত আরও ৩৫ জন।

## দেওয়াল ভেঙে বীরভূমে জখম ১২

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** নিম্নচাপের প্রবল বর্ষণে বীরভূম জেলায় দেওয়াল ভেঙে জখম হল ১২ জন। গত ২০ অক্টোবর গভীররাতে দুবরাজপুরের ৫নং ওয়ার্ডে বাড়ির দেওয়াল চাপা পড়ে সিউড়ি সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মেরি ধীবর, মঙ্গল ধীবর, সন্ন্যাসী ধীবর এবং বুবাই ধীবর। ২১ অক্টোবর সিঙ্গি গ্রামের ক্লাবে পিকনিক করার সময় দেওয়াল ভেঙে জখম হয় আটজন। তারমধ্যে ৪ জন আশঙ্কাজনক অবস্থায় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

## জলে ডুবে মৃত তিন কিশোর

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** জলে ডুবে মারা গেল তিন কিশোর। ছটপুজো উপলক্ষ্যে ময়ূরাক্ষী নদীর ঘাট পরিস্কার করার সময় হঠাৎ এক কিশোর তলিয়ে গেলে তাকে বাঁচাতে গিয়ে নদীতে তলিয়ে গিয়ে মারা যায় তিন কিশোর। মৃতরা হল মনোজিত মাহাতো, নীরজ মাহাতো, মঞ্জিল মাহাতো। একই পরিবারের তিন সদস্য। সাইথিয়া থানার ৯ নং ওয়ার্ডের ঘটনা। এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

## বিদ্যুৎস্পৃষ্ট বীরভূমে মৃত ৬

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** বীরভূম জেলায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গেল ৬ জন। পুকুরে বাসন মাজতে গিয়ে পড়ে থাকা ছেড়া তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যায় গুলশান বিবি। তাকে বাচাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যায় বৌমা আনিশা বিবি। সাঁইথিয়া থানার রোঙ্গিলাপুর গ্রামের ঘটনা। বাড়ির ছাদের উপর দিয়ে যাওয়া বিদ্যুতের তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যায় সীমা গুপ্ত (১২)। মা পরিচারিকা। বোলপুরের ত্রিশূলপট্টী এলাকার ঘটনা। সোতশালের ফকিরপাড়ায় বিদ্যুতের খুঁটিতে উঠে কাজ করার সময় বিদ্যুতস্পৃষ্ট হয়ে মারা যায় শেখ শরিফ নামে এক যুবক। খুঁটিতে ঝুলে থাকা মৃতদেহ দমকলকমীরা এসে নামিয়ে ময়নাতদন্তের জন্য সিউড়ি সদর হাসপাতালে পাঠায়। শরিফের বাড়ি সোতশালের আলিনগর গ্রামে। ঠেলাগাড়িতে করে ফুচকা নিয়ে যাওয়ার সময় কাটা বিদ্যুতের তারে মারা যায় ভৈরব বাগ্দী (২৭) এবং বাসন্তী বাগ্দী। কামারডাঙা গ্রামের ঘটনা। বিদ্যুত সর্ম্পকে আরও সচেতন হতে হবে জেলাবাসীকে।

## ধর্ষণ ঘিরে উত্তপ্ত দেরপুর

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের ধর্ষণের ঘটনা ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠল বীরভূম জেলার দেরপুর গ্রাম। স্থানীয় সূত্রানুযায়ী, ১২ অক্টোবর সকালে পুকুরে স্নান করতে যাওয়ার সময় এক গৃহবধূকে ঝোপে টেনে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ উঠে হাতোড়া গ্রামপঞ্চায়েত সদস্য মনোজ মন্ডলের বিরুদ্ধে। কাউকে বললে ওই গৃহবধূর স্বামীকে প্রাণনাশের হুমকি দেয় মনোজ। ১৪ অক্টোবর নির্যাতিতা গৃহবধূর পেটে ব্যাথা হওয়ার কথা স্বামীকে জানায়। নির্যাতিতা গৃহবধূকে সাঁইথিয়া থানায় এফআইআর করতে সাহায্য করে বিজেপি নেতা কৃষ্ণগোপাল মন্ডল। রাতের অন্ধকারে কৃষ্ণগোপাল মন্ডলের পোলট্রিফার্ম পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে মনোজের লোকজনের বিরুদ্ধে। ১৮ অক্টোবর নির্যাতিতাকে দেখতে যাওয়ার সময় দেরপুর গ্রামে বিজেপি নেতা সায়ন্তন বসু, কালোসোনা মন্ডলদের হেনস্থা করার অভিযোগ ওঠে মনোজ মন্ডলের লোকজনের বিরুদ্ধে।

## বীরভূমে বাড়ছে পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** বীরভূম জেলায় বাড়ছে পথদুর্ঘটনায় মৃত্যুর ঘটনা। যা নিয়ে উদ্বিগ্ন জেলাবাসী। ২০ অক্টোবর আঙ্গারগড়িয়ায় ডাম্পারের ধাক্কায় ঘটনাস্থলে মারা যায় উৎপল পাল (৩৫)। বাড়ি গণেশপুর গ্রামে। গ্রামবাসীরা গাছের ডাল ফেলে পথ অবরোধ করে। উৎপলের মৃতদেহ দাহ করে ফেরার পথে ২১ অক্টোবর শালদহ মোড়ে ডাম্পারের ধাক্কায় মারা যায় অর্ঘ্য মন্ডল (২৩)। বাড়ি গনেশপুর গ্রামে। গ্রামবাসীরা পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। বলাইচন্ডী যাওয়ার পথে একটি বেসরকারি বাস নয়নজুলিতে পড়ে যায়। ১৪ অক্টোবর সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ মল্লারপুর বটতলার কাছে রামপুরহাটগামী 'মানষী' বাসটি লরির পিছনে ধাক্কা মারে। ৭ জন মল্লারপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসাধীন। ১৩ অক্টোবর রাতে মাজিগ্রামে একটি এলপিজি ট্যাঙ্কার একটি দোকানে ধাক্কা মারলে সাতজন আহত হয়ে সিউড়ি সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আহতদের চিকিৎসার দাবিতে পুরন্দরপুর সাঁইথিয়া রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় মাজিগ্রামের বাসিন্দারা। ৮ অক্টোবর সন্ধ্যায় ৬০নং জাতীয় সড়কের চিনপাই পেট্রোল পাম্পে মোটরবাইক লরির সংঘর্ষে ঘটনাস্থলে মারা যায় বাচ্চু শেখ। সিউড়ি হাসপাতাল নিয়ে যাওয়ার পথে মারা যায় কালু শেখ। সিউড়ী রুটিপাড়ার বাসিন্দা। ৯ অক্টোবর অজয় ব্রিজে লরির ধাক্কায় মারা যায় মোটরবাইক আরোহী নবকুমার দাস (৪৫)। বাড়ি খয়রাশোলের রথতলায়। ৮ থেকে ২১ অক্টোবর পর্যন্ত বীরভূমে পথদুর্ঘটনায় মারা গেলো পাচঁজন। আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ১৪ জন।

## বৃষ্টিতে ভাসলো লঘাটা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** দুর্গাপুজো এবং কালীপুজোর সময় নিম্নচাপের বৃষ্টিতে মৃত্যু হয়েছে দুজনের এবং ১৮ জন আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। নাজেহাল বীরভূম জেলার বাসিন্দারা। ভাসলো লঘাটা কজওয়ে। চাষের ক্ষতির আশঙ্কায় দিশেহারা জেলার কৃষকরা। নিম্নচাপের ভ্রূকুটি বাধা সেধেছিল শক্তি আরাধনায়। ২০ অক্টোবর ভোর থেকে চিনপাই গ্রামে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে শুরু হয় বৃষ্টি। সঙ্গী ছিল লোডশেডিং। সাইথিয়ায় ভেঙে গিয়েছে কালীপুজোর প্যান্ডেল। দেওয়াল ভেঙে দুবরাজপুরে চারজন এবং সিঙ্গি গ্রামে আটজন চিকিৎসাধীন। ময়ূরেশ্বর এলাকায় ক্ষতিগ্রস্থ হয় কাচাবাড়ি এবং ধানের। ত্রিপল দিয়ে বিজেপি সাহায্য করে বলে জানান বিজেপিকর্মী রাজু মন্ডল। অত্যাধিক বৃষ্টির জন্য ২১ অক্টোবর লোবা এবং সাজিনা গ্রামের কালীপ্রতিমা নিরঞ্জন হয়নি। ইলামবাজারের গোল্টে সেতু এবং লাভপুরের কুয়ে নদীর উপর লঘাটা কজওয়ের ওপর দিয়ে দুকূল ঝাপিয়ে বইছে জল। বন্ধ হয়ে যায় সিউড়ি – কাটোয়া রাজ্য সড়কে যান চলাচল। সোমবার ২৩ অক্টোবর প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে বাস সহ অন্যান্য যানবাহন চলাচল করছে লঘাটা কজওয়ের ওপর দিয়ে। বৈধরা, তিলপাড়া, ম্যাসানজোর জলাধার থেকে ছাড়া হয়েছে জল। লাভপুরের ঠিবা অঞ্চলের ধানজমি জলের তলায় চলে গিয়েছে। ১৩ অক্টোবর গোরু চড়ানোর সময় কোটাগ্রামে বাজ পড়ে মারা যায় মহাদেব বাউড়ি। ১১ অক্টোবর রাতে বোলপুর ২০নং ওয়ার্ডে মাটির দেওয়াল ভেঙে তিনজন চিকিৎসাধীন। মাদিয়ান গ্রামে নেই নিকাশি নালা। পুকুরের জল ভর্তি হয়ে ১২ থেকে ১৫টি বাড়ি জলমগ্ন হয়ে পড়ে। ১১ অক্টোবর ময়ূরেশ্বর–১ নং ব্লকে বিক্ষোভ দেখায় গ্রামবাসীরা। নিম্নচাপের অকাল বর্ষণে বীরভূম জেলায় মৃত্যু হয়েছে দুইজনের। ১৮জন আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

## কটুক্তির প্রতিবাদ করায় বেধড়ক মার যুবককে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বারাসত :** পুজো প্যান্ডেলে মহিলাদের প্রতি অশালীন মন্তব্য ও কটুক্তি করার প্রতিবাদ করায় কৃষ্ণ সাহা নামে এক যুবককে বেধড়ক মার খেতে হল। তার আঘাতের মাত্রা এতটাই যে তার দুটি চোখই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি শুধু, মাথায় আঘাতের কারণে সিটি স্ক্যান পর্যন্ত করতে হয়েছে। জনা পয়ত্রিশের ওই দুষ্কৃতীদের আক্রমণে কৃষ্ণ সাহার দাদা ও বাবারও মারাত্মকভাবে আঘাত লেগেছে। রবিবার ভোর রাতে এই ঘটনাটি ঘটে বারাসতের সন্ধানী ক্লাবের কালীপুজো মণ্ডপে। বারাসতে কালীপুজোর প্রতিমা রাখার প্রশাসনিক সীমা ছিল সোমবার রাত্রি পর্যন্ত। রবিবার ভোর রাত পর্যন্ত অন্যান্য পুজো কমিটির মতো সন্ধানী ক্লাবেও ছিল ঠাকুর দেখার ভিড়। স্থানীয়ভাবে জানা যায় মূল প্রবেশ দ্বারের



কাছে কয়েকজন তরুণী যখন প্রতিমা দর্শন করছিল তখন পাশে দাঁড়ানো মদ্যপ চার যুবক অশালীন মন্তব্য করতে থাকে, এমনকি অভব্য অঙ্গভঙ্গি করতেও পিছপা হয় না। জানা গিয়েছে তা দেখে প্রতিবাদ করে ওঠে কৃষ্ণ। পরে কৃষ্ণ ও কয়েকজন মিলে ওই চার যুবককে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। বারাসত থানায় ওই চারজনকে ঘন্টাখানেক বসিয়ে রাখার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। থানা থেকে ছাড়া পেয়ে এরপর ওই চারজন জনা তিরিশের বাহিনী নিয়ে প্রসাদপুর মিলনপল্লিতে চড়াও হয় কৃষ্ণর বাড়িতে। কৃষ্ণর দাদা সাহেব সাহার অভিযোগ কৃষ্ণকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে এলোপাথাড়ি কিল, ঘুষি এমনকী রড দিয়েও বেধড়ক মারা হয়। কৃষ্ণকে বাঁচাতে গিয়ে এরপর দাদা ও বাবা মানিক সাহাকেও মার সহ্য করতে হয়। গুরুতর অসুস্থ কৃষ্ণকে এরপর বারাসত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর দুষ্কৃতী হুমকি অগ্রাহ্য করেও সোমবার তাদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করেন কৃষ্ণ সাহা। অভিযোগ পাওয়া সত্ত্বেও পুলিশ এখনও দুষ্কৃতীদের ধরতে পারেনি। বারাসত এলাকায় এরকমভাবে প্রতিবাদীকে আক্রমণে স্বভাবতই নিন্দার ঝড় উঠতে শুরু করেছে।

# বিজেপিই তৃণমূলের মূল চিন্তা

## কোর কমিটির বৈঠকে স্পষ্ট গোষ্ঠী কোন্দল

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** গত ২৫ অক্টোবর কলকাতার নজরুল মঞ্চে তৃণমূল কংগ্রেসের বর্ধিত কোর কমিটির সভা হয়ে গেল। সভায় দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে রাজ্য ও জেলা ও ব্লক স্তরের শীর্ষ নেতা নেত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে দলনেত্রী কি নির্দেশ দেন বা বক্তব্য রাখেন সে ব্যাপারে সকলেরই আগ্রহ ছিল তুঙ্গে। দলের অন্যান্য শীর্ষ নেতারাও বক্তব্য রাখেন। তবে ওই দিনের সভায় দলনেত্রী এবং অন্যান্য নেতারা যে বক্তব্য রেখেছেন তাতে একটা বিষয় স্পষ্ট তা হল আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের মূল চিন্তা গোষ্ঠী কোন্দল ও বিজেপির উত্থান। এই দুটি বিষয়কেই ভয় পাচ্ছে তৃণমূল। এদিনের সভায় দলনেত্রী সিপিএম বা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আক্রমণ করেননি। তোপ দেগেছেন বিজেপি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে। তাঁর কথায় আগামী মে –জুন মাসে সরকারিভাবে পঞ্চায়েত ভোট হওয়ার কথা। তাই এখনই এ নিয়ে কিছু বলছি না। তবে সাবধান শকুনিরা তাকিয়ে রয়েছে। দলের কেউ টিকিট পেলেন না বলে অন্য দলে চলে গেল এটা হবে না। অন্য দল বলতে তিনি বিজেপিকেই যে বোঝাতে চাইছেন, তা সকলেই বুঝতে পেরেছেন। তিনি পঞ্চায়েতে টিকিট দেওয়ার ব্যাপারে দলকে সতর্ক করেছেন। মমতা এদিন পরিষ্কার বলেন, দলে থেকে গ্রুপবাজি ও দল বিরোধী কাজ করা যাবে না। দলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, সিপিএম কর্মীদের বোঝান কেন তারা বিজেপিতে যাচ্ছেন। দলনেত্রী বিধায়ক ও জেলা সভাপতিদের ব্লক সভাপতিদের সঙ্গে বৈঠক করার জন্য নির্দেশ দেন।

প্রসঙ্গত, গত ৭ বছরে তৃণমূলের সরকার রাজ্য জুড়ে নানা জনহিতকর সরকারি প্রকল্প ও পরিষেবা বৃদ্ধি পেয়েছে। তা সত্ত্বেও বিজেপি অন্যান্য দলকে পেছনে ফেলে তৃণমূলের প্রধান প্রতিপক্ষ হয়ে উঠছে। এটাই তৃণমূলের অন্দরে প্রশ্নচিহ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে।

এছাড়া বর্তমানে রাজ্যের সর্বত্র মূল তৃণমূলের সঙ্গে যুব তৃণমূলের দিন দিন দূরত্ব বাড়ছে। নব্য তৃণমূলীরা পুরনো তৃণমূলীদের সেভাবে সম্মান দিচ্ছেন না। বুথ থেকে জেলা স্তর পর্যন্ত গোষ্ঠী কোন্দলে জেরবার সংগঠন। বিধানসভার ভোটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখে ভোট হয়— 'সেই ট্র্যাডিশন পঞ্চায়েত ভোটে যদি না মেলে, তাহলে অনেক হিসাব ওলটপালট হয়ে যেতে পারে বলে অনেকেই আশা করছেন।'

## সুন্দরবনের পর্যটনের উন্নতি করতে কেন্দ্রীয় উদ্যোগ

**নিজস্ব প্রতিনিধিঃ ক্যানিং ঃ** – রাজ্য সরকার কোনও উদ্যোগ নেয়নি। দীর্ঘদিন অপেক্ষার পর শেষ পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় পর্যটন দফতর সুন্দরবনের পর্যটন ব্যবস্থার উন্নতি করতে উদ্যোগী হয়েছে। কিভাবে সেই কাজ করা যাবে জানতে মঙ্গলবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তীর কুলতলিতে একটি এক দিনের কর্মশালার অয়োজন করা হয়েছিল। পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত লোকজনকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল এদিন। সেখানে উপস্থিত পর্যটন দফতরের আঞ্চলিক অধিকর্তা সিদ্ধার্থ রঞ্জন রায়চৌধুরী রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার কথা স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন, 'সুন্দরবনে বাঙালি ছাড়াও সারা বছর প্রচুর অবাঙালি এবং বিদেশি বেড়াতে আসেন। ট্যুরিস্ট গাইডদের ভাষাগত সমস্যা একটা বড়ো সমস্যা। ইংরাজি এবং অন্য ভাষায় আমরা নিখরচায় শিক্ষা দিয়ে থাকি কেউ নিতে চাইলে আমরা দিতে পারি।

একদিনের এই কর্মশালায় সুন্দরবনের পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত লঞ্চ, ভুটভুটি মালিক, অটো, টোটো, বাস চালক, মালিকদের ডেকে পাঠানো হয়েছিল। তাঁদের কাছ থেকে নানান ধরনের সমস্যা শোনার পর সিদ্ধার্থবাবু বলেন, আমরা কাজ করার জন্য রাজ্যকে টাকা দিই। তারাই পরিকল্পনা করে।' আক্ষেপ করে তিনি এদিন জানিয়েছেন, আমি রাজ্যকে বলবো গ্রামের মানুষের কাছে সমস্যা শুনে একটি সম্পূর্ণ পরিকল্পনা করার জন্য ।

এদিকে, সুন্দরবনে পর্যটনের উন্নতি করার বিষয়ে পরিকল্পনা রচনা করতে গাফিলতির অভিযোগ প্রসঙ্গে রাজ্য পর্যটন দফতরের অধিকর্তা রজত রায় বলেছেন, 'আমরা আমাদের মতো পরিকল্পনা করে কেন্দ্রকে জমা দিয়েছে অনুমোদন এলেই কাজ শুরু হবে। তবে কবে নাগাদ হবে সেই বিষয়ে তিনি কোনও ইঙ্গিত দিতে পারেননি।

এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের প্রাক্তন সদস্য লোকমান মোল্লা,তাজ গ্রুপ হোটেলের অর্পণ সিংহ,ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্টের শিলাজিৎ ঘোষ,বাসন্তী সুকান্ত কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অরুণাভ ঘোষ সহ বিশিষ্টরা। এদিন অনুষ্ঠান শেষে এক পদযাত্রাও হয়।

## কালী পুজোয় বিচিত্রা অনুষ্ঠন

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** কালীপুজো উপলক্ষ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলি থানা আয়োজিত এক মনোজ্ঞ



অনুষ্ঠানে প্রবল ঝড় বৃষ্টির মধ্যেও বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলেন ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক পার্থসারথী ঘোষ। থানার মাঠে অনুষ্ঠানে ছিল নাটক, নাচ, গান। উপভোগ করেন গ্রাম বাসীরা। গত ২২ অক্টোবর থেকে শুরু হয় বসে আঁকো, ক্যুইজ, যেমন খুশি সাজো, যাত্রা, নাটক ও সাস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এর মধ্যে উচ্চমাধ্যমিক ও মাধ্যমিকের যে সব ছাত্র ছাত্রীরা সব চেয়ে বেশী নম্বর পেয়েছে তাদেরকে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। বিভিন্ন স্কুলের মাষ্টারদের সম্মান দেওয়া হয়। পলিউশন আইন মেনে প্রত্যেকদিন অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয় রাত ১০টায়। গ্রামবাসীদের কাছে এটা একটি বড় মাপের অনুষ্ঠান। শেষ দিনে থানার মাঠে রং বে রংএর বাজী প্রদর্শিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুস্থভাবে পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন সাব ইন্সপেক্টর প্রবীর দাস।

## ডেঙ্গুর মৃত্যু মিছিলে ম্লান দীপাবলী

**প্রথম পাতার পর**

বাসিন্দাদের বক্তব্য, নামে এটি হাবড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল হলেও, শুধুমাত্র বৃহত্তর হাবড়া, অশোকনগরের রুগীরা নয়, পার্শ্ববর্তী নদীয়া জেলার একটা বড় অংশের মানুষ এখানে চিকিৎসার জন্য আসেন। এর মধ্যে নগরউখরা, নিমতলা, হাঁপানিয়া, ঝিকরা, দিঘলগ্রাম, হরিণঘাটা, চাঁদা ইত্যাদি এলাকার রুগীরা এখানে চিকিৎসার জন্য আসেন। সম্প্রতি চাঁদার একটি স্কুল ছাত্র এই হাসপাতালে ডেঙ্গুতে মারা গেছে বলে সূত্রের খবর। এছাড়াও গোবরডাঙা, মছলন্দপুর, সংহতি, বিড়া, গুমা সহ বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ এমনকি বসিরহাট মহকুমার রুদ্রপুর, বাদুড়িয়া থেকেও বহু রুগী এখানে আসেন। স্থানীয় সাংবাদিক পাঁচুগোপাল হাজরা বলেন, 'এতদঞ্চলে হাবড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালটিই তুলনামূলক বড় হাসপাতাল। একারণে প্রত্যন্ত এলাকার বহু রুগী এখানে চিকিৎসা পরিষেবা পেতে আসেন। কিন্তু কার্যত তারা বিফল হন বহুলাংশে।' ইতিমধ্যে স্থানীয় বিজেপি এবং এস ইউ সি'র পক্ষ থেকে হাসপাতাল সুপারকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। এস ইউ সি'র অন্যতম জেলা নেতৃত্ব কানাই ঘোষ বলেন, 'হাবড়া হাসপাতালের আউটডোরের অবস্থা খুব খারাপ, ডাক্তার নেই। মনে হয় না, রাজ্যে কোনও সরকার আছে।'

তিনি আরও বলেন, স্মারকলিপি দেওয়ার পর এখানে রক্ত পরীক্ষাটা হচ্ছে। তবে তা কতদিন চালু থাকবে, নিশ্চয়তা নেই। সম্প্রতি হাবড়া পুরসভার পক্ষ থেকে একটি সহায়ক কেন্দ্র খোলা হয়েছে। সেখানে কিছু দলীয় 'সিকি' নেতাদের জোরে ঘোরা ফ্যানের তলায় বসে আড্ডায় মজে থাকতে দেখা যায়। সেখানে কিছু শয্যা ফেলে অস্থায়ী চিকিৎসার ব্যবস্থা করলে পুরসভার ভাল কাজ হত।' ইতিমধ্যে রাজ্য স্বাস্থ্য অধিকর্তা বিশ্বরঞ্জন শতপথি, স্বাস্থ্য অধিকর্তা সঙ্ঘমিত্রা ঘোষ, উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক রাঘবেশ মজুমদার সহ স্বাস্থ্য দফতরের একাধিক আধিকারিক হাবড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল পরিদর্শন করেছেন বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গিয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক স্বাস্থ্য আধিকারিক বলেন, 'ডেঙ্গু নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যে 'কিট' প্রয়োজন সরকারি হাসপাতালের ল্যাবগুলিতে তা নেই। এইসব ল্যাবগুলির পরিকাঠামো এখনও অনুন্নত। তাই বেসরকারি ল্যাবে ডেঙ্গু ধরা পড়লেও সরকারি ল্যাবে তা পড়ে না। মূলত রক্তকে চারটে ইউনিটে বিভাজন করা হয়। এই ইউনিটগুলি হল প্লাজমা, প্লেট লেট, আর বি সি ও বোন ম্যারো।

ডেঙ্গুতে রক্তের প্লেট লেটটাই প্রয়োজন। কলকাতার কয়েকটি জায়গায় এটা আছে, এনআরএস, মেডিকেল কলেজ এবং সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্ক–এ প্লেট লেট পাওয়া যাচ্ছে।' বারাসতের জনৈক সাংবাদিক অলক মিত্র বলেন, গোটা জেলা জুড়ে প্লেটলেটের জন্যে হাহাকার। উৎসবের মরশুমে এমনইতেই রক্তের অনটন থাকে। তার উপর ডেঙ্গু মহামারীর আকার নিয়েছে। অথচ কোনও ক্লাব সংগঠন বা পুজো কমিটি উৎসবের পাশাপাশি রক্তদান শিবির করল না। এই আপৎকালীন পরিস্থিতিতে যেটা অত্যন্ত জরুরি ছিল।' এসইউসি'র নেতা কানাই ঘোষ বলেন, ডেঙ্গুতে যেখানে রাজ্যে মৃত্যু মিছিল চলছে, সেখানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রেড রোডে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে শারদোৎসবের কার্নিভ্যাল করেন কি করে, এটাই বিস্ময়ের।' সাধারণ মানুষের বক্তব্য ডেঙ্গু প্রতিরোধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না পুরসভা থেকে পঞ্চায়েত। ফলে মৃত্যু মিছিল বাড়বেই।

## প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের আওতায় পড়ে না : অতীন

**প্রথম পাতার পর**

সবচেয়ে দুঃখের বিষয় পুর 'প্রাথমিক ডেঙ্গু নির্ণয় কেন্দ্রে' পরীক্ষানিরীক্ষার পরিধির মধ্যে পিসিভি বা এমসিভি টেস্ট যে আসেই না সেটা জানাই নেই পুর মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ মনিরুল মোল্লার। ডা. মোল্লার বক্তব্য, পুরসংস্থার ডেঙ্গু নির্ণয় কেন্দ্রে এই দু'টি টেস্টের ব্যবস্থা নেই। কেন নেই? প্রাক্তন পুর মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক বর্তমান পুর স্বাস্থ্য অবৈতনিক উপদেষ্টা তপন কুমার মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য, ডেঙ্গু নির্ণয়ের জন্য পিসিভি এবং এমসিভি টেস্ট গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সেটা প্রয়োজন তখনই যখন ডেঙ্গু জটিল রূপ ধারণ করে, রোগী হাসপাতালে ভর্তি থাকলে এই টেস্ট দু'টি করা খুবই প্রয়োজনীয়। পুর প্রাথমিক ডেঙ্গু নির্ণয় কেন্দ্রে এই টেস্টের ব্যবস্থাপনার কোনও প্রয়োজন নেই। প্রসঙ্গত, এই বক্তব্যের পর পুরবাসীর কাছে নিশ্চয়ই পরিষ্কার হয়ে গেল ডা. মোল্লার বক্তব্য, পিসিভি এবং এসসিভি টেস্টের যন্ত্রগুলি ক্রয়ের বিষয়ে টেন্ডার হয়ে নানা কারণে আটকে থাকার মূল কারণ কী? অতীনবাবু বলেন, পতঙ্গবাহী রোগ নিয়ন্ত্রণে ২০১৫–র পর বন্ধ থাকা 'কমিউনিটি মিটিং' কয়েকজন মেয়র পরিষদের পরামর্শে আবার শীঘ্রই চালু করা হচ্ছে। এরই সঙ্গে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে এ পর্যন্ত চালু প্রচার কার্য্যগুলি যেমন চলছে সেগুলিও চলবে।


## অভিনব ভাবনা




আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডকে ছন্দে–ছড়ায় প্রচারের এক অভিনব উদ্যোগ নিয়েছেন উত্তর চব্বিশ পরগণার বারাসতের জনৈক তৃণমূল কর্মী কৌশিক মজুমদার। Advt.


# বিয়ে রুখে পুরস্কৃত রূপজান, রফিজা

মেহেবুব গাজী, ডায়মন্ড হারবারঃ নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার কেন নাহি দিবে অধিকার,– কবিগুরু বার বার এই কথা বললেও, আমাদের সমাজ নারী কে আপন ভাগ্য জয় করার অধিকার দেয়নি। নারী নিজেই অধিকার সবসময় ছিনিয়ে নিয়েছে ঠিক যেমন ভাবে



পুরস্কারে ভূষিত হল রূপজান, রফিজারা। সঙ্গে মন্ত্রী শশী পাঁজা ও শিক্ষক চন্দন মাইতি। – নিজস্ব চিত্র

রফিজা, রূপজান, ফজিলারা নিজেদের বিয়েরুখে পড়াশুনা করার অধিকার, সমাজের মাথা উঁচু করে বাঁচার অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছে এই সমাজের কাছে থেকে। আর এই বিয়ে রুখে দেওয়া ৬ জন নাবালিকাকে কুর্নিশ জানালো রাজ্য সরকার।

মথুরাপুর কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাই স্কুলের ছাত্রী, নিজের বিয়ে রুখে দেওয়া ৬ নাবালিকা স্কুলপড়ুয়াকে সংবর্ধিত করল রাজ্য মহিলা কমিশন। মঙ্গলবার জলসম্পদ ভবনের অডিটোরিয়ামে বাল্য বিবাহ একটি সামাজিক অসুখ' সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেই অনুষ্ঠানে নাবালিকাদের হাতে স্মারক ও চেক তুলে দেন রাজ্যের শিশু, নারী কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী শশী পাঁজা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য মহিলা কমিশনের সভানেত্রী লীনা গাঙ্গুলি, শিশু, নারী কল্যাণ দপ্তরের প্রধান সচিব রোশনী সেন, পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের সভানেত্রী অনন্যা চক্রবর্তী, বাচিক শিল্পী উর্মিমালা বসু ও অধ্যাপিকা ও কবি মন্দার মুখার্জী–সহ কমিশনের অন্যান্য সদস্যারা। বিয়ে রোখা নাবালিকা মথুরাপুর কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাইস্কুলের ছাত্রী রফিজা পাইক, রূপজান ঘরামি, মুর্শিদাবাদের ফজিলা খাতুন, সঙ্গীতা বিশ্বাস, বিলকিস খাতুন, রীতা দাসরা তাদের ভয়ংকর অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন শ্রোতাদের কাছে।

মথুরাপুর কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক চন্দন কুমার মাইতির প্রেরণাতেই ছাত্রী রূপজান, রফিকার মতো মেয়েরা সাহসিকতা দেখিয়েছিল। সেই চন্দন বাবু বলেন, বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রশেখর উপন্যাসে বলেছিলেন বাল্য প্রেমে অভিসম্পাত আছে, আর আমি মনে করি বাল্যবিবাহে অভিসম্পাত বাল্য প্রেমের চেয়েও বেশি। তিনি আরো বলেন সমাজ থেকে এই বাল্যবিবাহর মতো ব্যাধি যদি সম্পূর্ণ রূপে দূর করা যায়, তবেই হয়তো সুকান্ত ভট্টাচার্যের ভাষায়ে বলতে পারবো এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি...। নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।

উল্লেখ্য চন্দনবাবু গত বছরের নভেম্বরে আলিপুর বার্তা সম্মানে ভূষিত হন। এদিনের সেমিনারে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, আজকের যাদের সংবর্ধনা দেওয়া হল তাদেরকে আমি অগ্নিকন্যা বলে সম্বোধন করব। আমি ব্যাক্তিগত ভাবে ওদেরকে কুর্নিশ জানাই। কি কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে ওরা এই অসাধ্য সাধন করেছে তা আমি অনুভব করি। বাল্য বিবাহ রোধে আইন আছে। কিন্তু সেই আইন প্রণয়ন করার ক্ষেত্রে সমাজের সর্বস্তরের সহযোগিতা দরকার। এই রাজ্যে সেই কাজে সবার সহযোগিতা আমরা পাচ্ছি। জেলা থেকে ব্লকস্তর পর্যন্ত সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অফিসার আছেন। পাশাপাশি আমরা পাড়া কমিটি গড়তে চাইছি। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আমাদের পাশে রয়েছে। আজকের নাবালিকাদের কথাতে স্পষ্ট স্কুলেরও বড় ভূমিকা আছে।' স্কুলের শিক্ষকরা যেভাবে তাদেরকে সাহস দিয়েছেন তার আর বলার অপেক্ষা রাখে না। বাল্য বিবাহ রোধে মুখ্যমন্ত্রীর কন্যাশ্রী প্রকল্পের সার্থকতা তুলে ধরে শশী পাঁজা বলেন, কন্যাশ্রী শুধু কোনও প্রকল্প নয়। এটা একটা সামাজিক আন্দোলনের মতো। এই প্রকল্পের সুফল পৌঁছে দিতে মেয়েদের এগিয়ে আসতে হবে। কম বয়সে বিয়ের নানান খারাপ দিক তুলে ধরতে হবে। এই বিয়ের আড়ালে শিশু শ্রমিক ও পাচারের ঘটনাও ঘটছে। সবমিলিয়ে বাল্য বিবাহের মত কুব্যাধি সমাজ থেকে বিচ্ছন্ন করতে হবে। সচিব রোশনি সেন বলেন, এখন রাজ্যে ৪১ লক্ষ ছাত্রী কন্যাশ্রী প্রকল্পভুক্ত। আগামী দিনে এই প্রকল্প নিয়ে শিক্ষকদেরও মতামত নেওয়া হবে। এই ভাবে সব নাবালিকারা যদি বিবাহ রোধে এগিয়ে আসে এবং কন্যাশ্রী প্রকল্পের সুফল নিজেদের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিতে পারে সমাজের তবেই মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প সার্থক লাভ করবে। তবে এট একটা প্রকল্প হিসাবে না নিয়ে এটাকে আন্দোলনের মাধ্যমে এগোতে হবে।

সব মিলিয়ে বাল্যবিবাহের মতো অভিশাপ গুলো সমাজ থেকে দূর করে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বপ্নকে সার্থক করে তুলতে হবে।

আমাদের প্রতিনিধি ● ডায়মন্ডহারবার ও কাকদ্বীপ : মেহেবুব গাজী– ৭৪০৭০৩৮৮৮৩/ বারুইপুর : অভিজিৎ ঘোষদস্তিদার –৯৭৪৮১২৫৭০০/ ক্যানিং : সুভাষ চন্দ্র দাশ –৮৫৩৭০৪৫২৯৫

# মহানগরে

## হেরিটেজ ১৭৪টি ভবন

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** পশ্চিম বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে ভারতবর্ষ গর্বিত। রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রচার ও সংরক্ষণের জন্য নিরলস চেষ্টা চালাচ্ছে এবং বাংলার কর্মসূচি ও সাফল্য সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য নানা মাধ্যমে জনসমক্ষে তুলে ধরছে। তারই অঙ্গ হিসেবে বাংলার সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বেহালার সত্যেন রায় রোড স্থিত 'পশ্চিমবঙ্গ হেরিটেজ কমিশন' ইতিমধ্যে রাজ্যের সর্বমোট ১৭৪টি ঐতিহ্যবাহী ভবন ও স্থানকে রাজ্য হেরিটেজ হিসাবে চিহ্নিত করেছে। প্রসঙ্গত, এই হেরিটেজ কমিশনের অন্যতম সদস্য হলেন মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায় ও সচিব উমাপদ চট্টোপাধ্যায়।

## ডিজিটাল রেশন কার্ড : খাদ্যমন্ত্রীর দাবি বাস্তবে অমিল

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** কলকাতা পুর কর্তৃপক্ষের হিসাবে কলকাতা মহানগরীর (ওয়ার্ড নম্বর ১–১৪৪) মোট জনসংখ্যা কমবেশি ৪৫ লক্ষ। রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় বাবুর হিসাবে খাদ্যসাথী প্রকল্পে কলকাতায় প্রায় ৩১ লক্ষ রেশন গ্রাহককে ডিজিটাল রেশন কার্ড দেওয়া হয়ে গিয়েছে।

খাদ্যসাথী প্রকল্পের বাকি প্রায় ২.২৬ লক্ষ ডিজিটাল রেশন কার্ড আগামী ২১ অক্টোবরের মধ্যে গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী বলছেন কলকাতা মহানগরীতে ডিজিটাল রেশন কার্ড বিলিবন্টন অন্তিম পর্যায়ে। অথচ, কলকাতার প্রায় সমস্ত রেশন ডিলারদের বক্তব্য, তাদের দোকানে পুরাতন কাগজের কার্ডের তিন ভাগের একভাগ কার্ডও ডিজিটাল হয়ে ফিরে আসেনি।

আর কলকাতার বরো অফিসগুলির ডিজিটাল রেশন কার্ড বিলিবন্টন সেন্টারে গিয়ে দেখা যায়, বড়ো মাপের একাধিক কার্টুনের মধ্যে রাশি রাশি ডিজিটাল ভরা পড়ে রয়েছে। আর রেশন কার্ড গ্রাহকরা ডিজিটাল কার্ড পাওয়ার জন্য জমা করা ফর্মের কাউন্টার পার্টটি কার্ড বিলির কাজে নিযুক্ত কর্মীদের দেখালে তারা একাধিক খাতাপত্র ঘেঁটে তাদের খাতায় ছাপানো নাম, বাবার নাম বা স্বামীর নাম, ঠিকানা ইত্যাদির সঙ্গে ফর্মের কাউন্টার পার্টের নাম, ঠিকানার মধ্যে সাদৃশ্য না হওয়ায় তারা ওই কাউন্টার পার্টে কালো কালিতে 'নট ফাউন্ড' লিখে অধিকাংশকে ফেরত পাঠিয়ে নতুন করে 'ফর্ম ফিলাপ' করে রেশন অফিসে জমা করার কথা জানাচ্ছেন।

আর রাশি রাশি ডিজিটাল কার্ড দিনদিন কার্টুনের জমা হয়ে পড়েই থাকছে। আর নগরবাসী ডিজিটাল কার্ডের জন্য একবার রেশন অফিস, একবার পুরসংস্থার বরো অফিসে ছুটে বেড়াচ্ছে।

শারদীয়া ফেসবুক পরিবার ভাইফোঁটা উৎসব পালন করল ২২ অক্টোবর রবিবার রাসবিহারীর দেশপ্রাণ শাসমল পার্কে। ছোট ছোট ভাইদের কপালে চন্দনের ফোঁটা লাগিয়ে নজর টিকা দিয়ে নজর মুক্ত করলেন শারদীয়ার দিদিরা। আর ছোট ছোট বোনেরা ফোঁটা দিল শারদীয়ার দাদাদের। সঙ্গে ছিল মিষ্টিমুখ।

## রাজ্যে উচ্চশিক্ষায় গত ছ'বছরে এযাবৎকালের সেরা সাফল্য

**বরুণ মণ্ডল, কলকাতা:** পশ্চিমবঙ্গে শেষ ছ'বছর তৃণমূল সুপ্রিমো মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মা–মাটি–মানুষের সরকারের জন্য রাজ্যে সুহানা সফর চলছে। উৎকর্ষ আর উন্নতির ইচ্ছাকে পাথেয় করে অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলেছে বাংলাবাসী। তার সামান্যতম আরেকটি দৃষ্টান্ত হল 'উচ্চশিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জৈব প্রযুক্তি'। উচ্চশিক্ষার বিকাশে ২০১১–র মে থেকে ২০১৭–র মে পর্যন্ত সময়কালে অভাবনীয় উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১১–এ এই বিভাগে সর্বমোট নথিভুক্ত শিক্ষার্থী বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৯,৫২,৬৯৬ জনে (ছাত্র ১০,২৮,৬৭৭ জন এবং ছাত্রী ৯,২৪,০১৯ জন)। ২০১০–'১১ ও ২০১৬–'১৭ এই দুই শিক্ষাবর্ষে এই বিভাগে মোট নথিভুক্ত শিক্ষার্থীর অনুপাত ১২.৬ : ১৭.৯। গত ছ'বছরে ১৬টি নয়া বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। সাতটি সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত এবং ন'টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। সবকটিই চালু হয়ে গিয়েছে। ষোড়শ বিশ্ববিদ্যালয়টি (নবম বেসরকারি) অর্থাৎ কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ২০১৭–র জুলাই থেকে পঠনপাঠন শুরু হয়েছে। দ্বিতীয় ধাপে ৩১টি নতুন সরকারি মহাবিদ্যালয় এবং ১৬টি সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। সবক'টিই চালু হয়ে গিয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়ণগড়ে গত বছর ,কটি নতুন মহাবিদ্যালয় অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। শীঘ্রই এখানেও পঠনপাঠনের কাজ শুরুর প্রচেষ্টা চলছে। উচ্চশিক্ষার বিপুল বিস্তারের কারণে রাজ্যের মোট নথিভুক্তির অনুপাত বিস্ময়করভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত ছ'বছরে রাজ্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে ৪,৫৫,৬৭৭টি নতুন আসন যুক্ত হয়েছে। উচ্চশিক্ষা দফতরের পরিকল্পনা ব্যয় বরাদ্দের অধীনে বাৎসরিক ব্যয় ২০১০–'১১ শিক্ষাবর্ষে ১১১.৭৪ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬–'১৭ শিক্ষাবর্ষে ৪৬৫ কোটি টাকায় এসে দাঁড়িয়েছে। পাঁচ বছরে ৪০০ শতাংশের অধিক বৃদ্ধি ঘটেছে। সরকারি, সরকারি অর্থে পরিচালিত মহাবিদ্যালয় ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বমোট ২৮১৬টি শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। রাজ্যের লোক সেবা আয়োগ এবং কলেজ সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে মোট ৫৯৩১ জন সহ অধ্যাপক নিয়োগ করা হয়েছে, এর ফলে সরকারি অর্থে পরিচালিত মহাবিদ্যালয়গুলিতে উল্লেখযোগ্যভাবে শিক্ষার মানোন্নয়ন ঘটেছে। পশ্চিমবঙ্গ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'ভর্তিতে সংরক্ষণ আইন–২০১৩' প্রণীত হয়েছে 'অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি'র (ওবিসি) জন্য ১৭ শতাংশ সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক করার উদ্দেশ্য (তফসিলি জাতির জন্য ২২ শতাংশ এবং তফসিলি উপজাতির জন্য ছ'শতাংশ সংরক্ষণ ব্যতীত)। ২০১৫–'১৬ অর্থবর্ষে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের পাঠ্যক্রমে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির (ওবিসি) ছাত্রছাত্রী ভর্তির সংখ্যা ছিল ৯৯,৩১০ জন। রাজ্যের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটানা উন্নয়ন যে ঘটছে, তার প্রমাণ ২৭৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (মে, ২০১৭) 'বিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন' (ইউজিসি) ও 'জাতীয় মূল্যায়ন ও স্বীকৃতিদান পরিষদে'র (ন্যাক) স্বীকৃতি অর্জনে সমর্থ হয়েছে। যেখানে ৯৫টি প্রতিষ্ঠান ন্যাকে'র পরিদর্শনের অপেক্ষায় আছে, যেগুলির মূল্যায়ন শীঘ্রই হবে এবং আশা করা যায় তারাও ন্যাকে'র স্বীকৃতি অর্জন করবে। উচ্চশিক্ষায় ইন্টারনেট ব্যবস্থার সুবিধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে সরকারি অনুদান প্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি ও সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত মহাবিদ্যালয়গুলিতে ২২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭৩২টি 'ভার্চুয়াল' অত্যাধুনিক ব্যবস্থাসমৃদ্ধ শ্রেণিকক্ষ গড়ে তোলা হয়েছে। প্রতিটি সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'ই–শিক্ষা'র জন্য বিশেষ পরিসর রাখা হয়েছে, যেখানে কাজের নির্দিষ্ট সময়ে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপক–অধ্যাপিকা ইন্টারনেট–ওয়াইফাই–এর সুবিধা পেতে পারেন। বেশ কয়েকটি বিশ্ব বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় তাদের গোটা চত্বর জুড়ে ওয়াইফাই সংযোগ ব্যবস্থা চালু করেছে। ২০১৫–'১৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকারি ও সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত উচ্চশিক্ষা স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের পাঠ্যক্রমে অনলাইন ভর্তির ক্ষেত্রে অধিকতর স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতা আনার লক্ষ্যে একটি ব্যাপক 'ই–প্রশাসনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর ফরে প্রতিবছর রাজ্যজুড়ে আট লক্ষের বেশি আবেদনকারী উপকৃত হচ্ছেন। যদিও সরকারি এই ঘোষণাকে অসত্য বলে জানাচ্ছে যথেষ্ট সংখ্যক আবেদনকারী। এখানেও অর্থের লেনদেন চলছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া অংশের মেধাবী পড়ুয়াদের যথার্থ সহায়তা দিতে 'স্বামী বিবেকানন্দ মেধা–তথা–সংস্থান বৃত্তি প্রকল্পে'র বাজেটে অর্থ বরাদ্দ ২০১৫–'১৬ অর্থবর্ষে ৪৫ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০১৬–'১৭ অর্থবর্ষে ২০০ কোটি টাকা করা হয়েছে। এর ফলে প্রযুক্তি, ডাক্তারি, কারিগরি ও সাধারণ স্নাতক স্তরের পাঠ্যক্রমে ছাত্রবৃত্তির পরিমাণ যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনই উপকৃতের সংখ্যাও বেড়েছে।

প্রসঙ্গত, ২০১৬–'১৭ অর্থবর্ষে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে মোট ৭৩,৭৪৪ জন পড়ুয়া এই বৃত্তির সুযোগ লাভ করেছে। মহাবিদ্যালয়গুলিতে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার 'শিক্ষারত্ন সম্মান' প্রবর্তন করেছে। যেখানে 'শিক্ষক দিবসে' উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট কৃতী শিক্ষকদের গণসংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুমোদিত ৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয় পুরুলিয়া সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। অনুমোদিত ৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে ডায়মন্ড হারবারে রাজ্যের একমাত্র মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে।

## জগদ্ধাত্রী পুজোয় দেশ বিদেশের কারুকার্য

**মলয় সুর :** চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো শুরু হয়েছে। মাঝে মধ্যে বৃষ্টি মণ্ডপ তৈরির কাজে বাধার সৃষ্টি করেছিল ঠিকই। কিন্তু কয়েকদিন আগে সকাল থেকে সারা দিনই ছিলে আকাশ পরিষ্কার ও ঝলমলে রোদ। এবারে পুজো মণ্ডপের থিম, আলোর জাদু আর শোভাযাত্রার আয়োজন নিয়ে এখন রীতিমতো তুঙ্গে নগরবাসী। কোথাও নেপালের প্যাগোডা, স্বপ্নপুরীর দেশ, আদিবাসীদের মন্দির, দক্ষিণ আফ্রিকার জুলু উপজাতিদের গ্রাম, বাংলা আমার মা, জগদ্ধাত্রী পুজোর মণ্ডপ দিয়ে সেজে উঠেছে চন্দননগরে। জগদ্ধাত্রীপুজোর সঙ্গে চন্দননগর শহরের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। আর এই শহরে দুর্গাপুজো শুরু হওয়ার আগে থেকেই বহু মণ্ডপে জগদ্ধাত্রী পুজোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। চন্দননগর কেন্দ্রীয় জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির নথিভুক্ত বারোয়ারি পুজোর সংখ্যা এবারে ১৬১টি। তবে এর বাইরে ও ২৫০ টির মতো বারোয়ারি পুজো আছে। এবারে ১১টি জুবিলি উৎসব রয়েছে তবে চন্দননগরের জগদ্ধাত্রীপুজোতে এ শহরে উপস্থিত হয় লাখ লাখ মানুষ। সেক্ষেত্রে পুজো প্রকৃত অর্থেই হয়ে ওঠে সর্বজনীন। এরই সঙ্গে সমান তালে চলছে পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে বারোয়ারি কর্মকর্তাদের দফায় দফায় মিটিং। প্রশাসনও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরখ করে নিচ্ছে বারোয়ারির অগ্নি নির্বাপনণ ব্যবস্থাসহ একাধিক বিষয়। এবারে ৭৯টি বারোয়ারির শোভাযাত্রা বের হবে। এর জন্য লরি থাকছে ২৬৯টি। বিভিন্ন জায়গা থেকে পুলিশ ফোর্স আসছে। প্রসঙ্গত, কলকাতার মতো এখানেও পুলিশের গাইড ম্যাপ প্রকাশিত হয়।

### কলপুকুর ধার

চন্দননগর স্টেশনের পশ্চিমদিকে কলপুকুর ধার পুজো মণ্ডপ রয়েছে। এ বছর ৫১ বর্ষ উদযাপন করছে। এবারের থিম নেপাল ও ভুটানের অনুকরণে প্যাগোডা মন্দির। মণ্ডপের উচ্চতা ৫০ ফুট। পুজো কমিটির সাধারণ সম্পাদক শঙ্কর বোস ও রঞ্জিত কাহার জানালেন, পুরো মণ্ডপ গরুর পাখি, ড্রাগন এবং বিভিন্ন কারুকার্য দিয়ে সেজে উঠছে। এখানে থিম পরিকল্পনার শিল্পী সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও অঙ্কিতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মণ্ডপের সঙ্গে সুসামঞ্জস্য রেখে আলোর পরিবেশটি আলো ছায়া থাকছে। মণ্ডপে প্রবেশের মুখে উঁচুতে রয়েছে বিরাট গরুর পাখি। তার ডানা গুলি ১৫ ফুট লম্বা। মুখটির ওজন ৫০ কেজি, ফাইবার ও লোহা দিয়ে তৈরি হয়েছে। এখানে প্রতিমার শোলার সাজসজ্জা সোনালি রঙের। কমিটির কোষাধ্যক্ষ সুকান্ত সোম বলেন, গত বছর সুবর্ণ জয়ন্তীতে এই বারোয়ারি ২১টি সেরার সেরা পুরস্কার পায়। যা এখনও পর্যন্ত চন্দননগরে রেকর্ড। এ বছর শোভাযাত্রা বের হচ্ছে না। এখানে উদ্বোধন করেন সমাজসেবী তথা কলকাতার 'অবসর' পুজো মণ্ডপের সর্বময় কর্তা শ্যামল দাস নাগ।

### গোন্দলপাড়া এ সি চ্যাটার্জি লেন

এই পুজো কমিটি এবার ৭৫ বছরে পদার্পণ করল। চতুর্থীতে এই পুজোর উদ্বোধন করেন লোকসঙ্গীত শিল্পী মনসুর ফকির এবং পর্যটনমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চন্দননগরের মেয়র রাম চক্রবর্তী ও নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের নরেন্দ্রনন্দজি মহারাজ। পুজো কমিটির অন্যতম কর্মকর্তা অমিতাভ মুখার্জি বলেন, এবার তাঁদের মণ্ডপের থিম দক্ষিণ আফ্রিকার জুলু উপজাতি সম্প্রদায়কে নিয়ে। মণ্ডপে দর্শনার্থীরা প্রবেশ করলে জুলু উপজাতি গ্রামের দৃশ্য উপভোগ করবেন। বাঁশ, তালপাতা, খড়, পেপার পাল্প দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মণ্ডপ। মণ্ডপের ভিতর থাকছে অষ্টচরণ ষোল হাঁটু অর্থাৎ বিশালাকৃতির একটি মাকড়সা। এছাড়া জুলু উপজাতির বিভিন্ন ব্যবহৃত জিনিস। নিপুণ হাতে শিল্পকর্ম ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। যা না দেখলে অবিশ্বাস্য। এই মণ্ডপসজ্জা দর্শকদের অবশ্যই নজর কাড়বে।

### অরবিন্দ সংঘ

চন্দননগর জিটি রোডের কাছেই এই বারাসতের অরবিন্দ সঙ্ঘের বারোয়ারির জগদ্ধাত্রী পুজো অনুষ্ঠিত হয়। পুজো কমিটির সাধারণ সম্পাদক নীলেশ পাণ্ডে ও প্রতীক সান্যাল বলেন, তাঁরা এবার ৫০ বর্ষ পূর্তি, উৎসব পালন করছেন। মণ্ডপের থিম কারুকার্য মণ্ডপের উপর রবি ঠাকুরের অভূতপূর্ব ছবি দেখা যাবে। কাঁচা বাঁশ কেটে সেই বাঁশের টুকরো দিয়ে নানান নকশা ও কারুকার্যে সাজানো হয়েছে এই মণ্ডপ। এছাড়া রয়েছে রং তুলির কারুকার্য। প্লাইউডের প্লেটের ওপরে শোলার সাজে সাজানো হয়েছে প্রতিমার চালচিত্র।

## চন্দননগর

এই সাজ চন্দননগরে প্রথম রবিবার (২২ অক্টোবর) এদিনই আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী ও রাজ্যের কৃষি বিপনণ মন্ত্রী তপন দাশগুপ্ত। চন্দননগরের মেয়র রাম চক্রবর্তী সহ অন্যরা। সোমবার উপস্থিত ছিলেন অভিনেত্রী ঝিলিক (শ্রীতমা ভট্টাচার্য)। এখানে প্রতিদিন থাকছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এবারে বাজেট ধার্য হয়েছে ৯ লাখ। মণ্ডপ শিল্পী সুরজিৎ পাল। কমিটির অন্যতম সদস্য স্নেহ মণ্ডল বলেন, দশমীতে শোকাযাত্রায় জাঁক জমক আলোকসজ্জায় থাকছে গ্রাম্য পরিবেশ।

### বড়বাজার

এবারে বড়বাজার পুজো কমিটির থিম কাল্পনিক বিরাট শিবমন্দির। মণ্ডপের ভিতর চারদিকে ডুকডুকি, ত্রিশূল, সাপ দেখা যাবে। এছাড়া মণ্ডপের দু'ধারে সমুদ্র মন্থনের দৃশ্য রয়েছে। মূল মণ্ডপের প্রবেশের মুখেই খড়ের ঘর থাকছে। সেখানে তালপাতা দিয়ে তৈরি মডেল বাউলরা একতারা হাতে রয়েছে। সেখানেই শিবের প্রধান বাহন নন্দী (ষাঁড়)। বসে আছে। মণ্ডপের মূল ভাবনায় থাকছে এপার–ওপার বাংলা নজরকাড়া মেলবন্ধনের শিল্পকর্ম দিয়ে মণ্ডপ। বাংলা আমার মা' মূল শ্লোগান। এবারে বাজেট ২৫ লাখ। দশমীতে শোভাযাত্রায় আলোকের কারিকুরিতে থাকছে 'বানজারা'। তাঁদের রাস্তাঘাটে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় মাদারি খেলার চিত্র।

### সুরের পুকুর

প্রতিবারেই এই পুজো মণ্ডপটি নতুনত্ব লক্ষ্য করা যায়। এবারে এদের থিম 'স্বপ্নপরীর দেশে'। থিম ভাবনায় পূর্ব মেদিনীপুরের শিল্পী নারায়ণ মণ্ডল। মণ্ডপের ভিতর প্রজাপতি, পরী তিন ধরনের পদ্ম ফুল, নীল, সাদা, পিঙ্ক রঙের। এছাড়া পুঁতি কুলানো, বিভিন্ন কাগজের ফুল থাকছে। সংগঠন কমিটির সভাপতি স্বপন পাল বলেন, এবারে ২৯ বর্ষে পদার্পণ করছে। এবারে বাজেট ৯ লাখ। দর্শনার্থীদের কাছে এই মণ্ডপটি বেশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে বলে তিনি জানালেন। মানুষের ঘুমের স্বপ্নের পরিবেশটি সম্পূর্ণ তুলে ধরা হয়েছে। মণ্ডপের বাইরে বিরাট বড় পক্ষীরাজ ঘোড়া রয়েছে। ২০ ফুটের উড়ন্ত ময়ূর। থাকছে বিভিন্ন মডেলের পরী আকাশ থেকে নেমে আসছে মর্তে। মণ্ডপের সামনেই সিঁড়িতে অসংখ্য গ্লোব। প্রজাপতি রয়েছে। মণ্ডপের ভিতর প্রতিমাকে ভাসমান পরীর আকারে দর্শনার্থীরা দেখবেন। মণ্ডপের ভিতর সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা থাকার জন্য এসি কুলার বসানো হয়েছে। আরামে দর্শনার্থীরা প্রতিমা দেখে উপভোগ করবেন। সংগঠন কমিটির অন্যতম সদস্য গদাই ব্যানার্জি বলেন, এবারে শোভাযাত্রা বের হবে না। পুজো মণ্ডপের সামনেই পুকুর থাকার কারণে আলোকসজ্জার বাহার সেখানে দেখতে পাওয়া যাবে সামনেই ব্রিজ দিয়ে দশনার্থীরা এসে মণ্ডপের প্রবেশ করবেন।

### উত্তরাঞ্চল বিবির হাট

এবারে উত্তরাঞ্চল বিবির হাট পুজো মণ্ডপের থিম আদিবাসীদের মন্দির। পুজো কমিটির সভাপতি সূর্যকান্তি দাস বলেন, কাল্পনিক আদিবাসীদের মন্দির ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মন্দিরে ভিতর প্রবেশে প্রথমেই দর্শনার্থীরা সাঁওতালদের দেবীকে দর্শন করবেন। এছাড়া পুরো মণ্ডপটি প্রচুর বাঁশ, হাঁড়ি, মাছ, কড়ি, মূর্তি মানত স্থলে (মাঝখানে) রয়েছে। তাঁদের মাঙ্গলিক মেটে সিঁদুর রয়েছে। উত্তর সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ পালন করছেন এই পুজো কমিটি। এবারে বাজেট ১৫ লাখ টাকা। দশমীতে শোভাযাত্রা আলোক সজ্জায় স্বপ্নের 'রাজকন্যা' দেখতে পাওয়া যাবে।

### রাজ্যের মন্ত্রী তপন দাশগুপ্তের পুজো

চিনসুরা ওয়েল ফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের জগদ্ধাত্রী পুজো এবার রজত জয়ন্তীবর্ষ উৎসব পালিত হচ্ছে। এই পুজোর মূল উদ্যোক্তা রাজ্যের কৃষি বিপনণ মন্ত্রী তপন দাশগুপ্ত। ২৫ বছর আগে ১৯৯৩ সালে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে এই পুজোর সূচনা হয়। সোমবার চতুর্থীর দিন এই পুজোর উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপো সর্বভারতীয় তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এরই পাশাপাশি প্রতিদিনই উপস্থিত থাকবেন মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, অরূপ বিশ্বাস, ইন্দ্রনীল সেন, অসীমা পাত্র। এছাড়া বলিউড ও টলিউডের খ্যাতনামা তারকারা। এবারে তাঁদের মণ্ডপ সজ্জার থিম মহাদেবের মর্ত্যযাত্রা। তপনবাবু জানান, সম্পূর্ণ মণ্ডপটি ফাইবারের উপকরণ দিয়ে তৈরি হয়েছে। মণ্ডপের প্রবেশদ্বারে রয়েছে ৪০ ফুটের শিবের মূর্তি। তার নিচ দিয়ে মূল মণ্ডপে প্রবেশ করবেন দর্শনার্থীরা। একনিষ্ঠ কর্মকর্তা মিলন শীল বলেন, মণ্ডপের ভিতরে দেওয়ালে বিভিন্ন হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি বসানো হয়েছে। প্রতিবছর নবমীতে তপনবাবু নিয়ে পুজোয় বসেন। হোম, চালকুমড়ো বলি করেন নিজে হাতে। প্রতি বছরের মতো এবারেও মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে মায়ের নবমীর ভোগ পাঠানো হবে। এ বছর নবমীর দিন প্রায় কুড়ি হাজারের মতো মানুষ ভোগ প্রসাদ খাবেন তাঁদের আশা রয়েছে।

## চাউলপট্টির জগদ্ধাত্রী

**নিজস্ব সংবাদদাতা:** সময়টা তখন আনুমানিক ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দ। ইংরেজরা তখনও ভারতে তাদের আধিপত্য স্থাপন করে ওঠেনি। ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র বিদেশি ঔপনিবেশিক শক্তি যেমন ফরাসী, ডাচ বা ওলন্দাজ অথবা পর্তুগীজরা ভারতের বিভিন্ন অংশে আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। বাংলার চন্দননগরে তখন ফরাসীদের রাজত্ব। এই ফরাসী সাম্রাজ্যের দেওয়ান জমিদার ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী স্বপ্নাদেশে স্থানীয় মাঝের ঘাটের নিকটে মা জগদ্ধাত্রীর পুজা শুরু করেন। এই পুজার নাম চন্দননগর চাউলপট্টি জগদ্ধাত্রী পুজা। পুজা কমিটিসূত্রে জানা যায় চন্দনগরের সবচেয়ে আদি ও সাবেকি বারোয়ারী পুজা এটি। তাই এই পুজা 'আদি মা' নামেও পরিচিত। এই পুজার আনুমাণিক বয়স প্রায় ৩৫২ বছর। প্রতিমার উচ্চতা প্রায় ২২ ফুট। প্রতিমার গায়ের রং বাসন্তী বা হলুদ ও বাহন সিংহের গায়ের রঙ সাদা। পুজা চলাকালীন ব্রাহ্মণ ভোজন, ভোগ বিতরণ ও কাঙালি ভোজন হয়। এই পুজার বৈশিষ্ট্য হল পুজার সব আয়োজন থেকে শুরু করে প্রতিমা বরণ সব কিছু মহিলাদের পরিবর্তে পুরুষরাই করে থাকেন। পুজা চলাকালীন মূল মন্দিরে মহিলাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। স্থানীয় মাঝের ঘাটে 'আদি মা' র বিসর্জন হয় বলে অন্য কোন জগদ্ধাত্রী প্রতিমার বিসর্জন দেওয়া হয় না। সত্যনারায়ন পুজার আগের দিন পুজার কাঠামো তোলা হয়। বিসর্জনের দিন প্রতিমাসহ পথ পরিক্রমা বাধ্যতামূলক। পুজার চারদিন এখানে বিশাল মেলা বসে। ষষ্ঠীর দিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। এছাড়া, প্রতি পূর্ণিমাতে জগদ্ধাত্রী প্রতিমার ছবি ও কাঠামো সামনে রেখে মন্দিরে পুজা করা হয়।

## মহিলাদের জগদ্ধাত্রী পুরশ্রী

**বিশেষ সংবাদদাতা :** চন্দননগরে একমাত্র মহিলা দ্বারা পরিচালিত জগদ্ধাত্রী পুজো পুরশ্রী জগদ্ধাত্রী পুজো চতুর্থ বছরে পা দিল। পুজো কমিটির সভাপতি শিউলি রায় ও সম্পাদিকা উমা চক্রবর্তী জানালেন, গত কয়েক বছর তারা সেরা পুরস্কার লাভ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে সংকল্প পুরস্কার পেয়েছেন। এবারের বাজেট ২ লক্ষ টাকা। জয়দেব সিনহা এবারের পুজো উদ্বোধন করেন।

## দ্বিতীয় চন্দননগর অশোকনগর

**অরিন্দম রায়চৌধুরী:** রাজ্যে জগদ্ধাত্রী পুজোয় সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে সেরার সম্মান দখল করে রেখেছে নিঃসন্দেহে হুগলি জেলার চন্দননগর। কিন্তু তার পাশাপাশি উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার অশোকনগর–কল্যাণগড়ের জগদ্ধাত্রী পুজোও রীতিমতো প্রশংসার দাবি রাখে। এ কারণে অনেকেই এখানকার জগদ্ধাত্রী পুজোকে দ্বিতীয় চন্দননগর বলে থাকেন। শুধু কল্যাণগড়ের মধ্যেই পুজো হয় বাইশটি। আর এটা প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটারের ভিতরে। এখানের অন্যতম প্রাচীন পুজো দুটি হল, কল্যাণগড় নটুপাড়ার পুজো এবং কল্যাণগড় বাজারের নেতাজি বাগের পুজো। এছাড়াও এবছরে রজত জয়ন্তী বর্ষে পদার্পণ করল শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ সেবা সমিতির পুজো। আবার তেমনই দেবী নগর অধিবাসীবৃন্দের পুজো বিগত বছরগুলির মত এবারও জমজমাট বলে জানালেন পুজো কমিটির অন্যতম উদ্যোক্তা তথা সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর সঞ্জয় রাহা। সার্বজনীন পুজো ছাড়াও এখানে প্রায় তিন–চারটে পারিবারিক পুজো হয়ে থাকে। এর মধ্যে নালন্দার পাঠকবাড়ির পুজো এবার ৯৬ বছরে পড়ল বলে জানালেন এই পরিবারের বাপি পাঠক।

দুর্গাপুজো, কালী পুজোর মতো জগদ্ধাত্রী পুজোতেও স্থানীয় অশোকনগর–কল্যাণগড় পুরসভা সেরা পুজোর পুরস্কার দিয়ে থাকে। প্রতিমা, মণ্ডপ ও আলো সহ মহিলা পরিচালিত পুজোর পুরস্কার দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বিষয় হল, এই স্বল্প পরিসরের মধ্যে এতগুলো পুজো হওয়া সত্ত্বেও বিগত বছরগুলিতে কখনও শান্তিশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়নি। সেই ঐতিহ্য এবারেও বজায় থাকবে দাবি করেন অশোকনগর–কল্যাণগড় পুরসভার পুরপ্রধান প্রবোধ সরকার সহ অশোকনগর থানার পুলিশ প্রশাসন। প্রতিটি পুজো মণ্ডপে অনেকটা করে জায়গা থাকার কারণে একটি করে পৃথক মঞ্চ তৈরি হয় পুজোর কদিন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্যে। এবারে জগদ্ধাত্রী পুজোর অনুমোদন রবিবার থেকে বুধবার পর্যন্ত চারদিন। এই পুজোর বিচারক মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য পাঁচুগোপাল হাজরা জানান, পুলিশের পাশাপাশি সবকটি পুজো কমিটি নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা বিষয়ে সচেতন থাকে।

# মাঙ্গলিকী

## ‘ত্রিকাল’ সাহিত্য সন্ধ্যা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** প্রতি মাসের মতোই ‘ত্রিকাল’ সাহিত্য পত্রিকার মাসিক সাহিত্যসভা যথারীতি সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় শনিবার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হলো পি–৭৮, লেক রোডের সেন বাড়িতে। তবে এবারের সাহিত্য সভার বিশেষত্ব হলো ওই সন্ধ্যায় প্রকাশিত হলো ‘ত্রিকাল’–এর শারদ সংখ্যা পত্রিকা। উদ্বোধন করেন পি সি সেন–এর সহধর্মিনী তথা বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক কৃষ্ণা সেন, বিশিষ্ট ই. এন. টি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ প্রণব দত্ত, সাহিত্যিক মোহিত গুপ্ত ও আকাশবাণীর প্রাক্তন ঘোষিকা বিশিষ্ট বাচিকশিল্পী মৈত্রেয়ী চৌধুরীসহ পত্রিকার সম্পাদক বিশ্বেশ্বর রায় প্রমুখ।

সভার প্রারম্ভে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পী তনুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়। পরবর্তীতে একে একে সঙ্গীত পরিবেশন করেন সোনালী বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবাশিস মল্লিক। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক জ্যোতিবল্লভ সাহার প্রবন্ধ পাঠের পর কবিতা পাঠ করেন বিউটি পাল, কেয়া দাস বিশ্বাস, মিতা দাশগুপ্ত প্রমুখ। বেশ কয়েকটি লিমেরিক শোনালেন প্রাক্তন অধ্যাপক (ডঃ) অরুণোদয় ভট্টাচার্য। রম্যরচনা পাঠ করেন অমিত গঙ্গোপাধ্যায়। ভ্রমণ কাহিনী শোনালেন অনির্বান সেনগুপ্ত। শৈলেশ্বর মুখোপাধ্যায় যথারীতি তাঁর হাস্য–রসাত্মক সংগ্রহশালার দ্বার উন্মুক্ত করে সান্ধ্য আসরকে রসসিক্ত করে তোলেন। বিশিষ্ট জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় জাদুকলা নিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন।

এরপর জলযোগ ও চা–পান বিরতি। তারপর সঙ্গীত পরিবেশন করেন আকাশবাণীর ঘোষিকা তথা রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী সুমিত্রা খাসনবিশ। পরের শিল্পী ছিলেন প্রখ্যাত গীতিকার, সুরকার ও সুগায়ক দেবাশিস রায়। পূরবী গুপ্ত (বরাট) বরাবরই স্মৃতি থেকে গল্প বা নানা ঘটনার বর্ণনা দেন। এদিনও তার অন্যথা হলো না। কল্পনা সেনগুপ্ত স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। সবশেষে স্বরচিত ছড়া পাঠ করেন ‘ত্রিকাল’ সম্পাদক বিশ্বেশ্বর রায়। অনুষ্ঠানটির নীরব কর্মী ছিলেন কর্মাধ্যক্ষ দিলীপ পাত্র এবং পত্রিকার কার্যকরী সম্পাদক সুব্রত হাইত।

সবশেষে যাঁর কথা না বললে প্রতিবেদনটি অসম্পূর্ণ থাকবে তিনি বিশিষ্ট আবৃত্তিকার ও বাচিকশিল্পী পিযূষকান্তি সেনগুপ্ত– সমগ্র অনুষ্ঠানটি যিনি সুচারুরূপে সঞ্চালনা করেন।

## বনেদি বাড়ির দুর্গোৎসব

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** গত ২৫ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ২৪এ, বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীটের ‘রাজা সুবল চাঁদ চন্দ্রের ঠাকুরবাড়িতে’’ ‘‘২৫৬ তম’’ বর্ষ ‘‘শিবদূর্গা পূজা’’ উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। অনুষ্ঠানে ৫০০ জন দুস্থকে বস্ত্র বিতরণ এবং বসিয়ে মা দুর্গার প্রসাদ (দরিদ্র নারায়ণ সেবা) খাওয়ানো হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন তপন বণিক (সম্প্রদায়) আত্মীয়স্বজন প্রমুখ। পৌরোহিত্য করেন ট্রাস্টি রেণুকা চন্দ্র, অতিথি ছিলেন ডাক্তার শর্মিলা চন্দ্র, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ট্রাস্টি জ্যোতিপ্রকাশ চন্দ্র, সঞ্চালক ছিলেন ট্রাস্টি শুভেন্দু চন্দ্র ও পরিচালনা করেন ট্রাস্টি শেখরনাথ চন্দ্র। পূজার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল ১। মূল প্রতিষ্ঠাতা ব্রিটিশ আমলের বিখ্যাত জমিদার দানবীর রাজা সুবল চাঁদ চন্দ্র। ২। প্রতি বছর উল্টোরথের দিন প্রতিমার কাঠামো পুজো ও ঠাকুর দালানে প্রতিমা নির্মান। ৩। জাগ্রত গৃহদেবতা ‘সীতানাথ’ ঠাকুরের পুজো, রাম–সীতা, লক্ষ্মণ ও হনুমানের পুজো। ৪। নবপত্রিকা নিয়ে গঙ্গায় গমন, (কলাবৌ স্নান)। ৫। মহাষ্ঠীতে এক অভিনব অঞ্জলি প্রদান ও সন্ধিপুজো। ৬। মহানবমীতে সন্ধ্যারতি, সঙ্গীত অনুষ্ঠান এবং প্রীতিভোজ। ৭। বিজয়া দশমীতে গৃহবধূদের সিঁদুর খেলা, প্রতিমা বরণ এবং শোভাযাত্রা সহকারে প্রতিমা নিরঞ্জন। দুর্গানাম লেখা, শুভ বিজয়ার প্রণাম, মিষ্টিমুখ, কোলাকুলি। ‘ঠাকুর থাকবে কতক্ষণ, ঠাকুর যাবে নিরঞ্জন’, ‘আসছে বছর আবার হবে।’

## চেতলা আসরের শিশু উৎসব

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** গত ১০ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় চেতলার অহীন্দ্র মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল ‘সব পেয়েছি’র আসরের শাখা চেতলা আসরের ৬১তম বার্ষিক শিশু উৎসব। উদ্বোধনী নৃত্য, অতিথিবরণ, স্বাগত ভাষণ,সমবেত সঙ্গীত, রঙ্গনাট্য আলিবাবা, নাটক ভগবানের জন্ম দিয়ে সাজানো ছিল সমগ্র অনুষ্ঠান।

অঙ্কিতা দত্তের পরিচালনায় উদ্বোধনী নৃত্য পরিবেশন করেন ছোট ছোট মেয়েরা। আলিবাবা রঙ্গনাট্যটি পরিবেশন করেন আসরের সোনার কাঠিরা। মধুমিতা দাসের পরিচালনায় সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করে আসরের ছোট ছোট কচিকাঁচারা। সমর রায়চৌধুরীর সঙ্গীত ও নাট্যরূপে, উত্তীয় জানার আলো, দুলাল মণ্ডলের পোশাক ও অভিজিৎ নস্করের মঞ্চ উপস্থাপনায় মঞ্চস্থ হয় শিবরাম চক্রবর্তীর জনপ্রিয় গল্প ভগবানের জন্ম। সাফল্যের সঙ্গে আসরের সোনার কাঠি ভাইবোনেরা অসাধারণ অভিনয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলে নাটকটি।

চেতলা হাট রোডের আর্বান হেলথ সেন্টারে অবস্থিত প্রাচীন এই সংগঠন শিশু কিশোরদের সাংস্কৃতিক চেতনা বিকাশের এক অনন্য কেন্দ্র। নিয়মিত চলে আসরের কর্মকাণ্ড। সব পেয়েছির আসরে ক্ষয়িষ্ণুতার যুগেও চেতলা আসর আজও তাদের ঐতিহ্য ধরে রেখেছে।

## পত্র–পত্রিকার আলোচনা

### প্লাবন

(সম্পাদক – স্বপন দত্ত , বর্ষা ১৪২৪ সংখ্যা) পত্রিকাটির শুরুতেই বীরেন্দ্র নাথ বিশ্বাসের ধারাবাহিক আর্য ও আর্যধর্ম…। সীতেশ রায়ের অন্য নিবন্ধটিও (রবি ঠাকুরের আদি ভিটা ..) আমাদের মনে অনুসন্ধিতসা জাগায়। মীনা সাহা–র নিবন্ধটিও সুলিখিত, পরিশ্রমের ছাপ (অমর একুশের ..নারীদের ভূমিকা) রয়েছে। গল্পগুলি কিন্তু জমেনি, নতুনত্বের স্বাদও নেই।

প্রসূন বন্দ্যোপাধায়ের তালাক গল্পটি অবশ্য ব্যতিক্রম। গল্পের খামতি ঢেকে দিয়েছে কবিতা। বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায়, অরূপ পান্থী, মৃত্যুঞ্জয় কুণ্ডু, শিপ্রা গাইন, ইলা দাস, আরতি দে, বিশ্বনাথ প্রামাণিক, কৌশিক গাঙ্গুলী, খুকু ভূইঞা এবং অরুণ ব্যানার্জী । বর্ষীয়ান জাদুকর ও সাংবাদিক অরুণ বাবু আমাদের জন্য নতুন চমক উপহার দিয়েছেন। প্রচ্ছদ–চিত্র ও ছাপা চমতকার । পত্রিকার ঠিকানা – ১৪৩/৫ নীলাচল, কলকাতা–৭০০ ১৩৪ (9804816490) ই–মেল littleplaban@gmail.com / plabanmag@gmail.com

### কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত স্মরণ সংকলন ‘দশক পেরিয়ে’

মানস চক্রবর্তী : ৮ সেপ্টেম্বর (রবিবার) প্রদীপ গুপ্ত সম্পাদিত ‘যুগ সাগ্নিক’ পত্রিকার আয়োজনে অবনীন্দ্র সভাঘরে অনুষ্ঠিত হলো একটি মহতি সাহিত্য অনুঠোন। উক্ত অনুষ্ঠানে কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত স্মরণ সংকলন ‘দশক পেরিয়ে’ নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত সংখ্যাটিতে তরুণ সান্যাল, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণা বসু, ব্রত চক্রবর্তী, পবিত্র সরকার, সৈয়দ হাসমত জালাল, শুভ দাশগুপ্ত প্রমুখরা কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত সম্পর্কে লিখেছেন। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কবিপুত্র দীপ্ত দাশগুপ্ত। অমিতাভ দাশগুপ্ত সম্পর্কে মূল স্মারক বক্তৃতা দেন কবি অমিতাভ গুপ্ত।

‘আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে’ রবীন্দ্রসঙ্গীত দিয়ে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রায় শতাধিক শতাধিক কবি সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন— কবি ব্রত চক্রবর্তী, কবি ভীম ঘোষ, কবি শাশ্বতী সরকার, কবি প্রদীপ্ত সামন্ত, কবি বাবলু ভট্টাচার্য, কবি ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত, কবি সৈয়দ হাসমত জালাল প্রমুখ।

### ‘ছোটদের নয়ন’ পত্রিকার শারদ সংখ্যা প্রকাশ

৮ সেপ্টেম্বর (রবিবার) পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রাঙ্গণে পশ্চিম মেদিনীপুরের বিদ্যুৎপাল সন্তপাদিত ‘ছোটদের নয়ন’ পত্রিকাটি প্রকাশিত হলো। অনাড়ম্বর এই অনুষ্ঠানে পত্রিকা সম্পাদক এই

### অরূপ রতন

সংখ্যার লেখকদের হাতে বরাবরের মতো লেখক কপি তুলে দেন। দুশো পৃষ্ঠার সচিত্র এই সংখ্যায় ভবানী প্রসাদ মজুমদার, প্রবীর জানা, দীপ মুখোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ ধর, রামচন্দ্র ধাড়া, উত্থানপদ বিজলী প্রমুখ প্রবীন খ্যাতিবান লেখকদের পাশাপাশি অনেক নতুন লেখক–লেখিতা তথা স্কুল কলেজের ছাত্র–ছাত্রীরাও লিখেছেন।.

## ‘হে নূতন দেখা দিক’ সমৃদ্ধ পোয়েটস ওয়ার্ল্ডের আসর

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** গত ৩রা সেপ্টেম্বর পি–৭৮ লেক রোডে বসেছিল পোয়েটস ওয়ালর্ডের আসর। এদিন ছিল সংগঠনের কর্ণধার ডঃ সুমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন। তাঁকে না জানিয়েই সংগঠনের সহঃ সম্পারদক বিশ্বনাথ পাল অনেক আগেই সকলকে মোবাইলে ‘চুপি চুপি’ জানিয়ে দেন এদিন ডঃ সুমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিনের কথা! ফলে ঘটে গেল ‘ম্যাজিক!’ বহুজনই এদিন শ্রদ্ধেয় ডঃ মুখোপাধ্যায়ের হাতে তুলে দিলেন পুষ্প স্তবক, নানান উপহার। তবে সবার আগে তাঁর হাতে সংগঠনের তরফে পুষ্প স্তবক তুলে দিলেন সহঃ সম্পাদক বিশ্বনাথ পাল।

তাঁর গলায় উত্তরীয় পরিয়ে দিলেন ৫০ বছর পার করা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র আলিপুর বার্তার বরিষ্ঠ সাংবাদিক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করলেন মিনাক্ষী বিশ্বাস তাঁর স্বরচিত, স্বসুরাপিত (গণসঙ্গীতধর্মী) গান শুনিয়ে। (‘বলবান নিপাত যাক’)। ভালো লাগলো মুকুল চক্রবর্তীর গান (‘বাজলো তোমার আলোর বেণু’)। এরপর ডঃ মুখোপাধ্যায় সকলকে আগামী দুর্গা পুজোর শুভেচ্ছা জানালেন। এছাড়া ‘জন্মদিন’ নিয়ে কিছু রসসমৃদ্ধ কৌতুক কথাও বললেন।

বিশিষ্ট কবি কমল দে শিকদার এদিন আসরে প্রথম এলেন। শোনালেন আনন্দবাজারে প্রকাশিত তাঁর কবিতা (‘ঐ যে’, ‘রেল বাজারে মধ্য দুপুর’)। বাদল দাসের বিমর্ষধর্মী কবিতাটি সুদীর্ঘ হলেও কাব্যগুণে সকলের ভালো লাগলো। শ্রদ্ধেয় ঋষিণ মিত্র শোনালেন ত্রিসপ্তক ‘সহযোদ্ধা মঞ্চের পুরানো দিনের কথা, জীবনানন্দের কবিতায় (‘আমার এ গান’) সুর দেওয়া তার গান। এছাড়া শুনিয়েছেন তাঁর স্বরচিত কবিতা ‘সরস্বতী’। বীজানুর শ্রদ্ধা জানালেন ডঃ মুখোপাধ্যায়কে তাঁর জন্মদিনে, স্বরচিত, স্বসুরাপিত গান (আজকেই লেখা) শুনিয়ে (‘আজি তোমার জন্মদিনে’)।

সঞ্চালনার এক ফাঁকে ডঃ মুখোপাধ্যায় শোনালেন তাঁর স্বরচিত একটি কবিতা, যা সকলেরই ভালো লাগে। পরে দূর্দান্ত ‘রোমান্টিজম’ সমৃদ্ধ কণ্ঠে শোনালেন ‘হে ক্ষণিকের অতিথি’— এই বয়সেও কণ্ঠে কি করে এত ‘রোমান্টিজম’ সমৃদ্ধ সুর ধরে রেখেছেন সেটা জানতে ইচ্ছা করে। আবার বিজ্ঞান জগতের মানুষ হিসাবে রসুন নিয়ে এতো তথ্যভিত্তিক অথচ রসসমৃদ্ধ নিবন্ধ লেখেন কোন ‘জাদুতে’ সেটাও জানতে ইচ্ছে করে! (নিবন্ধটি শারদীয় সাহিত্য পত্রিকা ‘আলিপুর বার্তায়’ আমন্ত্রিত লেখকের নিবন্ধ হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে)। এদিন ভালো আবৃত্তি শুনিয়েছেন মণিমালা পাল, সুকান্ত কবির ‘একটি মোরগের কাহিনী’। সন্ধ্যা হওয়ার অনেক আগেই সকলের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো বিশ্বনাথ পালের নিবেদন, তাঁর জীবনে প্রকৃত ঘটা এক ভৌতিক কাহিনী শুনে (‘বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না’)। বরিষ্ঠা সঙ্গীত শিল্পী বিজয়া মুখার্জি পরিবেশিত ভজন সকলের হৃদয় মন ছুঁল। বিউটি পাল কিছু পাঠ করলেন। বরিষ্ঠ জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় দেখালেন ‘জন্মদিনের ম্যাজিক’। পি–৭৮ লেক রোডের কর্ত্রী বিশিষ্ট প্রবন্ধক, শ্রদ্ধেয়া কৃষ্ণা সেন সকলকে তাঁর সুরম্য বাসভবনে আগামী দুর্গাপুজোয় আসার জন্য অতি আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ জানালেন।

ডঃ সুমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে চিরকালের রোমান্টিজম সমৃদ্ধ গান, ‘বেকারার’ পরিবেশনের মাধ্যমে আসরের সমাপ্তি ঘটল— সকলের মন তখন যেন কিছুটা ‘মন কেমন করে’য় বিষাদাচ্ছন্ন, কারণ আবার সেই নভেম্বরের ৫ তারিখে আসর বসবে (তবে জীবনানন্দ তো বলেই গেছেন, ‘আবার আসিব ফিরে’…)।

আরও ঃ সকলের মনের বিষাদভাব দূর করার জন্য ছিল জন্মদিনের বিশেষ জলযোগের আয়োজন!

বলতে ভুল হয়ে যাচ্ছিল, তাপস সাহার অনুগল্প (‘খোলা হাওয়া’) ভাল লাগল।

অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্য যোগাযোগ : ডঃ সুমন্ত মুখোপাধ্যায়, মোবাইল : ৮৭৬৮৬৫১০৮৫।

## বাঘাযতীন কলানাট্যমের ভিতপুজো

**সব্যসাচী সান্যাল**

বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে পঞ্চায়েত স্তরে প্রধানের ক্ষমতার আস্ফালন,ব্যক্তি স্বার্থে পুলিশ প্রশাসনের ওপর রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, ভালবাসার সম্পর্কের মধ্যে ধর্মের গোঁড়ামী, সমাজের কুচক্রীদের চেতনা আনা, সৎ পুলিশ প্রশাসন গড়ে তোলা, সামাজিক মূল্যবোধ ও সচেতনা গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় বাঘাযতীন কলানাট্যমের প্রযোজনায় সম্পূর্ণ এক ভিন্ন স্বাদের নাটক ভিতপুজো ১৬ অক্টোবর তপন থিয়েটার হলে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। নাটক বাস্তবধর্মী হলে নাটক দেখতে যে দর্শকরা আসে তার পরিচয় পাওয়া গেল বাঘাযতীন কলানাট্যম সংস্থার প্রযোজিত নাটকে প্রায় হল ভর্তি দর্শকের উপস্থিতি যা এর আগে এই হলে অনুষ্ঠিত নাটকগুলিতে সেভাবে দেখা যায়নি।

কথা প্রসঙ্গে ভাস্কর দাশগুপ্ত যিনি নাটকের সম্পাদনা ও নির্দেশ দিয়েছেন জানালেন যে, সাময়িক দুর্ঘটনার জন্য নির্ধারিত শিল্পীর পরিবর্তে নতুন শিল্পীদের নিতে হয়েছে। এদের মধ্যে মায়ের ভুমিকায় অভিনয়করা তনিমা দাস, কাকাবাবুর চরিত্রে মনোজ গুহ যাদের অভিনয় শৈল্পীতে কিন্তু কোন খামতি লক্ষ্য করা যায়নি বরং অভিনয় দেখে দর্শকরা ভূয়সী প্রশংসা করেছে। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অংশগ্রহণ করেছেন বিজয়ের ভুমিকায় প্রণব দত্ত, কাকাবাবু মনোজ গুহ, নন্দ সুরজিং গোস্বামী, নন্দর স্ত্রী অনুরাধা ব্যানার্জি, পুরোহিত সমীর গোস্বামী, ফকিরবাবা ভাস্কর দাশগুপ্ত, পঞ্চানন সুর্দশন পাল, বৃদ্ধ মলয় পাঠক, দারোগা অশোক দত্ত, রেনু অতসী কুন্ডু, মা তনিমা দাস, প্রথম যুবক কৌশিক মুখার্জি, দ্বিতীয় যুবক সুরজিৎ গোস্বামী, সাধু সুনীল পাল, মঞ্চ অভিজিৎ নস্কর (বাবলু), আলো সঞ্জয় সাধুখাঁ, রুপসজ্জা শম্ভু বারিক, আবহ সঙ্গীত সন্দীপ দে।

নাটকের রচনা রজত ঘোষ, সম্পাদনা ও নির্দেশনা ভাস্কর দাশগুপ্ত। নাটকের বিষয়বস্তু কলকাতার এক ভাড়াটিয়াকে কেন্দ্র করে। বর্তমান ভাড়াটে বিজয় বাবার হাত ধরে বহু বছর আগে এই বাড়িতে এসে উঠেছিল। বাড়ির মালিককে কাকাবাবু বলে তারা সম্মান করে। বাড়িতে স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশ, পলাস্তারা নানা জায়গায় খসে পড়ছে কিন্তু নামমাত্র মাসিক ভাড়ার জন্য এরা দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছে।

বাড়ির মালিক যেকোনও ভাবে ভাড়াটেকে উচ্ছেদ করে বাড়ির সংস্কার করে নতুন ভাড়াটে বসিয়ে তার পেনশনের আয়ের সঙ্গে বাড়তি কিছু আয়ের কথা চিন্তা করেছে কিন্তু ভাড়াটেরা কোনভাবে উঠে যেতে রাজি নয়। এইজন্য বাড়ির মালিক বাঁকা পথ ধরে প্রথমে কলের জল বন্ধ তারপর ভাড়াটেদের নানারকম মানসিক যন্ত্রণা দিয়ে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে।অবশেষে তা সফল না হওয়ার জন্য চম্পহাটিতে তাদের কেনা জমিতে ভিতপুজো আর বাড়ি করার প্রাথমিক খরচ হিসাবে এককালীন বেশ কিছু টাকা দেবার প্রস্তাব দেয়। ভাড়াটের ছেলে ও মা মিলে অবশেষে সিদ্ধান্ত নেয় কলকাতা থেকে দূরে চম্পাহাটিতে তাদের পৈত্রিক জমিতে বাড়ি তৈরি করে উঠে যাবে।

সেইমতো দিনক্ষণ দেখে চম্পহাটিতে তাদের বহুদিনের আগে কেনা জমিতে ভিতপুজোর আয়োজন করা হয়। নির্দিষ্ট দিনে ভিতপুজোর সময় মাটি খুঁড়তে গিয়ে এক মহিলার কঙ্কাল পাওয়া যায়। নানা অমঙ্গলের কথা চিন্তা করে সাময়িক ভাবে ভিতপুজো বন্ধ রাখা হয়। ইতিমধ্যে বিষয়টি পঞ্চায়েত প্রধানের কানে যায়। প্রধানের লোকজন এমনকি ভাড়াটেদের কলকাতার বাড়িতে গিয়ে ভিতপুজো বন্ধ করার হুমকি দেয় এবং এলাকায় বাড়ি করার পঞ্চায়েত প্রধানের নজরানা হিসাবে মোটা টাকার তোলা হিসাবে দাবি করে।

অবশ্য থানার দারোগাবাবু সৎপ্রকৃতির হওয়াতে প্রধানের অসুদুপায়ে রোজগারের নির্দেশ উপেক্ষা করে ভিতপুজোর আয়োজন করতে সাহায্য করেন। পঞ্চায়েত প্রধান তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে ভিতপুজো করতে বাধা দেয়। প্রধানের সঙ্গে আসা লোকজন ভিতপুজোয় আসা উপস্থিত সকলের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং মারধর করে। সকলে মিলে এর প্রতিবাদ করে রুখে দাঁড়ায়, কাকাবাবু লাঠির আঘাতে জখম হয়এবং এসময় থানার দারোগাবাবু উপস্থিত হয়ে বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করে। পরবর্তীকালে জানা যায় গ্রামের সকলের অত্যন্ত সম্মানের ফকির যৌবনে একজন মুসলমান যুবক হয়েও হিন্দু নারীকে ভালবাসে কিন্তু তার বিত্তবান পিতা তা কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি এবং তাকে খুন করতে গেলে সে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করে কিন্তু যুবকটিকে না পেয়ে তার সন্তান সম্ভবা কন্যার উপর সকলের আক্রোশ পড়ে এবং লোকজন মুসলমান যুবকটিকে না পেয়ে অন্ত:সত্ত্বা তরুণীকে হত্যা করে এবং কোনও প্রমাণের অভাবে তা আর পুলিশের রেকর্ডে দেখা যায়নি।

ভিতপুজো করার সময় কঙ্কালটি পাওয়া গেলে, হাতের বালা দেখে ফকিরবাবা তাঁর যৌবনের প্রেয়সীর কঙ্কাল চিনতে পারে এবং সকলের অলক্ষে তা লুকিয়ে ফেলে। ফকিরবাবা সমস্ত ঘটনা দারোগাবাবুর কাছে সবিস্তারে বর্ণনা করে। এরপর ঘটনায় বিহ্বল হয়ে পঞ্চায়েত প্রধান পর্যন্ত তার অর্থলোভী স্বভাবকে পরিবর্তন করে এক ভাল মানুষে রূপান্তরিত হয়। নিজেই ভিতপুজো ভালভাবে সম্পন্ন হওয়ার জন্য এগিয়ে আসে। সমস্ত ঘটনায় দু:খে, আত্মগ্লানিতে ফকিরবাবা ইহলোক ছেড়ে স্বর্গলোকে চলে যায়। নন্দ অর্থাৎ মামাবাবুর চরিত্রে সুরজিত গোস্বামী স্বল্প সংলাপের মধ্যেও অভিনয় দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। বাড়ির মালিক কাকাবাবুর সাথে অযথা বচসার মধ্যে নানা সংলাপ বলে দর্শকদের বেশ খানিকটা বিনোদনের ব্যবস্থা করেছেন।

অভিনয়ের শেষে এক অল্পবয়সী তরুণী দর্শক হিসাবে প্রশ্ন রেখেছিলেন বাস্তবে দারোগারা কি এই ধরনের ধর্ষণের মামলা তুলে নিতে পারে? আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে নারী নির্যাতনের ঘটনায় পুলিশকে রাজনৈতিক দলের চাপে মামলা প্রত্যাহার করতে দেখি। ফকিরবাবার অভিনয়ে নির্দেশক ভাস্কর দাশগুপ্ত অসামান্য অভিনয় দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন এবং তার কণ্ঠে লোকগান শুনতে বেশ ভাল লেগেছে।

তাছাড়া নতুন নাট্যশিল্পীদের নিয়ে নাটকটি সুন্দরভাবে পরিচালনা করেছেন। অন্যরা তাদের চরিত্রের অভিনয় সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। পঞ্চায়েত প্রধানের ভুমিকায় সুর্দশন পালের অভিনয় বাস্তবের কোনও পঞ্চায়েত প্রধান মনে হয়েছে যিনি রাজনৈতিক ক্ষমতার দম্ভ দেখিয়ে মানুষের ওপর ভয়ভীতির সঞ্চার করে। আগামী দিনে এই ধরনের বলিষ্ঠ নাটক বাঘাযতীন কলানাট্যমের কাছে দর্শকরা আবার প্রত্যাশায় থাকল। অবশ্য এই নাটকটি আগামী ৪ জানুয়ারি ২০১৮ সালে তপন থিয়েটার হলে পুনঃমঞ্চস্থ হবে।

## ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্র নির্মাণের কর্মশালা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** অক্টোবর ২০১৭–এর ১৩ থেকে ২০ এই আট দিন ধরে দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়ির কেতু গাবুরজুতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নৃত্য–নাটক–সঙ্গীত এবং দৃশ্যকলা আকাদেমি, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এবং ললিতকলা আকাদেমির আঞ্চলিক কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে ধীমল সম্প্রদায়ের বিরল, ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্র নির্মাণের একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মশালা আয়োজনের উদ্দেশ্য ছিল –

বাদ্যযন্ত্র নির্মাণে সিদ্ধহস্ত ওস্তাদ কারিগরদের এই কর্মশালায় শামিল করে উৎসাহিত করা। এইসব বাদ্যযন্ত্র এবং ধীমল সম্প্রদায়ের শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে আসা নৃত্যশৈলী নিয়ে গবেষণা এবং তথ্য নথিবদ্ধ করে রাখার সূত্রপাত; এবং গবেষণা তথা তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি লুপ্তপ্রায় এই শতাব্দীপ্রাচীন নাচ ও বাদ্যযন্ত্রের শিল্পশৈলীকে সংরক্ষণের চেষ্টা করা।

এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করলেন গর্জন কুমার মল্লিক, বিষ্টু মল্লিক, দীপক মল্লিক এবং টি কে মল্লিক–এই চারজন ওস্তাদ কারিগর। এঁদের মধ্যে প্রথম তিনজন পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত বহু অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন এবং এরা প্রত্যেকেই নকশালবাড়ির কেতু গাবুরজুতে বাস করেন। এই কর্মশালায় ধীমল সম্প্রদায়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় বাদ্যযন্ত্র– উর্নি, তুঞ্জাই এবং খুইধুইকা তৈরি করে দেখালেন গর্জন কুমার মল্লিক, চোঙ্গা মেরডং তৈরি করলেন বিষ্টু মল্লিক। বাসিস্কো দোতারা তৈরি করে দেখাবেন দীপক মল্লিক এবং টি কে মল্লিক।

## মহালয়া উৎসব

**হীরালাল চন্দ্র :** গত ১৯ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় দমদম নাগের বাজার যুগীপাড়া রোডে ‘মিলনতীর্থ সাংস্কৃতিক মঞ্চের’ উদ্যোগে দেবী ‘জগন্মাতা দুর্গার’ বোধন উপলক্ষে ‘মহালয়া উৎসব’ সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষক রামমোহন ভট্টাচার্য। পরিচালনা করেন সম্পাদক অমল চৌধুরী। ধন্যবাদ দেন শ্যামল চৌধুরী। সহযোগীতায় ছিলেন গৌতম মজুমদার। আগমনী গান পরিবেশন করেন মণিদীপা ব্যানার্জী, জবা দাস, মঞ্জুশ্রী বাগচী, কাকলী ঘোষ, ঈপ্সিতা দে, সুপ্তি দত্ত গুপ্ত, সুপর্ণা মণ্ডল, অয়ন দেবনাথ, সপ্তর্ষি ব্যানার্জী, শ্যামল চক্রবর্তী, মধুমিতা নন্দী প্রমুখ। পার্কাসন এবং তবলা বাজান ফাল্গুনী ভট্টাচার্য ও পীযূষ ঘোষ। গানের কথা ও সুরকার রামমোহন ভট্টাচার্য।

**পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১**

আমাদের প্রতিনিধি ● উত্তর ২৪ পরগনা : কল্যাণ রায়চৌধুরী –৯০৫১২০৮৪৬০/ হুগলি : মলয় সুর –৮৪২০৩৩২৭৯৬/ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর : পুলক বড়পন্ডা – ৯৬৩৫৯৮৫৫৭০/বীরভূম: অভীক মিত্র–৮১১৬৪৮৭০৪৬

# সল্টলেকে সাম্বার সলিল সমাধি

**অরিঞ্জয় মিত্র**

প্রথমে মনে হয়েছিল গুয়াহাটির সেমিফাইনাল কলকাতায় তালেগোলে এসে পড়ায় সুবিধা পাবে ব্রাজিল। যে মাঠে গত কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচেই টুর্নামেন্ট থেকেই ছিটকে গেল কলকাতার হার্টথ্রব ব্রাজিল। খুঁজে পেতে দেখলে এমন বহু মানুষকে পাওয়া যাবে যারা ইংরেজদের কাছে ব্রাজিলের এই শোচনীয় হারের পর নৈশভোজটাই পর্যন্ত করেন নি। এটাই হল ব্রাজিলকে ঘিরে এ শহরের আবেগ। যা সেই ব্রাজিলের এই হারে। ৫ বারের বিশ্বজয়ীদের কিনা হার মানতে হল ১৯৬৬-তে একবার মাত্র বিশ্বকাপ জেতা ইংল্যান্ডের কাছে। এদিনও প্রথমে গোল খাওয়ার পর ব্রাজিল যখন গোল শোধ দেয় তখন মনে হচ্ছিল আরও একটা মেগা ম্যাচ দেখতে চলেছি আমরা। বলাবাহুল্য,

জার্মানির মতো শক্তিশালী দেশকে হারানো গিয়েছে ( তাও আবার ০-১ পিছিয়ে পড়েও ২-১ জিতে) সেখানে ফুৎকারে উড়ে যাবে ইংল্যান্ড। আর অনূর্ধ্ব ১৭ বিশ্বকাপ ফাইনালে ড্যাং ড্যাং করে চলে যাবে ব্রাজিল। হোক না ছোটদের বিশ্বকাপ, তাও বিশ্বকাপ তো। কিন্তু শেষপর্যন্ত সেই যুবভারতীর মাঠেই সলিল সমাধি ঘটল সাম্বার। ইংরেজ সিংহের দাপটে ১-৩ হেরে পেলের জমানা থেকে জিকো, রোমারিও, বেবেতো, রোনাল্ডো, রোনাল্ডিনহো, নেইমার হয়ে এখন পড়েছে পাওলিনহোতে। অর্থাৎ আবেগের বিচ্ছুরণ ঘটেই চলেছে। ক্ষেত্র বিশেষে নামগুলো খালি পালটে যাচ্ছে। বস্তুত ব্রাজিলকে ঘিরে এতটা উন্মাদনা বিশ্বের খুব কম দেশ বা শহরেই দেখতে পাওয়া যায়। তা সেই আবেগের জায়গাটাই ফেটে চৌচির হয়ে গেল যুবভারতীতে তা ইংরেজ বধের চিত্রনাট্যকে কেন্দ্র করে। কার্যত দেখা গেল ইংল্যান্ড ঝড়ে একরকম উড়ে গেল ব্রাজিল। প্রথমার্ধে তাও লড়াই দিলেও দ্বিতীয়ার্ধে প্রায় একতরফা খেলে ম্যাচ বের করে নিল ইংল্যান্ড। হ্যাটট্রিক করে বিশ্ব ফুটবল মঞ্চে নিজের জানান দিলেন ব্রিউস্টার। আশ্চর্যজনকভাবে সুপার ফ্লপ করলেন ইতিমধ্যেই তারকার মর্যাদা পাওয়া পাওলিনহো।

এই হারের পর অনেকে বলছেন এতো ছোটদের বিশ্বকাপ। আসল খেলা তো হবে সামনের বছর রাশিয়া বিশ্বকাপে। এই কথা মেনে নিয়েই ইংল্যান্ডের এই জয়কে উপেক্ষা করা যাবে না। ফাইনালে নিশ্চিতভাবে ইংল্যান্ড ফেভারিট। তা হলেও কোনও অংশে পিছিয়ে রাখা যায় না স্পেনকে। যারা আবার মালির মতো টাফ টিমকে ৩-১ গোলে হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছেছে। পড়ে পাওয়া চৌদ্দআনার মতো ব্রাজিল-ইংল্যান্ড সেমিফাইনাল পেয়ে গিয়েছিল কলকাতা। তার আগে ব্রাজিল-জার্মানি কোয়ার্টার ফাইনালও হয়েছে সমানে সমানে। সেই অর্থে স্পেন-ইংল্যান্ড ফাইনাল নিয়ে অতটা উন্মাদনা নেই তিলোত্তমার। তাও যুব বিশ্বকাপ ফাইনাল বলে কথা। কলকাতার জনতা একদম নিরাশ করবে না একথা ধরে নেওয়াই যায়। কিন্তু বহু মানুষকে এখন থেকেই দেখা যাচ্ছে ব্রাজিলের হারের শোকে তাদের হাতে থাকা ফাইনালের টিকিট একরকম বিলিয়ে দিচ্ছেন। যাঁদের মাঠে যাওয়ার তেমন কোনও সুযোগই ছিল না তাঁরা হয়তো গিয়ে এবার মাঠ ভরাবেন। তাও যুবভারতী স্টেডিয়াম যে খাঁ খাঁ করবে না তা এখন থেকেই বলে দেওয়া যায়।

কিছুদিন আগেও যা কিছু কেন্দ্রীভূত হত তা ওই সুয়োরানী ক্রিকেটকে ঘিরে। ফুটবল ছিল একরকম ব্রাত্য। তবে সব খারাপের মধ্যেও কিছু ভালো জিনিস থেকে যায়। আর সেই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে ভারতীয় ফুটবলে। সেটা হল অতি সম্প্রতি ভারতীয় ফুটবল টিমের বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ১০০ নম্বর স্থানে উঠে আসে। ভারতের ফুটবল নিয়ে যাঁরা একটু আধটু চর্চা করেন তাঁরা বুঝতে পারবেন দেশের এই অগ্রগতি যথেষ্ট উৎসাহজনক। কারণ এই কিছুদিন আগেও ভারত ছিল ১৬০-১৬২ টি টিমের পিছনে নেহাতই এক পিছনের সারির দল। সেই ভারতের প্রথম ধাপে উঠে আসা যথেষ্ট ইতিবাচক। দ্বিতীয়বার প্রত্যাবর্তন ঘটানো কোচ স্টিভেন কনস্টানটাইনের নাম এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে। তাঁকে আহামরি কিছু মনে নাই হতে পারে। কিন্তু তাঁর কোচিংয়ে ভারতের এই সাফল্য তা তো অস্বীকার করা যাবে না।

ধন্যবাদ প্রাপ্য সুনীল ছেত্রীর নেতৃত্বাধীন বর্তমান ভারতীয় ফুটবল দলও। বস্তুত বাইচুং ভুটিয়াদের আমল থেকে যে বীজ পোঁতা হয়েছে তার সুফল এখন পেতে শুরু করেছেন সুনীল ছেত্রীরা। তার সুফল হিসেবেই কলম্বিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে প্রায় সমান তালে যুদ্ধ চালিয়ে গেছে ভারত। 'বিনা যুদ্ধে নাহি দেব সূচাগ্র মেদিনী', এটাই যেন চালু শ্লোগান হয়ে উঠেছে ভারতীয় ফুটবলে। চিরিচ মিলোভানের কোচিংয়ে ১৯৮৪ সালের নেহরু গোল্ড কাপে শেষবার এতটা প্রত্যয়ী দেখিয়েছিল ভারতীয় দলকে। এবারের যুব বিশ্বকাপে ভারতের খেলাও নিশ্চিতভাবে আগামীর বার্তা ছড়িয়েছে। বোঝা যাচ্ছে এই দল সবল মানসিকতায় গড়ে উঠছে। আগামী দিনে এই কিশোর-যুবাদের একসঙ্গে রেখে প্রশিক্ষণ দিলে নিশ্চিতভাবে এরা উজ্জ্বল করবে দেশের নাম।

# রাজনগরে ফুটবল টুর্নামেন্টে সভাধিপতি

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** রাজনগর খোদাইবাগে ফুটবল টুর্নামেন্টের চূড়ান্ত খেলায় উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলার জেলাপরিষদের সভাধিপতি বিকাশ রায়চৌধুরী। রাজনগর খোদাইবাগ মাসুম স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে তিনদিন ধরে চলা ফুটবল টুর্নামেন্টের চূড়ান্ত খেলা অনুষ্ঠিত হলো। ফাইনাল খেলায় মুখোমুখি হয় বোলপুর ফুটবল দল এবং বর্ধমানের ছত্রিশগন্ডা ফুটবল দল। ফাইনালে ২-১ গোলে চ্যাম্পিয়ান হয় বোলপুর ফুটবল দল। বিজয়ী দল পায় ৩৫ হাজার টাকা এবং ট্রফি। রানার্স দল পায় ৩০ হাজার টাকা এবং ট্রফি। রাজনগর খোদাইবাগে বহু ক্রীড়াপ্রেমী দর্শকের সাথে মাঠে উপস্থিত ছিলেন জেলাপরিষদের সভাধিপতি বিকাশ রায়চৌধুরী, বিধায়ক, রাজনগর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুকুমার সাধু সহ এলাকার বিভিন্নস্তরের বিশিষ্ট ব্যাক্তিরা।

অন্যদিকে, খয়রাশোলের বুধপুর - হরিপুর মাঠে বুধপুর নিউ আজাদ ক্লাবের পরিচালনায় ফুটবল টুর্নামেন্টে ১৬ই ফুটবল দল অংশগ্রহণ করেছিলো। ফাইনাল খেলায় মুখোমুখি হয় ঝাড়খন্ড এমবিবিএস বেড়া এবং ছোটো আলুন্দা আমন একাদশ। ট্রাইবেকারে ৫-৩ গোলে চ্যাম্পিয়ন হয় ঝাড়খন্ড এমবিবিএস বেড়া। বিজয়ী দল পায় ২৫ হাজার টাকার চেক এবং ট্রফি। রানার্স দল পায় ১৫ হাজার টাকার চেক এবং ট্রফি। মাঠে খেলা দেখতে সাত হাজার দশর্কের সাথে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক এবং লোকপুর থানার ওসি।

# সাগরে জমজমাট ফুটবল প্রতিযোগিতা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, সাগরদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা:** সাগর ব্লকের কয়লাপাড়া নেতাজি সুভাষ স্মৃতি সংঘের পরিচালনায় ত্রয়োদশ বর্ষে পদার্পণে ৫৬টি দলের অংশগ্রহণে ৫ দিন ব্যাপী জমজমাট ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ফাইনাল খেলার নির্ধারিত সময়ে ফলাফল ১-১ হওয়া খেলাটি টাইবেকার পদ্ধতিতে চলে যায়। টাইবেকারে প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি দলের গোলের সংখ্যা ২-২ হয়ে যায়। এর ফলে টসের মাধ্যমে কয়লাপাড়া বিবেকানন্দ তরুণ সংঘ প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ধন পাড়া কালীমাতা তরুণ সংঘকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি লাভ করে। চ্যাম্পিয়ন দলকে নগদ ৯০০১ টাকা ও সুদৃশ্য ট্রফি প্রদান করা হয়। কয়লাপাড়া বিবেকানন্দ তরুণ সংঘের খেলোয়ারদ্বয় মনোতোষ মণ্ডল ম্যান অব দি ম্যাচ এবং বেস্ট গোলকিপার নির্বাচিত হন বাবুসোনা দলুই। ধসপাড়া কালীমাতা তরুণ সংঘের খেলোয়ারদ্বয় গোপাল মান্না ম্যান অব দি সিরিজ এবং সর্বোচ্চ গোলদাতা হিসাবে নির্বাচিত হন। চলতি খেলার ধারা ভাষ্যকার হিসাবে ধারাভাষ্য করেন বিশিষ্ট ক্রীড়ানুরাগী অশোক কুমার মণ্ডল। সামন্ত ফুটবল খেলার মানউন্নয়নের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে বক্তব্য রাখেন।

# বাসন্তীতে ফুটবল প্রতিযোগিতা ও কৃতী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা সামগ্রী প্রদান

**নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং :** দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী ব্লকের ''মাঝি পাড়া আদিবাসী তরুণ সংঘের উদ্যোগে গত বুধবার ও বৃহস্পতিবার ১৬টি দলের এক ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। এছাড়াও সংঘের পক্ষ থেকে এলাকার ১০০ জন দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে ব্যাগ, খাতা, কলম তুলে দেওয়া হয়। দশম বর্ষের ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে তরুণ সংঘ ২-০ গোলে পরাজিত হয় মোল্লাখালি তারানগর মনসা মাতা সংঘের কাছে। জয়ী ও রানার্স দলকে ট্রফি ও নগদ ছয় হাজার এবং পাঁচ হাজার টাকা প্রদান করা হয়।

বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠানের শেষ লগ্নে উপস্থিত ছিলেন বাসন্তী চুনাখালি বিবেকানন্দ ফুটবল আকাদেমির কর্ণধার দেবাশিস বৈরাগী, ফুলমালঞ্চ পঞ্চায়েত সদস্য সঞ্জয় মাঝি, প্রিয়তোষ মণ্ডল, শুভঙ্কর সর্দার, বৈদ্যনাথ মাঝি, রতন সর্দার, কালীপদ সর্দার, উমাপদ সর্দার, বিশিষ্ট শিক্ষক রবীন মণ্ডল সহ বিশিষ্টরা।

দেবাশিস বাবু জানান গত বছর বিবেকানন্দ আকাদেমি থেকে রাজেশ সর্দার ও জিয়ারুল পাইক ডেনমার্কে ফুটবল খেলার জন্য ডাক পেয়েছিল। আবার যাতে সুন্দরবনের ছেলেরা বিদেশের মাঠে ফুটবল খেলার স্বীকৃতি পায় তার জন্য এমন ফুটবল খেলার আয়োজন।

# আন্তঃ বিদ্যালয় ক্যারাটে

**নিজস্ব সংবাদদাতা :** গত ২২ অক্টোবর রবিবার সকাল ১০টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত এক বিরাট আন্তঃ বিদ্যালয় ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হল হুগলি সিঙ্গুরের এক্সপ্লোর ইন্টারন্যাশনাল বিদ্যালয়ে। রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে প্রায় ২১০ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। ওজন ও বয়স অনুসারে কাপ ও কুর্মি ও ফাইট বিভাগে লড়াই চলে। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ সরিতা যাদব, গ্রামীণ জেলা পুলিশের ডি এস পি রানা মুখার্জি, ওসি সুখময় চক্রবর্তী, সি ই ও জহরলাল আদক এবং ফুটবলার কিষাণ দিকপতি। সফল প্রতিযোগীদের হাতে পদক ও শংসাপত্র প্রদান করা হয়। নিরলস পরিশ্রমে প্রতিযোগিতাটিকে সার্থক করে তোলেন তারকনাথ সর্দার, শেখর গুহ মজুমদার ও ১৮ জন অভিজ্ঞ বিচারক।

# ক্যানিং এ ম্যারাথন দৌড়

**নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং:** নিম্নচাপের জেরে কালীপুজো, দীপাবলী, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার উৎসব দফারফা। সাধারণ মানুষের মনে একটুও স্বস্তির হাসি নেই। সাধারণ মানুষকে উৎসবমুখর করে স্বস্তির হাসির বাতাবরণ তৈরির উদ্যোগ নিল ক্যানিং থানা। শনিবার বিকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানা নিকারীঘাটা পঞ্চায়েত ও সাতমুখী পুলিশ ফাঁড়ির উদ্যোগে এক ম্যারাথন দৌড়ের অয়োজন হয়। স্থানীয় নলিয়াখালি হাইস্কুল থেকে সাতমুখী বাজার পর্যন্ত প্রায় ৬ কিমি ম্যারাথন দৌড়ে শতাধিক মানুষ অংশগ্রহণ করেন। রাস্তার দুপাশে হাজার হাজার লোক ম্যারাথন দৌড় দেখতে হাজির হন। দৌড় শেষে সাতমুখী বাজারে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কৃতীদের হাতে পুরষ্কার তুলে দেন পুলিশ কর্তারা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নিকারীঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বিশ্বনাথ নস্কর, এস আই সুজয় দাস সহ পুলিশ এবং মহিলা পুলিশ কর্মীরা।

# মনের খেয়াল

## আঁকা শেখো

### শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

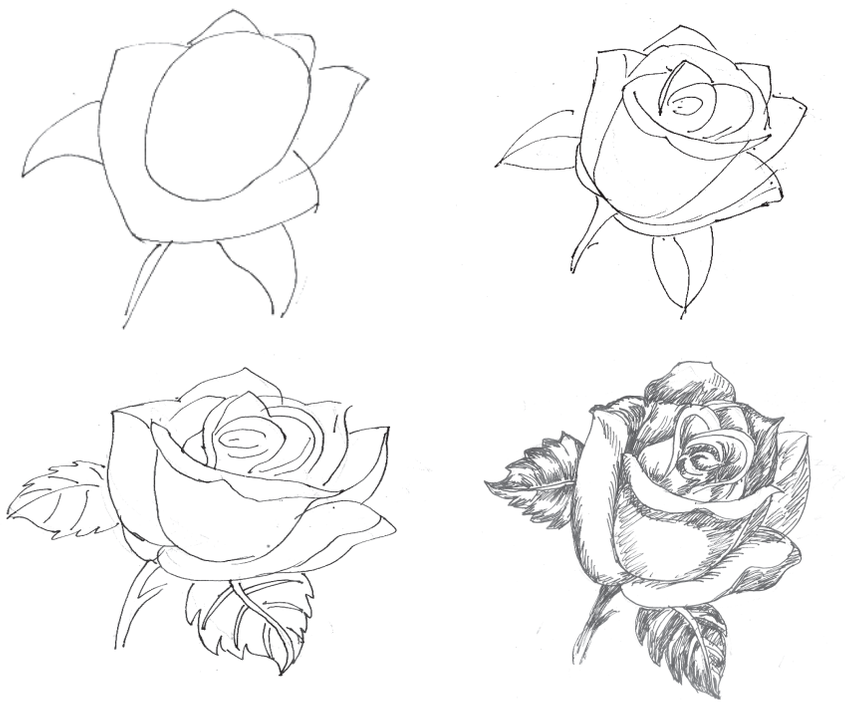

## মা

**জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়**

ভাবনা, মা মরা ছোট্ট এক মেয়ে। ওকেই বা কে দেখে, কিন্তু সবার অজান্তে বিরাট এক দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে ভাবনা। পিসিমা সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকেন। ভাবনার সারাক্ষণের নজর বাবার উপর। স্কুলে থাকলে অবশ্য অন্য কথা, এখন ছুটি, তাই সব সময় বাবার আশেপাশে ঘুর ঘুর করে। স্নানে ঢুকে কোনও একদিন গৌরব ওকে ডেকে তোয়ালে চেয়ে নিয়েছিল। সেদিন থেকে বাবার স্নানের সময় হলেই, ও আশেপাশে থাকবার চেষ্টা করে। আজ আর তোয়ালে ভুলে যায়নি গৌরব। স্নান সেরে বেরোতেই ভাবনা ছুটে আসে, বাবার দিকে চোখ পড়তেই বলে, সে কি বাপি, অত ঘামছ কেন? আর বলিস না মা, কালীপুজো হয়ে গেল, তবু কেমন গরম বলতো?

বাবার পুরো কথাটা না শুনেই ভাবনা ছুটে গিয়ে ওর ছোট্ট রুমালটা এনে বাবার হাতে দিল, বাপি এটা দিয়ে ঘামটা মুছে ফেলো।

অফিসে পৌঁছে চোখেমুখে জল দিয়ে গৌরব চেয়ারে বসতে না বসতেই ফোনটা বেজে উঠল। রিসিভারে ভাবনার গলা, বাপি, তুমি কি এখনও ঘামছ? -কেন মা? কী হয়েছে? -আমি তোমার ব্যাগে আমার রুমালটা দিয়ে দিয়েছি, ওটা দিয়ে ঘাম মুছো, কেমন?

-আচ্ছা মা আচ্ছা, আমি এখনই মুছছি, ভাগ্যিস রুমালটা দিয়ে দিয়েছিলি!

ভাবনার মুখে এক তৃপ্তির অভিব্যক্তি! কিন্তু, সেটা গৌরবের চোখে পড়ল না।

বিশ্বজিৎ মণ্ডল, ষষ্ঠ শ্রেণি, দক্ষিণ কলিকাতা সেবাশ্রম

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com